উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৫৩২.১৯ (+৪২৭.৪০)

নিফটি : ২৫,৩৮৭.৪০ (+৯৬.৩০)



মাহি যুগের অবসান, এবার মেন্টরের ভূমিকায় ১১



রামায়ণ চলাকালীন আমিষ নয় ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩০° / ১৫°	২৯° / ১৫°	২৯° / ১৫°	৩০° / ১৬°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন



পাহাড়-সমতলে এক ক্লিকেই বুকিং ৫

শিলিগুড়ি ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 November 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 179



দেশের নাম ও জাতীয় পতাকা ছাপা কার্ড রাখা ছিল মঞ্চের মেঝেতে। ছবি তোলার আগে সেই কার্ড তুলে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সপ্তম কোয়াড লিডার্স সামিটে। ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় মঙ্গলবার।

চুপিসারে বিমানের বিজনেস ক্লাসে বিদেশে পাড়ি

ব্রাত্যর উড়ান

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : একদিকে যখন শ্রীঘরের চার দেওয়ালে বসে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন পুলিশি জেরার মুখোমুখি, ঠিক তখন রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বুঝিয়ে দিলেন- বিপদের গন্ধ পেতে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত! রাজনীতি হোক বা নাট্যমঞ্চ, নিখুঁত চিত্রনাট্য সাজাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তাঁর বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ নিয়ে পুলিশের জাল গুটিয়ে নেওয়ার ঠিক আগে অত্যন্ত সন্তর্পণে দেশ ছাড়লেন ব্রাত্য।

সহকর্মী ইন্দ্রনীলের পরিণতি দেখেই তিনি যে অনেক আগে থেকে সতর্ক ছিলেন, তাঁর এই তড়িঘড়ি 'বিদেশযাত্রা' সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ নভেম্বর। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কয়েকজন মহিলা কর্মী রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজি) এবং মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তাতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং দপ্তরের আরও বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার মতো অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়।

নারী সুরক্ষার প্রশ্নে এমনিতেই যখন রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তখন দুই প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে এবং প্রশাসনের অন্দরে রীতিমতো বোমা ফাটায়। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার আগেই অবশ্য অন্য মামলায় ইন্দ্রনীল পুলিশের জালে বন্দি। ব্রাত্য হয়তো দেওয়ালের লিখন আগেই পড়তে পেরেছিলেন। তাই বিপদ ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলার আগেই মোক্ষম চালটি দিলেন এই দুঁদে রাজনীতিক।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
এক্সক্লুসিভ

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিজস্ব সূত্র অনুযায়ী, গত ১০ নভেম্বর কাকভোরে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কাতার এয়ারওয়েজের কিউআর-৫৪১ ফ্লাইটে দোহা হয়ে বিদেশে পাড়ি দেন তিনি। বিজনেস ক্লাসের ওই বিলাসবহুল উড়ানে সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং আরও এক পরিচিত ব্যক্তি। অর্থাৎ পুলিশ কোনও আইনি পদক্ষেপ করার আগে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং নিঃশব্দে তিনি দেশের সীমানা পার হয়ে যান। ব্রাত্য সস্ত্রীক দেশ ছাড়ার পর ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিযোগকারিণী সরাসরি রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানী ভবনে হাজির হয়ে ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করান। তদন্তকারীদের সামনে তিনি আরও কিছু নতুন তথ্য ও প্রমাণ পেশ করেন। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে কাজ করার সময় তাঁকে চরম মানসিক ও যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, দপ্তরের অন্দরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার চেষ্টা করায় তাঁকে ভয় দেখানোও হয়েছিল। ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, পূর্বতন জমানায় প্রভাবশালীদের দাপটে তিনি ন্যায়বিচারের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখে তিনি ফের এগিয়ে এসেছেন এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি তাঁকে নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়



পার্কিং লটের কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সংশয়

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। এখনও পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে পার্কিং লটের পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার দাবি, পুজো সহ একাধিক কারণে কাজের গতি অনেকটাই কমেছে। এখনও সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কেননা, পার্কিং লটের একাংশে এখনও কালীপুজোর মণ্ডপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও একটা অংশে গাড়ি-বাইক দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে নতুন করে ওই এলাকায় কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে চলতি বছরে পার্কিং লটের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র এক আধিকারিক বলেন, 'পুজোর মরশুমে কাজের গতি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবে এবার জোরকদমে কাজ শুরু হবে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

যানজট সমস্যা সমাধানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানকে পার্কিং লট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ওই পার্কিং লটের পরিকাঠামো তৈরির জন্য এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

গুলি বনাম বাতাসা তত্ত্বে নিহতরা কেন শুধু গরিব

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



বাতাসা এবং গুলির মধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে আদৌ? এই প্রশ্নটা মাসতিনেক আগেও কেউ করলে তাকে আমরা চূড়ান্ত বোকা বলতাম। হাসির পাত্র হত। এখন তাকে চূড়ান্ত বুদ্ধিমান বলব। সমীহের চোখে তাকাতে হবে।

প্রতিবারই এনকাউন্টারে কেউ মারা যাচ্ছে, আর আমরা দেখছি সব কাগজে একই রকম গ্রাফিকস— প্রশ্ন যেখানে। এসব আসলে প্রশ্নমালা তো নয়। রহস্য।

প্রথমবার, দ্বিতীয়বার না হয় মানা গেল। তৃতীয়বারে আর মন মানছে না। প্রতিবারই পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্ত মারা যাচ্ছে কেন? প্রতিবারই বা পুলিশ একই ভুল করে কীভাবে? কেন আগের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না পুলিশ?

পুলিশকে গুলি করতে এলে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে? পুলিশ কি পুষ্পবৃষ্টি করবে? একদমই নয়। বাতাসাও খাওয়াবে না, পুষ্পবৃষ্টিও করবে না। এত বছর ধরে তাই করত নাকি? এসব প্রশ্ন উঠছে কেন? প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রী সহ কিছু মন্ত্রী এজাতীয় কথা বলছেন বলে।

আমরা শুধু একটা কথা বলতে পারি। পুলিশের একই ভুল পাঁচবার করা উচিত নয়। তা হলে প্রতিবার তারা এক গল্প বলছে কেন? পুলিশের রিভলভার কেড়ে গুলি চালানোর জন্যই অপরাধীকে মেরে ফেলা হল! প্রমোদ দাশগুপ্ত একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, পুলিশের বন্দুকের নলে কি নিরোধ লাগানো আছে? এবং আজ প্রশ্ন করা যায়, পুলিশ কি ক্রমশ এত দুর্বল হয়ে পড়ছে যে, সব জায়গায় তাকে খালি হাতে ঘায়েল করা যায়?

এরপর দশের পাতায়

সরকারি জমি দখল করে বিক্রি

রণজিৎ ঘোষ

বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এর পরে এখান থেকে আন্তর্জাতিক বিমানও চলাচল করবে। ফলে বিমানবন্দরে যাত্রী ও লোকজনের আনাগোনা বাড়বে। এই সম্ভাবনাকে ঘিরে আশপাশের জমির দাম কয়েকগুণ বেড়েছে।



- বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণে আশপাশের জমির দাম কয়েকগুণ বেড়েছে
- দক্ষিণ বাগডোগরা মৌজায় একাধিক দাগের জমি বিক্রি হয়েছে, এখনও হচ্ছে বলে অভিযোগ
- বিজেপির একাংশের মদত এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠেছে

সেই সুযোগে সরকারি জমিও কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তা ঘেঁষে টিনের বেড়া দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘেরা হয়েছে। ভিতরে জমি প্লট করে বিক্রির প্রস্তুতি চলছে। স্থানীয় দু'তিনজনের দাবি, জমিগুলি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বিজেপির একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই সরকারি জমি বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। শাসক শিবির সেই অভিযোগ মানতে চায়নি।

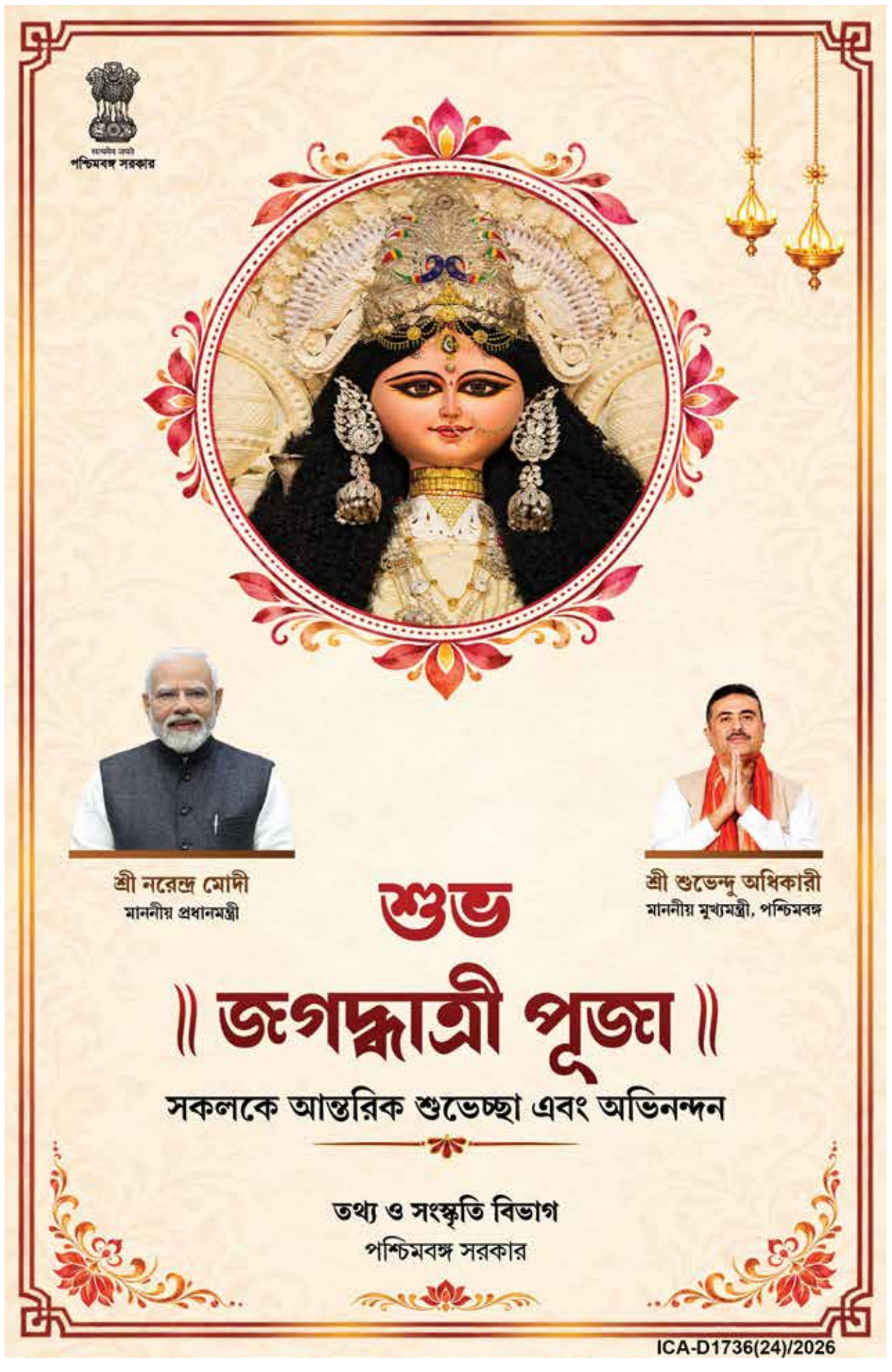
দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফাঁসিদেওয়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকও ফোন ধরেননি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। বিমানবন্দরের সামনের সরকারি জমি এভাবে বিক্রি হতে দেওয়া যাবে না। দ্রুত যাতে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়, সেটা দেখা হচ্ছে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'দলের কেউ এই ধরনের বেআইনি কারবারে যুক্ত বলে মনে হয় না। তবুও আমরা ঘটনার দলীয় স্তরে তদন্ত করব। দলের কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জেরে খতিয়ানভুক্ত জমির দাম এখন কাঠাপ্রতি ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। সম্প্রসারিত বিমানবন্দরটি বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি হচ্ছে। তাই জাতীয় সড়কের পাশের জমিও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এলাকায় প্রচুর দোকান, হোটেল ও বাজার গড়ে উঠবে। এই সুযোগে এক শ্রেণির জমি মাফিয়া সরকারি জমি দখল করে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দক্ষিণ বাগডোগরা মৌজার জেএল নম্বর ৯৯-এর ২৯৫, ২৯৬ দাগ সহ আশপাশের একাধিক দাগের জমি বিক্রি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মাফিয়ারা প্রায় ১৫ বিঘা সরকারি জমি বিক্রির ছক কষেছে জমি বলে অভিযোগ। এই চক্রকে শাসকদল বিজেপির একাংশ মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এরপর দশের পাতায়







> কে ঋতব্রত? কেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাকে নেতা মানতে হবে? আমি চারবারের বিধায়ক, উনি একবারের বিধায়ক। আমি ঋতব্রত-তৃণমূলের পক্ষে সই করিনি। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে মানতাম। আজও মানি।
>
> **- সাবিনা ইয়াসমিন**

সাবিনার চ্যালেঞ্জের মুখে ঋতব্রত

নবনীতা মণ্ডল ও সেনাউল হক

নয়াদিল্লি ও কালিয়াচক, ১৭ নভেম্বর : পাকাপাকি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের হাত ছাড়ছেন সাবিনা ইয়াসমিন। উত্তরবঙ্গের পরিচিত এই সংখ্যালঘু নেত্রী আগেই ঋতব্রত-তৃণমূলের পদ ছেড়েছিলেন। মঙ্গলবার তিনি ঋতব্রতের নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ করলেন। স্পষ্ট করে না বললেও তাঁর কথায় মমতা-তৃণমূলের নথিতে সই করার ইঙ্গিত রয়েছে। ওই নথিতে যে ৩২ জন বিধায়কের সই আছে বলে মমতা শিবিরের দাবি, তাতে শুধু সাবিনা নন, আরও কয়েকজন সংখ্যালঘু বিধায়কের স্বাক্ষর থাকার সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মঙ্গলবার সাবিনা বলেন, 'কে ঋতব্রত? কেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাকে নেতা মানতে হবে? আমি চারবারের বিধায়ক, উনি একবারের বিধায়ক। আমি ঋতব্রত-তৃণমূলের পক্ষে সই করিনি। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে মানতাম। আজও মানি।' ঘটনাচক্রে মঙ্গলবারই মোথাবাড়িতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনায় সাবিনা ও তাঁর স্বামী মেহবুব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে এনআইএ।

আগামী সোমবার তাঁদের কলকাতায় এনআইএ দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বিস্ফোরক সাবিনা বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে হেনস্তা করা হচ্ছে। আমি ঋতব্রত গোষ্ঠীর অ্যাফিডেভিটে সই করিনি বলেই কি আমাকে হেনস্তা করা হচ্ছে?' মমতা-তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কী পরিমাণ চাপে রয়েছেন ওঁরা। এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসকে তারা কতটা ভয় পায়।'



নিজের বিধানসভা এলাকায় সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন।

যদিও সুজাপুরের বিধায়ক মমতা-তৃণমূলে পাকাপাকিভাবে ফিরছেন, এমন কথা বলছেন না। বরং উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় কংগ্রেসের প্রতি সাবিনার আগ্রহ স্পষ্ট। তিনি স্বীকার না করলেও কংগ্রেস সূত্রে খবর, আরও কয়েকজন সংখ্যালঘু বিধায়ককে নিয়ে সাবিনা নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত পাননি। বরং আরও দলভারী করতে বলা হয়েছে।

কংগ্রেস-যোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরবঙ্গের এই সংখ্যালঘু নেত্রীর জবাব, 'হ্যাঁ আমার কংগ্রেসের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ভবিষ্যতে যদি মনে হয়, তখন কংগ্রেসের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভাবব। তবে এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।

এরপর দশের পাতায়

ছাতায় চিহ্নিত নেটওয়ার্কের দুনিয়া

পূর্ণেন্দু সরকার

তিনকাটারি (গরুবাথান), ১৭ নভেম্বর : গরুবাথানের কুমাই টপলাইনের পর চিপলেডাড়া গ্রামে ট্রেকিং রুট ধরে এগোতেই মোবাইলে কোনও নেটওয়ার্ক থাকে না। যত পাহাড়ি পথে এগোবেন, চোখে পড়বে জনমানবহীন পাহাড়ের কোথাও গাছে বা লাঠির মধ্যে ছাতা বাঁধা রয়েছে। আসলে এই পাহাড়ি এলাকায় এই ছাতার তলায় দাঁড়ালে তবেই পাবেন মোবাইল নেটওয়ার্ক। স্থানীয়রা এই জায়গাকে আইডেন্টিফায়েড মোবাইল নেটওয়ার্ক এরিয়া বলে ডাকেন। নিজের বাড়িতে থাকলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না পেলেও পাহাড়ি গ্রামের দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ট্রেকিং করে এসে এই ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলেন। তবে ছবি বা ভিডিও পাঠানো খুব কষ্টকর। কারণ ফোর জি নেটওয়ার্ক ঘনঘন আপডাউন করে। গরুবাথান ব্লকের কুমাই পঞ্চায়েতের তিনকাটারি সহ একাধিক পাহাড়ি গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় এমনই দৃশ্য চোখে পড়বে। ডিজিটাল যুগে রাজ্যের এই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মোবাইল নেটওয়ার্কের এমনই দুরবস্থা। ভেড়েগাড়ি গ্রামের দীপক ভুজেল বলছেন, 'রাতে কেউ অসুস্থ হলেও মোবাইল থেকে ফোন করে কাউকে খবর দেওয়া যায় না।'

কুমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটু নীচু এলাকা ১ হাজার ফুট থেকে আড়াই হাজার ফুটের মধ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক তবু আছে। কিন্তু এই আড়াই হাজারের পর চিপলেডাড়া গ্রাম থেকে লাইনডাড়া, ভেরেগাড়ি, আপার তিনকাটারি হয়ে মিডল ও লোয়ার তিনকাটারি গ্রামগুলিতে পাহাড়ি চোরবাটো ধরে ট্রেক করা ছাড়া এক পা এগোনোর গতি নেই। চিপলেডাড়ায় ঢুকতেই আপনি মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক এলাকার বাইরে চলে যাবেন।



গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্কের চিহ্নিত স্থান।

ফোন করতে পাহাড়ে ট্রেকিং গ্রামবাসীর

চিপলেডাড়ার ভূষণ ভুজেলের কথায়, 'পাহাড়ি এই এলাকায় সর্বসাকুল্যে ২০০টি ঘর পাহাড়ের গায়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই এলাকায় নিজের বাড়িতে থাকলেও পরিবারের কাউকে ফোন করা যায় না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাউকে ফোন করার জন্য নেটওয়ার্ক পর্যন্ত থাকে না। তখন এক বা দুই কিমি চড়াইউতরাই ভেঙে টাঙিয়ে রাখা ছাতার কাছে পৌঁছাতে হয় মোবাইল নেটওয়ার্কের সন্ধানে।'

আপার তিনকাটারি গ্রামের সঞ্জনা ভুজেল শিক্ষকতার চাকরি করেন কুমাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাঁর কথায়, 'এখন যেখানে ছাতা টাঙানো রয়েছে, তার কিছুটা নীচের এলাকায় আমাদের ঘর ছিল। সেখানে গাছের কাছাকাছি জায়গায় ঘরের ভেতর আলমারি রাখা ছিল। আলমারির ওপর উঠলে নেটওয়ার্ক মিলত। কিন্তু সেই জায়গা ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘর অন্যত্র সরিয়ে এনেছি। এখনও বাড়ি থেকে ২০০ মিটার উঁচুতে ছাতার কাছাকাছি আসতে হয় নেটওয়ার্কের জন্য।' বিভিন্ন জায়গায় চিঠি লিখেও মিনি মোবাইল টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ আজ পর্যন্ত কেউ নেয়নি। এটাই আক্ষেপ শিক্ষিকা সঞ্জনা ভুজেলের।

কুমাইয়ের মঞ্জিল থাপার কথায়, 'আসলে এই গ্রামগুলির পাহাড়ি এলাকার পাশেই নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান ও কালিম্পং ফরেস্ট ডিভিশনের ঘন বনাঞ্চল রয়েছে। তাছাড়া ৮-১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মোবাইল টাওয়ার নেই। একটি বেসরকারি কোম্পানির মোবাইল টাওয়ার থেকে তরঙ্গ এসে মাঝেমধ্যে পাহাড়ি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। তাই যেখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, সেখানে এলাকার বাসিন্দারাই এভাবে ছাতা টাঙিয়ে রাখেন। যাতে মানুষ বুঝতে পারেন এখানেই নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে।'

> রাতে কেউ অসুস্থ হলেও মোবাইল থেকে ফোন করে কাউকে খবর দেওয়া যায় না।
>
> **দীপক ভুজেল**
> ভেড়েগাড়ি গ্রামের বাসিন্দা

ভবঘুরে জীবন শেষে ছেলের কাছে মা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ নভেম্বর : দীর্ঘ চার বছর। এক বুক শূন্যতা নিয়ে মায়ের পথ চেয়ে বসেছিল পরিবার। আর মা? তিনি দিগভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিলেন মালদার রাস্তায়। অবশেষে অপেক্ষার অবসান। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিবেক বাহিনীর মানবিক উদ্যোগে চার বছর পর হারানো মাকে ফিরে পেলেন ছেলে চন্দন দাস।

জানা গিয়েছে, গত প্রায় এক মাস ধরে পুরাতন মালদার ৮ মাইল এলাকায় ভবঘুরে অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিলেন বছর ষাটের ওই মহিলা। অনেকেই বৃদ্ধার পরিচয় জানার চেষ্টা করলেও, তাতে গভীর আন্তরিকতা ছিল না। তবে কেউ কেউ দিনের পর দিন তাঁকে খাবার দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সোমবার ওই বৃদ্ধাকে পুরাতন মালদার ৮ মাইলের এক প্রত্যন্ত এলাকায় অসহায় অবস্থায়



পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় এক বাসিন্দা খবর দেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রেবতী সরকারকে।

খবর পেয়ে সংগঠনের সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ, রেবতী সরকার ও স্থানীয় সহযোগী বিক্রম সরকার দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ কথা বলে, আদর করে খাইয়ে বৃদ্ধার আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করেন তাঁরা। এরপর তাঁকে বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অস্পষ্ট গলায় শুধু বলেন, বাড়ি 'কুতুবপুর'।

সারা বাংলায় অনেক কুতুবপুর রয়েছে। কিন্তু ওই সংগঠনের সদস্যরা যেহেতু মালদা শহরে থাকেন, তাই প্রথমেই ইংরেজবাজার শহরের কুতুবপুর এলাকার কথাই মনে আসে তাঁদের। এরপর সন্ধান শুরু হয়। অবশেষে তাঁরা জানতে পারেন, বছর চারেক আগে ওই এলাকারই এক বৃদ্ধা হারিয়ে যান। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবি দেখালে বৃদ্ধাকে শনাক্ত করা হয়। জানা যায়, তাঁর নাম শুভ্রা দাস। অবশেষে পরিবারের হাতে বৃদ্ধাকে তুলে দেওয়া হয়। মাকে ফিরে পেয়ে ছেলে চন্দনের মুখে এখন শুধুই আনন্দাশ্রু। তিনি বলছিলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মাকে খুঁজছিলাম আমরা। অবশেষে বিবেক বাহিনীর মাধ্যমে মায়ের সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত খুশি।'

সংগঠনের তরফে ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'আমাদের এক সদস্যের কাছে খবর আসে, ৮ মাইল স্ট্যান্ডে একজন ভবঘুরে মহিলা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর জানতে পারি ওনার বাড়ি কুতুবপুর এলাকায়। এরপর আমরা ওনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের হাতে তুলে দিই।'

NOTICE INVITING APPLICATIONS

Applications are invited from eligible and experienced Training Providers for empanelment under PM-AJAY-Skill Development Component for FY 2026-27 in Alipurduar District for conducting various training programme. Last date of submission : 03:00 pm on 30th November, 2026. For details, **visit : https://alipurduar.gov.in/**or the District Branch Office.

Sd/-
District Manager
WB SC ST & OBC Dev. & Fin. Corporation
Alipurduar District Branch Office

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/05/2026-27 (3rd Call), Dt. 17/11/2026, Last date and time for bid submission-27/11/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : www.tenders.wb.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E, P.W.D, Malda Sub-Division-I invites Tender, vide e-NIQ No.- 05 of 2026-2027, for 1. Consultancy Services for Carrying Out Detailed Engineering Surveys, Investigations, Testing and Preparation of Detailed Project Report (DPR) for Improvement of Old NH-34 from Ch. 321.400 Km to Ch. 323.600 Km and from Ch. 329.730 Km to Ch. 330.460 Km under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5085854_1. Bid Submission Starting Date & Time- **19/11/2026 up to 11:00 A.M.** Last date and time for Submission of Tender is- **27/11/2026 upto11:00 A.M.** Other details may be seen Website: **https://tenders.wb.gov.in** & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D, Malda Sub-Division-I, Malda. ICA-T11936(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Fixing of boundary pillars for permanent demarcation of right of way (ROW) for Old NH-34 Road (Total length - 9.06 Km), Link Road to Bharat Sevasram Sangha (Total length-1.38 Km), Sahapur bridge approach (Total length-0.550 Km) & Feeder road (Total length-0.950 Km) along with Topographical Survey under Malda Sub-Division-I, PWD, under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5085808_1. Estimated Amount : Rs. 14,52,461.00. e-NIT No. 17 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online) : 19/11/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online) : 03/12/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T19933(3)/2026

PWD (GOVT. OF W.B) TENDER NOTICE

S.E./ N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-tender for the works of:-

"Moranga Road from 0.00 Km. to 0.65 km in continuation of Air Strip Road from 0.00 km. to 0.85 km- Widening and Strengthening under Cooch Behar Division, PWD in the district of Cooch Behar."

Project ID:- PD262755066S000
Estt. Amount: Rs. 3,53,02,764.00
e-NIT No.- WB/SE/NBCC-I/PWDte/eNIT- 15 /2026-2027 (1st Call)
Tender ID - 2026_WBPWD_5086730_1
Bid Submission start date (online) **19.11.2026 from 03.00 P.M.**
Bid Submission closing date (online) **09.12.2026 upto 03.00 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website.
Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in

Sd/-
S.E, NBCC-I, P.W.Dte.
Cooch Behar.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭১৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Next Gen. Public School, Dhapganj needs a Principal & Assistant Teachers (All subjects) having English communication skill with B.Ed. WhatsApp your CV to 9475250393. (C/124050)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rajesh Mandal, S/O- Subal Mandal, গ্রাম- সালাবতপুর, পোস্ট- কাতলামারী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার ও আমার স্ত্রীর আসল নাম যথাক্রমে Rajesh Mandal ও Pratima Basak Mandal। কিন্তু আমার ছেলে Om Mandal -এর জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Rayash Mandal ও স্ত্রীর নাম Pratima Mandal উল্লেখ রয়েছে। গত ১৬/১১/২৬ তারিখে চাঁচল JM 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rajesh Mandal ও Rayash Mandal এবং Pratima Basak Mandal ও Pratima Mandal উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। (C/124463)

●

ভোটার I-Card নং TSX 1205400 আমার নাম Maya Bibi-র পরিবর্তে Maya Bibi (Khatun) নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 24.09.26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Maya Bibi এবং Maya Bibi (Khatun) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি এই হলফনামায় ঘোষণা করছি যে আমার পুরো এবং শুভ নাম Maya Bibi, W/o. Mehebub Rahaman, পাটছড়া, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/123770)

●

আমি Hemlata Majumdar, W/O Tarapada Majumdar, গ্রাম- কদুবাড়ি, থানা+পো: গাজোল, জেলা- মালদা, পিন - 732124, আমার আধার কার্ড (যার নং 6750 4161 6443) Hemalata Majumdar ও রেশন কার্ডে (যার নং SPHH 35226221) Hemalata Barikadar ও স্বামীর নাম Tarapada Barikadar থাকায় গত 20/05/26 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Hemalata Majumdar, Hemalata Barikadar থেকে Hemlata Majumdar করা হইল যা উভয়ই নামই একই ব্যক্তি। ও স্বামী Tarapada Barikdar থেকে Tarapada Majumdar করা হইল যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124465)

হারানো /প্রাপ্তি

আমি, Vikash Jajodia S/o Late Kishan Lal Jajodia আমাদের অরিজিন্যাল জমির দলিল হারিয়ে গেছে, যার পরিমান, ২ কাঠা14.5 ছটাক R.S. খতিয়ান নং 825/Ka, R.S. প্লট নং 137/1107 মৌজা ডাবগ্রাম R.S. রাজগঞ্জ Deed নং - 2629 (1985) যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে নিম্ন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। M : 7679811866. (C/124461)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Rafikul Mia আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে যার নম্বর WB732001029519-তে আমার নাম এবং বাবার নাম ভুলবশতঃ উল্লেখ থাকায় গত 13/11/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) MD. Rafikul থেকে Rafikul Mia এবং (বাবা) Md. Dhaneruddin থেকে Dhanar Uddin নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/124460)

●

আমি Moriom Khatun, W/O- MD Mofijuddin, গ্রাম - কুশরাক্ষা, পোস্ট :- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা-মালদা। আমার আসল নাম Moriom Khatun। কিন্তু আমার মেয়ে Israt Jahan -এর জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Marium Bibi উল্লেখ রয়েছে। গত ১৬/১১/২৬ তারিখে চাঁচল JM 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Moriom Khatun ও Marium Bibi একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124459)

●

I, Hasan Ali Miya, S/o Ketabuddin Miya, R/o Vill & PO : Nararthali, PS : Kumargram, Dist: Alipurduar. My actual name is Hasan Ali Miya, S/o Ketabuddin Miya which is recorded in my voter ID, No : CQJ2452399, in Aadhaar card, No : 404561380411 and in my Pan card, No : CTXPA4349E. But in my driving license No : WB 6920030892630, my name has been recorded as Md. Hasan Ali Mia, S/o Md. Katabuddin Mia. Hence to rectify my name & my father's name in my driving license, by affidavit at E.M court, Alipurduar on 17.11.2026, I declare that, Hasan Ali Miya, S/o Ketabuddin Miya & Md. Hasan Ali Mia, S/o Md. Katabuddin Mia is one and same identical person. (C/123379)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-AS-E-13112026-277876
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 5934] **NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2026/KARTIKA 21, 1948**

MINISTRY OF RAILWAYS
[N.F. Railway (Construction) Organisation]
NOTICE
Maligaon, the 12th November, 2026

S.O. 6173(E).—Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Railways [N.F. Railway (Construction) Organization], vide No. S.O. 3129 (E) dated 16th June, 2026 and corrigendum S.O. 3688 (E) dated 07th July, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (no. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule Annexed to the said Notification, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, **"Aluabari Road – New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line"** in the district of **Jalpaiguri**, in the State of **West Bengal;**

And whereas, the substance of the said Notification has been published in the daily newspapers, namely, 'Uttar Banga Sambad' on 03/07/2026, 'Dainik Jagran' on 03.07.2026, and the corrigendum S.O. 3688 (E) dated 07th July, 2026 has been published in the daily newspapers, namely, 'Uttar Banga Sambad' on 08/09/2026, 'Dainik Jagran' on 08/09/2026 under sub-section(4) of Section- 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section-20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section-20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed to this Notification should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section-20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on Publication of this Notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed to this Notification shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

Land Schedule

Brief description of the land to be acquired with or without structures under Sub Section (1) of Section 20 (A) of the Railways Act 1894 (24 of 1989) for Special Railway Project namely, "Aluabari Road – New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line" in the district of Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

Sl. No.	Name of Police Station	Mouza & J.L. No.	L.R. Plot No.	Portion of Plot Affected	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired	
							Acres	Hectares
1	Rajganj	Dabgram, J.L. No. 2	57	Part	Private	Danga	0.0008	0.0003
			58	Part	Govt./ Private	Danga	0.1364	0.0552
			116	Part	Govt./ Private	Danga	0.3800	0.1538
			130	Part	Govt./ Private	Danga	0.1131	0.0458
			174	Part	Private	Path	0.0062	0.0025
						Sub total =	0.6365	0.2576
						Land to be acquired in Jalpaiguri District (Grand Total) =	0.6365	0.2576

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP (3rd & 4th Line)/9]
SANJEEV KUMAR, Chief Engineer / CON / Proc. & NJP

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Health & Family Welfare
PPP Cell
Swasthya Bhawan, Salt lake, Kolkata – 700091
Memo no: HFW-14015(11)/3/2026-SPSRC SEC-Dept. of H&FW/903
Date: 14/11/2026
Tender Inviting Notice
PPP/NIT/68/2026

Department of Health & Family Welfare inviting Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of 16 slice CT scan unit, at Kalimpong DH, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) mode. The documents containing the scheme and eligibility criteria of the applicants may be obtained from the website www.wbhealth.gov.in under the option 'TENDER' & https://tenders.wb.gov.in Interested Organizations may attend (not more than one member per organization) a Pre-BID meeting to be held on 23.11.2026(Monday) at 12:00 P.M. at SPSRC 5th floor, B-wing, Swasthya Bhawan, Sec- V, Salt Lake, Kolkata- 91. The Bid submission start date (Online) 18.11.2026 & last date of receipt of Bids (online) in the prescribed format provided in the document (online) for the Project is 09.12.2026 till 5:00 P.M. Sd/- Joint Director SPSRC, Government of West Bengal. ICA-T19924(3)/2026

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in Interview will be conducted for the appointment of a **Matron** for the session 2026-27 at PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal, for the academic session 2026-27. Interested candidates are requested to attend the Walk-in Interview at the Vidyalaya on **25.11.2026 at 10:30 AM** along with all original certificates and documents related to their educational qualifications and work experience.

Essential Qualification

1. Minimum Class X, however higher educational qualification may be given preference in engagement.
2. Minimum age at the time of engagement 35 years and the maximum age for engagement is 55 years as on 1st December 2026.
3. Married females, which includes widows or divorcees without Encumbrances. (Preference will be given to widows or divorcees)

For eligibility criteria and the application form, candidates may visit the Vidyalaya office to collect the application form. They should submit the duly filled-in form by email to **jnvalipurduar@gmail.com** on or before **24 Nov. 2026.**

PRINCIPAL

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Health & Family Welfare
PPP Cell
Swasthya Bhawan, Salt lake, Kolkata – 700091
Memo no: HFW-14015(11)/3/2026-SPSRC SEC-Dept. of H&FW/902
Date: 14/11/2026
Tender Notice
PPP/NIT/66/2026 – PPP/NIT 67/2026

Department of Health & Family Welfare inviting Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of MRI unit at different Govt. hospitals, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) mode at(1) Coochbehar Government Medical College & Hospital, MJN Hospital, (2) Kalimpong DH. The documents containing the scheme and eligibility criteria of the applicants may be obtained from the website www.wbhealth.gov.in under the option 'TENDER' & https://tenders.wb.gov.in. Interested Organizations may attend (not more than one member per organization) a Pre-BID meeting to be held on 23-11-2026(Monday) at 12.00 PM at SPSRC; 5th floor, B- wing Swasthya Bhawan, Sec-V, Salt Lake, Kolkata- 91. The Bid submission start date (Online) 18-11-2026 & last date of receipt of Bids (online) in the prescribed format provided in the document (online) for the Project is 09-12-2026 till 5.00 p.m. Sd/- Joint Director SPSRC, Government of West Bengal

ICA-T19923(3)/2026

আজ টিভিতে



আদিত্য কি পারবে প্রীতি আর শান্তনুর মধ্যে দূরত্ব কমাতে?
কমলা নিবাস সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ ভূতপরী, ১০.০০ সংগ্রাম, দুপুর ১.১৫ ঘাতক, বিকেল ৪.৩০ ফুল আর পাথর, রাত ৯.৩০ কিশমিশ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রাজমহল, দুপুর ১.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.৪৫ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৭.৩০ দুজনে, রাত ১০.৩০ শিকারি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ জোয়ার ভাটা, দুপুর ২.০০ আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ মহাজন, রাত ৮.০০ সাথীহারা, ১১.০০ সেদিন চৈত্র মাস

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাহাড়ি ফুল

কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ স্বামীর আদেশ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বিকেল ৩.১৫ কচ্চে ধাগে, সন্ধে ৬.৫০ পেয়ার তো হোনা হি থা, রাত ১০.১০ রাম জানে

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.২০ হক, বিকেল ৪.৪৪ সনম তেরি কসম, সন্ধে ৭.২৯ রেইড-টু, রাত ১০.১৯ গুমনাম

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৪ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান, দুপুর ২.৩১ শীলাবতি-দ্য ঘাটি কুইন, বিকেল ৫.১৯ অর্জুন-দ্য সন অফ বৈজয়ন্তী, সন্ধে ৭.৫৬ হিরো, রাত ১০.১৭ কার্তিকেয়-টু

জি বলিউড : দুপুর ২.০২ করিশমা কুদরত কা, বিকেল ৫.২০ হোগি পেয়ার কি জিত, রাত ৮.০০ বিবি হো তো অ্যায়সি, ১১.১১ কোহরাম



রেইড-টু সন্ধে ৭.২৯
অ্যান্ড পিকচার্স



চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজো নিয়ে **বিশেষ প্রতিবেদন**
সন্ধে ৭.৩০ **ডিডি বাংলা**



জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন ঝাঁঝালো মিষ্টি পনির পাতুরি তৈরি শেখাবেন ইন্দ্রনীল দত্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অকারণে তর্কাতর্কিতে যাবেন না। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। বৃষ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে পারলে আজ আর্থিক দিক মজবুত হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। দাম্পত্যে সামান্য অভিমান থাকবে। মিথুন : দূর সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কর্কট : আজ বড় কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। খাওয়াদাওয়ার অনিয়মে পেটের গোলমাল হতে পারে। সিংহ : আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। কন্যা : চাকরির পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। তুলা : পরিবারে আপনার অনিয়ন্ত্রিত কথার কারণে অশান্তি হতে পারে। পড়ুয়াদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। ধনু : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। ভ্রমণে বাজেটের বাইরে খরচ হওয়ায় একটু চিন্তা বাড়বে। অনিদ্রাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। মকর : ব্যবসায়ীদের আজ কোনও নতুন চুক্তিতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দের পরিবেশ। কুম্ভ : দীর্ঘদিন পর আজ উপার্জনের নতুন পথ খুলতে পারে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সম্মান বৃদ্ধি। মীন : পরিবারে আজ যে কোনও আলোচনায় শান্ত ও ধৈর্যশীল থাকুন। হাঁটুর নীচের অংশে ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ২৭ কার্তিক, ১৮ নভেম্বর, ১ অঘোন, সংবৎ ৯ কার্তিক সুদি, ৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৪।৪৯। বুধবার, নবমী রাত্রি ২।৮ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ২।৩৩। ব্যাঘাতযোগ শেষরাত্রি ৫।১১। বালবকরণ দিবা ১।৪৩ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরীর রাহুর দশা, রাত্রি ২।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, রাত্রি ২।৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৪০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪০ গতে ৪।১৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৩২ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ২।৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম, শেষরাত্রি ৫।১১ নিষেধ, রাত্রি ২।৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম, শেষরাত্রি ৫।১১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১০।২৮ গতে ১২।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৬ মধ্যে ও ৮।২৪ গতে ৩।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৬ গতে ৭।৩৮ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ৩।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।



কালীর সাজে এক খুদে। রায়গঞ্জে। ছবি : দিবাকর সাহা

জল জীবন মিশনে অচলাবস্থা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৭ নভেম্বর : ছয় বছরেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) ইসলামপুর ব্লকের কোনও পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশনের কাজ ১০০ শতাংশ শেষ করতে পারেনি। কোথাও পাইপলাইন নেই, কোথাও কল বসলেও জল মেলে না। কোথাও কল ভেঙেছে কোথাও বা পাইপ ফেটেছে। মেরামতও হয়নি। জমি জটিলতায় রিজার্ভারের কাজও আটকে। বাসিন্দারা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

অভিযোগ, এই প্রকল্পে ২০০ কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হলেও ৫০ শতাংশের কম খরচ করা হয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, ২০২৪ সালের পর থেকে তাঁরা বিল পাননি। টাকা না পেলে কাজ চালাবেন কীভাবে, নিজেদের পকেট থেকে কতদিন খরচ করবেন, প্রশ্ন তাঁদের। সমস্যার জেরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ইসলামপুরের প্রধান অসীমা পাল বলেন, 'রিজার্ভার তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিতেই তো সমস্যা। সরকার বলছে, সেটি ভেস্টেড ল্যান্ড। অথচ সেখানকার একজন বাসিন্দা আবার দাবি করছেন, তিনি অনেক দিন আগেই জমিটি কিনে নিয়েছেন।' বিডিও পিনাকী দেবনাথ বললেন, 'জল জীবন মিশনের ৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনটি রিজার্ভারের কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলি তৈরি হয়ে গেলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে এবং বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।'

দপ্তর সূত্রে খবর, ১৩টি পঞ্চায়েতের ৬৩,০৫৬টি বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার পর্যন্ত যা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তাতে ইসলামপুরে ২৬৮০টি বাড়ির মধ্যে ১টিতে, গোবিন্দপুরে ৩৪৭৪টির মধ্যে ৭টিতে, গাইসাল-১'এ ৪০৮৮টির মধ্যে ৪টি বাড়িতে



- ছয় বছরেও ইসলামপুরের ১৩টি পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশনের কাজ শেষ হয়নি
- বহু বাড়িতে সংযোগ নেই, কোথাও পাইপ ফেটে জল সরবরাহও বন্ধ রয়েছে
- বিডিওর দাবি, ৬০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে

সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গুঞ্জরিয়ার হালও খারাপ। পণ্ডিতপোঁতা-২'এ ৪৯৯৯টির মধ্যে ৩৪০৫টি, মাটিকুন্ডা-২'এ ৫৩৭৫টির মধ্যে ৩০৫১টি, গাইসাল-২'এ ৩০৯৫টির মধ্যে ১৮১৭টি বাড়িতে জলসংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগডিমটিখন্ডিতে ৭৩৪২টি বাড়ির মধ্যে ২৬০৫টি, কমলাগাঁও সুজলিতে ৬১০৬টির মধ্যে ৮৭৭টি, মাটিকুন্ডা-১ এবং পণ্ডিতপোঁতা-১'এ ৪১৫৪টি বাড়ির মধ্যে ১৩৪৪টি, রামগঞ্জ-১'এ ৬৯২৬টি বাড়ির মধ্যে ২২৫৭টিতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। রামগঞ্জ-২'এর ক্ষেত্রে ৫৬১১টি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে।

এনিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যরা অভিযোগ জানিয়েছেন। গাইসাল-২'এর প্রধান অঙ্কিতা সিনহার বক্তব্য, 'যে জায়গা দিয়ে প্রকল্পের কাজের পাইপ বিছানো হয়েছে, ঠিকাদার সেখানে গর্ত করে রেখেছেন। আদৌ জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে কি না, তারই কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কিছু জায়গায় পাইপ বিছানো হয়েছিল, সেগুলি ফেটে গিয়েছে। এক বছর আগে নল লাগানো হয়েছিল, সেগুলির বেশিরভাগই ভেঙে গিয়েছে। এভাবে কীকরে আর কাজ হবে?' পণ্ডিতপোঁতা-২'এর প্রধান যমুনারানি সরকার বললেন, 'এক-দেড় বছর আগে জলের পাইপ বিছানো হয়েছে। বাড়ি বাড়ি জলের নলও লাগানো হয়েছিল। বেশির ভাগ নল ভেঙে গিয়েছে, কোথাও পাইপ ফেটে গিয়েছে।'

রামগঞ্জ-১'এর প্রধান ঝর্ণা রায়ের বক্তব্য, 'আমার কার্যকালে তো কোনও কাজই হতে দেখিনি। আমাদের এখানে পুরোনো ফাঁড়ির পিছনে জল সরবরাহের একটি অফিস তৈরি হওয়ার কথা ছিল। বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই জল সরবরাহ করা হবে। সেখানে কাজও শুরু হলেও মাঝপথে কোথায় চলে গেল, একই সুরে রামগঞ্জ-২'এর প্রধান রিজওয়ানা খাতুনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মহকুমায় কমেছে পালিত গোরুর সংখ্যা

প্রশ্নের মুখে বিজেপির গোরক্ষা নীতি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : রাজ্যে গোবলয়ের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে গোরুর প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে গিয়েছে সরকারের। রাজ্যে সমস্ত গোরুর হাট নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে গোরু পাচার রুখতে পাহারায় পথে নেমেছে সংঘের অনুগামী বিভিন্ন সংগঠন। ফলে রাজ্যে গোরুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তার উলটো ছবি। গত প্রায় এক বছরে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমাতেও গবাদিপশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে খবর, মহকুমায় গোরুর সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে।

প্রতি বছরই গৃহপালিত প্রাণী শুমারি করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। এবারও হয়েছে। তার ফল কী বলছে? গতবার মহকুমায় খাতায়-কলমে গোরু ছিল ৯৮ হাজারের বেশি। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে তা কমে হয়েছে কমবেশি ৮৮ হাজার। এই ইস্যুতে সরাসরি প্রশ্নের মুখে পড়েছে শাসকদল বিজেপির 'গোরক্ষা' নীতি। নতুন করে নথিভুক্ত পশুর হাট তৈরির উদ্যোগ নেওয়ায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোরক্ষা সমিতি রয়েছে। গোরুর সংখ্যা কমার হিসেব তারা মানতে নারাজ। তাদের দাবি, প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে গোরু রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই গোরু পালনের পরিশ্রম করতে নারাজ। ভিএইচপি'র উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক (সংগঠন) অনুপকুমার মণ্ডল বলেন, 'আগামীদিনে গো-মাতার সংখ্যা বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমান সরকারের আমলে গোরক্ষা ও গো-পুজোয় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গোশালার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গবাদিপশু সংরক্ষণে একাধিক সরকারি উদ্যোগের কথাও প্রচার করা হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবে গোরুর সংখ্যা কমছে কীভাবে, সেই প্রশ্ন তুলে গেরুয়া শিবিরের নীতি নিয়েই কটাক্ষ করেছে সিপিএম। সিপিএমের

> **গোরক্ষা নিয়ে শাসকদলের অবস্থান ও বাস্তবের পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তারা গোরুকে সামনে রেখে যে হিন্দুত্বের ধোঁয়া তোলার চেষ্টা করে, তার ভিতরটা ফাঁপা।**
>
> অশোক ভট্টাচার্য

প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'গোরক্ষা নিয়ে শাসকদলের অবস্থান ও বাস্তবের পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তারা গোরুকে সামনে রেখে যে হিন্দুত্বের ধোঁয়া তোলার চেষ্টা করে, তার ভিতরটা ফাঁপা। জল মেশানো মেকি হিন্দুপ্রীতি। মানুষ তার জবাব দেবেন।'

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনের তরফে প্রচলিত গোরুর বাজার বা হাটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, তাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু সাধারণ মানুষ, যাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ হিন্দু পশুপালক, তাঁরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন।

কারণ, গ্রামীণ এলাকার বহু পরিবার গবাদিপ্রাণী প্রতিপালন করে এবং প্রয়োজনে তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাজার বন্ধ থাকায় তাঁদের সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। এজন্যই গোরু পালনে অনীহা আসা এবং সংখ্যা কমে গিয়েছে কি না, তা যাচাইয়ের দাবি উঠেছে।

সমালোচনার জবাব দিতে এবং এই সংকট কাটাতে এবার রাজ্যে নথিভুক্ত বা রেজিস্টার্ড গোরুর বাজার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মহকুমায় কমপক্ষে চারটি রেজিস্টার্ড গোরুর হাট তৈরির জন্য আবেদন জমা পড়েছে। প্রত্যেক জেলায় সেরকম আবেদন জমা পড়েছে বলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়েও নতুন করে রাজনৈতিক তর্জা দানা বেঁধেছে। একদিকে গোরুর বাজার বন্ধ করে দেওয়া এবং এখন আবার নতুন করে নথিভুক্ত গোরুর বাজার তৈরির উদ্যোগ, এই অবস্থান বদল নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, পূর্বে বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত কি তবে ভুল ছিল, যার ফলে পশুপালকদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল?

দার্জিলিং জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক আধিকারিকের দাবি, 'গবাদিপশু কেনাবেচায় স্বচ্ছতা আনতে এবং বৈধ উপায়ে পশুপালকদের সহায়তা করতেই এই রেজিস্টার্ড বাজারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি গোশালা তৈরির উদ্যোগও প্রশাসন নিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।



মাটিগাড়া ভেটেরিনারি পলিক্লিনিক।

রাজ্যে সেরা মাটিগাড়ার ভেট ক্লিনিক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : গোটা রাজ্যে প্রাণী হাসপাতালগুলোর পরিষেবা নিয়েই যখন প্রশ্ন উঠছে, সেই সময় গৃহপালিত প্রাণীদের চিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবার নিরিখে রাজ্যে প্রথম স্থান পেল শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ভেটেরিনারি পলিক্লিনিক। গৃহপালিত প্রাণীদের জটিল অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সফলভাবে করেছেন এখানকার চিকিৎসকরা। বেশ কিছু প্রাণী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাইও পেয়েছে। তারই স্বীকৃতি পেল এই প্রাণী হাসপাতালটি।

খাপরাইল মোড়ে একটি ডেয়ারি কারখানা এলাকায় রয়েছে এই প্রাণী হাসপাতালটি। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের শিলিগুড়ির আধিকারিক তুফান মাইতি এবং ওই হাসপাতালের চিকিৎসক চন্দন সাহার বিশেষ উদ্যোগে প্রাণীদের অস্ত্রোপচার ও ময়নাতদন্তে নজির গড়েছে এই হাসপাতাল।তুফানের বক্তব্য, 'প্রাণী হাসপাতালের চিকিৎসা নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। অনেক চিকিৎসক যত্ন নিয়ে প্রাণীদের চিকিৎসা করেন। চন্দন তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গত সোমবার কলকাতায় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।'

তবে অনেক প্রাণী হাসপাতালে সঠিক পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকার ফলে চিকিৎসার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কর্মীসংকটে অনেক প্রাণী হাসপাতাল বন্ধের মুখে।

প্রাণী দপ্তর সূত্রে খবর, মাটিগাড়া ভেট পলিক্লিনিকটি ২০১৭ সালে তৈরি হয়েছিল। ২০২৫-'২৬ সালে এখানে ১৭ হাজার ৪৫৫টি গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসা হয়েছে, যা গোটা রাজ্যের নিরিখে সর্বোচ্চ। এই হাসপাতাল থেকে এক বছরে আয় হয়েছে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩০ টাকা। আউটডোরে টিকিট এবং আরও কিছু ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকেই এই আয় হয়েছে। সেটাও রাজ্যে প্রাণী হাসপাতালগুলির তালিকায় প্রথম দিকেই রয়েছে।

এমন স্বীকৃতি পেলেও মাত্র একজন চিকিৎসক এবং একজন কর্মী নিয়ে চলে হাসপাতালটি। রাজ্যে হাতেগোনা কয়েকটি প্রাণী হাসপাতালে সাজারি হয়। মাটিগাড়ার এই ক্লিনিকে শতাধিক গৃহপালিত প্রাণীর সাজারি হয়েছে।

মহকুমার প্রায় সমস্ত প্রাণী হাসপাতালে কর্মীসংকট বড় আকার নিয়েছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তর সূত্রে খবর, মহকুমায় মোট আটটি প্রাণী হাসপাতাল রয়েছে। দুজন করে মোট ১৬ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও মহকুমায় বর্তমানে ৬ জন পশুচিকিৎসক রয়েছেন। ৮০ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন তার ৫০ শতাংশের মতো। তাতে একজন চিকিৎসক বা কর্মীকে একাধিক হাসপাতালের দায়িত্ব দিতে হয়েছে। পালা করে হাসপাতাল খোলার ফলে বহু পশুপালক সমস্যায় পড়ছেন। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ। শেষ দিন ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠান হবে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুরে।

রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'পশুচিকিৎসায় এই সাফল্য চিকিৎসকদের উৎসাহিত করবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব।'

পাহাড়ে বিশেষ নজর কংগ্রেসের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পাহাড়ে পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করল কংগ্রেস। কিছুদিন পরে রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিকে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে পাহাড়ে দলীয় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে নজর দিল কংগ্রেস। ওই লক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এ রাজ্যের দলীয় পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশি সহ অন্য নেতারা কার্সিয়াং ও কালিম্পংয়ে বৈঠক করলেন। নির্বাচন এলে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি ওঠে।

কংগ্রেস কেন্দ্রে থাকাকালীন যে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) এবং পরবর্তীকালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গড়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে পাহাড়ের মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তা পুর নির্বাচনে কংগ্রেস তুলে ধরতে চাইছে।

শুভঙ্কর বলেন, 'গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তি বাড়ছে। পুরসভা নির্বাচন যে কোনও সময় হতে পারে। সে কারণে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। কংগ্রেস পাহাড়ের জন্য কী করেছে, তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এসআইআর করে পাহাড়েরও অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সকলের নামের তালিকা তৈরি রাখতে হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে স্পষ্ট, সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে উসকে দিতে চাইছে কংগ্রেস। কেননা, এখানেও প্রচুর মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে। পাহাড়ে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি শক্তিশালী হওয়ায় এই কৌশল।

পাশাপাশি রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি। ভোট এলেই পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি ওঠে। আলোচনা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় বিজেপির তরফে। কিন্তু কবে সমাধানের রাস্তা বের হবে, তা জানেন না পাহাড়বাসী। তাই কংগ্রেসের ডিজিএইচসি এবং

স্বায়ত্তশাসন উসকে মন জয়ের চেষ্টা

জিটিএ প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসা। জানা গিয়েছে, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং বুথ এজেন্টদের তালিকা আগাম তৈরি রাখার নির্দেশ জেলা নেতৃত্বকে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিকে, নির্বাচনকে মাথায় রেখে কার্সিয়াং ও কালিম্পং পুরসভার জন্য আলাদা করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ করে যে ওয়ার্ডগুলি নতুন হচ্ছে, সেখানে দলের নেতা-কর্মীদের বেশি করে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ যোশি বলেন, 'কিছু জায়গাতে আমাদের জোট করতে হবে। কীভাবে সংগঠনকে আরও বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে। ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়েছে। সেই কারণে পাহাড়ে আগের থেকে শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হচ্ছে।'

পদ্ম নেতাকে মারধরে গ্রেপ্তার

বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার 'মন কি বাত'-এর কনভেনার বিশ্বজিৎ ঘোষকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় বাপি সাহা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় বিশ্বজিৎ বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। জানা গিয়েছে, গত সোমবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে বাপি এবং বিশ্বজিতের মধ্যে বচসা হয়। তা ক্রমেই হাতাহাতিতে গড়ায়। ওই সময়ে বাপি বিশ্বজিতের মাথায় আঘাত করলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন।

খবর পেয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি লছমি শর্মা, প্রোটোকল ইনচার্জ সজলকান্তি সরকার প্রমুখ বিজেপির নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। বিশ্বজিতকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দলের এক নেতাকে এভাবে মারধর করার তীব্র নিন্দা করে সজল বলেন, 'ব্যক্তিগত কোনও বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য হতেই পারে। তা বলে আইন হাতে তুলে নেওয়া যায় না। এমনভাবে মারা হয়েছে যে বিশ্বজিতের অবস্থা এখন সংকটজনক। ওর মাথায় এবং বুকের আঘাত গুরুতর।' পুলিশ বাপির বিরুদ্ধে মারধর, খুনের চেষ্টা সহ বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠালে বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আটকে হাতি

বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : বিহার-নেপাল সীমান্তের বিপদ এড়াতে 'সেফ ড্রাইভ' চালিয়ে ১১০টি হাতিকে বাগডোগরা জঙ্গলে এনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল বন দপ্তর। আগের ৫০টি মিলিয়ে জঙ্গলে হাতির সংখ্যা এখন ১৬০। কিন্তু ওই বিশাল বাহিনীকে জঙ্গলে আটকে রাখা যে কী কঠিন ব্যাপার, কয়েকদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বনকর্তারা। মঙ্গলবার রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি ব্যাংডুবির আর্মি পাবলিক স্কুলের লোহার গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে।

বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন। সোমবার ধান খেতে গিয়ে গঙ্গারাম চা বাগানের খুঁটিপাড়ার আচানকবস্তিতে ১৬টি হাতি আটকে পড়ে। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ঘোষপুকুর, বাগডোগরা, টুকরিয়া রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াড খবর পেয়ে বস্তিতে যায়। হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে পুলিশ ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় এলাকায় মাইকিং করে সতর্ক করা হয়। গোটা এলাকা সারাদিন ঘিরে রাখা হয়েছিল।'

সোমবার রাতে ৬০টি হাতি বাগডোগরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোষপুকুরের দিকে চলে গিয়েছিল। ঘোষপুকুর ও সংলগ্ন গঙ্গারাম চা বাগান এলাকার ধানের জমিতে 'ভূরিভোজ' সেরে ৪৪টি হাতি রাতারাতি বাগডোগরায় ফিরে এলেও ১৬টি হাতি আটকে পড়ে।

নাবালিকা অপহরণে ধৃত তরুণ

বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : ১৭ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণ করে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার সময় মহম্মদ আবদুল আনসারি নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে অপহরণ করার অভিযোগে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগডোগরার এক বসতি থেকে ওই তরুণ নাবালিকাকে নিয়ে ট্রেনে করে দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশে শিলিগুড়ি জংশনে যান। নাবালিকার পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হলে, পুলিশ শিলিগুড়ি জংশন থেকে আবদুলকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে হোমে পাঠানো হয়েছে। এক বছর আগেও ঠিক একই অভিযোগে আবদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন তিনি ১০ মাস জেলেও ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের একই অপরাধ করলেন ওই তরুণ।



কর্মব্যস্ততা। পুণ্ডিবাড়ির সোনারি গ্রামে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

মাদক সহ পাকড়াও

নকশালবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোত এলাকায় পুলিশের অভিযানে মাদক সহ গ্রেপ্তার হন এক তরুণ। ধৃতের নাম স্বপন বর্মন। তিনি পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোত এলাকার বাসিন্দা। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ওই এলাকার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ওঁত পেতে বসেছিল। সন্দেহজনক এক তরুণের আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং কাফ সিরাপের ১৫টি বোতল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হাতবদলের উদ্দেশ্যে ওই সমস্ত সামগ্রী এলাকায় আনা হয়েছিল।

সস্তায় ফসল বিক্রিতে বাধ্য কৃষকরা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৭ নভেম্বর : চলতি বছর সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া নভেম্বর থেকে পিছিয়ে গিয়ে ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। শুধু সময়সূচি বদলই নয়, চাকুলিয়া ব্লকে ধান ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে এবার ১টি করা হয়েছে। পাশাপাশি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রাও কমছে বলে খবর। এদিকে, প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে চরম বিপাকে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা।

যদিও চাকুলিয়ার বিডিও সুজয় ধর বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে চাষিরা যাতে কোনওভাবেই বঞ্চিত না হন সেদিকে প্রশাসনের কড়া নজর থাকবে।'

ইতিমধ্যে চাকুলিয়ার এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধান কাটার প্রক্রিয়া শেষ। সেই জমিতে এবার ভুট্টা, গম ও সর্ষে চাষের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। চাষিদের দাবি, সময়মতো জমিতে ভুট্টা চাষ শুরু করতে না পারলে ভালো ফলন হবে না। তাই সরকারি শিবিরের অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বলঞ্চা এলাকার চাষি আবদুল হাকিম আক্ষেপ করে বলেন, 'এ বছর ৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলাম।

এখন সেই জমিতে ভুট্টা চাষের প্রস্তুতি চলছে। গত বছর সরকারিভাবে ২,৩২০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু এ বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভুট্টা চাষ পিছিয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে খোলাবাজারে কুইন্টাল প্রতি ২,১০০ টাকা দরে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে।'

একই অভিযোগ উরপি গ্রামের চাষি নরেশচন্দ্র সিংহেরও। তিনি বলেন, 'হাতে টাকা নেই। তাই সস্তায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি।'

এদিকে তরিয়াল এলাকার চাষি বিধানচন্দ্র দাস বলেন, 'ভুট্টা চাষের জন্য টাকা প্রয়োজন। তাই হাটে ফড়েদের ইচ্ছামতো দরে ধান বেচতে হচ্ছে। কোথাও ২,০৯০ টাকা, আবার কোথাও ২,১০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কিনছেন ফড়েরা। এরপর সরকারি শিবির চালু হলেও বিক্রি করার মতো ধানই থাকবে না।'

পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বিবি মর্জিনা বলেন, 'কৃষিপ্রধান এলাকা চাকুলিয়া। ধান বিক্রির টাকাতেই মানুষের সংসার চলে। পরবর্তী চাষের খরচও আসে। এবার দুটির বদলে একটি কেন্দ্র থেকে ধান কেনা হচ্ছে। পাশাপাশি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রাও বেশ কিছুটা কমেছে এবার। এভাবে ধান কেনা পিছিয়ে দেওয়ায় চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়ছেন। ফলে ধান কেনার উদ্দেশ্যের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

সহায়ক মূল্যে ধান কেনায় দেরি



চলছে ধান ঝাড়াই। বলঞ্চায়।





পাহাড়ের সংস্কৃতির প্রসারে তিস্তা ফেস্ট

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পাহাড়ের সংস্কৃতি তুলে ধরে চলছে তিস্তা ফেস্ট। পাহাড়ি এলাকার খাবার, গান, খেলাধুলো সম্পর্কেও জানা এই উৎসবে। স্থানীয় প্রতিভা তুলে ধরে ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় শর্টফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজিত হবে। ১০ ও ১১ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে বার্ড ওয়াচিং কর্মসূচি রয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় এই ফেস্টের অনুষ্ঠান চলছে। পর্যটন মরশুমে পাহাড়ের সংস্কৃতির সঙ্গে দেশ-বিদেশ থেকে ঘুরতে আসা পর্যটকরা যাতে আরও বেশি করে আনন্দ নিতে পারেন, সেজন্য এধরনের ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। যার ফলে পাহাড়ের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের। পাশাপাশি তিস্তা ফেস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাও তুলে ধরা যাবে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। জিটিএ-র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেছেন, 'ফেস্টিভালে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।'

পাহাড়ে ঘুরতে এলেও অনেকেই পাহাড়কে ঠিকভাবে চেনেন না। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করাই নয়, পাহাড়জুড়ে রয়েছে পর্যটনের বিস্তর সম্ভার। হাইকিং থেকে শুরু করে বার্ড ওয়াচিং। এছাড়া পাহাড়ের মিউজিক বিদেশেও খুব জনপ্রিয়। পর্যটকরা এই ফেস্টে এসে তা শোনার সুযোগও পাবেন। স্টার্টআপ চালুর জন্য পাহাড়ের নতুন প্রজন্মের কী ভাবনা রয়েছে, সেদিকে সুযোগ করে দিচ্ছে এই ফেস্ট।

এছাড়া খেলাধুলোর প্রতিও পাহাড়ের বাসিন্দাদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে ফুটবল খুব জনপ্রিয়। এই ফেস্টের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্টও রাখা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই চলছে। এই ফেস্টিভালের মূল পর্বের অনুষ্ঠানে ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় আয়োজিত হবে। সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১১ ডিসেম্বর আয়োজিত হবে মাউন্টেন বাইকিং, ডি রাইজিং স্টারের জোনাল ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২২ নভেম্বর এবং ফাইনাল ৯ ডিসেম্বর হবে। ৬ ডিসেম্বর নেশামুক্ত পাহাড় গড়তে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। 'ব্রাস অ্যান্ড পাইপ' প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ৫ ডিসেম্বর কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ৬ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে ফাইনাল হবে। রক মিউজিকের ফাইনাল ১০ ও ১১ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে হবে। ১৩ ডিসেম্বর আয়োজিত হবে দার্জিলিং হাফ ম্যারাথন। তরুণরা নিজেদের স্টার্টআপ ৯ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তুলে ধরতে পারবেন। ফেস্টে হাইকিংয়ের জন্য দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং ও মিরিককে বেছে নেওয়া হয়েছে। সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'পাহাড়ের সংস্কৃতি, পর্যটন এবং স্থানীয় প্রতিভা তুলে ধরার জন্য পাহাড়জুড়ে এই ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে।'

শেষে অপসারিত 'বিতর্কিত' সঞ্জয়

অভিযোগ উঠতেই কড়া বিজেপি নেতৃত্ব

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কোঅর্ডিনেটর সুজয় বিশ্বাসের ভাই সঞ্জয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ট্রাক থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। ট্রাক থামিয়ে চালককে মারধর করে টাকা তোলা ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হতেই দল কড়া পদক্ষেপ করেছে। সঞ্জয় বিশ্বাস শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সম্পাদক ছিলেন। মঙ্গলবার ওই নেতাকে দলের জেলা নেতৃত্ব সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি দলের সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'সমস্ত বিষয়ের ওপর আমাদের নজর রয়েছে। সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তোলাবাজির যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে ঘটনাটি নিয়ে হইচই শুরু হতে না হতেই সঞ্জয় গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে পুলিশের দাবি। তবে সঞ্জয়ের সঙ্গে দিব্যি ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে সঞ্জয় দাবি করেন, দল থেকে কেবল তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে সঞ্জয় মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তিনি কেবল বলেন, 'দলের নির্দেশের বাইরে কোনও কাজ করব না। জেলা নেতৃত্বের ওপর আস্থা রয়েছে।'

তোলাবাজির ঘটনায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এক জায়গায় বিজেপি কোঅর্ডিনেটর সুজয় বিশ্বাসকে দেখা গিয়েছে। যা নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সেই বিষয়ে সুজয়ের সাফাই, 'পুলিশ ঘটনাস্থলে আমাকে ডেকেছিল। সেই কারণে গিয়েছিলাম। ঘটনার বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না।'

রাজ্যে পালাবদলের পর তোলাবাজি অবশ্য এই প্রথম নয়। তিনবাত্তি মোড়ে মধ্যরাতে মালবোঝাই ট্রাক থামিয়ে যেভাবে বিজেপি নেতার 'নেতৃত্বে' চালককে



- ট্রাক থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠতেই সঞ্জয় বিশ্বাসকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল বিজেপি
- ভাইরাল ভিডিওতে বিজেপি কোঅর্ডিনেটর সুজয় বিশ্বাসের 'উপস্থিতি' ঘিরেও জোর চর্চা
- ধৃত দুই ভাইকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে জলপাইগুড়ি আদালত

মারধর করে টাকা তোলা হয়েছে, তেমন ঘটনা আগেও ঘটেছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপির নেতা-কর্মীদেরই একাংশ বলছেন, এলাকার কয়েকজন বিজেপি নেতা বহিরাগতদের নিয়ে গ্যাং বানিয়ে জাতীয় সড়কের ওপর তোলাবাজি করছেন। একই পদ্ধতিতে ফুলবাড়ি এলাকা থেকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্য পরিচয় দিয়ে ট্রাক থেকে টাকা তোলার অভিযোগও রয়েছে। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক বিজেপি নেতার কথায়, 'পতিরামজোতের কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের দলের কয়েকজন গ্যাং বানিয়ে এর আগেও ট্রাক থেকে টাকা তুলেছে। এই ধরনের ঘটনা দলের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।'

আর দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আইনবিরুদ্ধ কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ থানায় জানালেই, সেই অভিযোগকে লঘু করার চেষ্টায় মাঠে নেমে পড়ছে বিজেপির একাংশ। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ট্রাক থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠতেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে যাতে পুলিশ কড়া আইন প্রয়োগ না করে, সেই কারণে চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ।

যদিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁদের কেউই পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মামলা লঘু করার কাজ করেন না। তিনি বলেন, 'দলের কেউ পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেনি। এমন অভিযোগ পাইনি। আমি পুলিশকে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে বলি। তবে হাতের পাঁচ আঙুল কখনও সমান হয় না।'

অন্যদিকে, ট্রাক থেকে তোলাবাজির অভিযোগে সোমবার রাতে ধৃত মাটিগাড়ার পতিরামজোতের বাসিন্দা দুই ভাই অভিজিৎ সিংহ ও শুভজিৎ সিংহকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক দুজনকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

হুঁশিয়ারি মোর্চার

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে দুর্নীতি ইস্যুতে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে ২৬ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও জনসভা করা হবে। মঙ্গলবার এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

পাহাড়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজে দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে এদিন লালকুঠিতে দরবার করে মোর্চা। মঙ্গলবার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সদর দপ্তর লালকুঠিতে যান মোর্চার প্রতিনিধিরা। এই প্রতিনিধিদলে বিনিতা রোকা, তরঙ্গ পণ্ডিত সহ ন'জন ছিলেন। তাঁরা জিটিএ-র প্রধান সচিবের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন। বিনিতার দাবি, গত কয়েক বছরে পাহাড়ে পানীয় জলপ্রকল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা দিলেও পাহাড়ের মানুষ এখনও পানীয় জল পাচ্ছেন না। অথচ কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এই দুর্নীতির দ্রুত তদন্ত দাবি করা হয়েছে। বিনিতা বলেছেন, '২৫ তারিখের মধ্যে প্রশাসন পদক্ষেপ না করলে ২৬ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করা হবে।'

গ্রেপ্তার

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ নভেম্বর : নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অশালীন আচরণ করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এই ঘটনায় ৫০ বছর বয়সি এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায়। ফাঁসিদেওয়ার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ অভিযুক্ত ১৩ বছরের ওই নাবালিকাকে জামাকাপড় কিনে দেওয়ার কথা বলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজনের বিষয়টি দেখে মেয়েটির বাবাকে খবর দেন। বাবা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে দেখেন মেয়ে কান্নাকাটি করছে। সোমবার রাতেই নাবালিকার বাবা অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।



পর্যটকের দেখা নেই। নৌকায় ঘুমোচ্ছেন মাঝি। মঙ্গলবার গজলডোবায়। ছবি : সূত্রধর

স্কুলে দাদাগিরিতে কড়া শিক্ষা দপ্তর

প্রধান শিক্ষকদের বার্তা ডিআই-এর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক বা শিক্ষক নেতা দাদাগিরি করতে গেলে বা দলীয় প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে 'জিরো টলারেন্স নীতি' নিচ্ছে জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। এক্ষেত্রে স্কুলের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রধান শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করে দিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুল থেকে জমা পড়া একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে। বহু স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া অভিযোগ উঠেছে।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নানাভাবে প্রধান শিক্ষকদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়াতে প্রধান শিক্ষক কিংবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারেন না। এব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে ডিআই বলেছেন, 'অনেক স্কুলেই প্রধান শিক্ষককে ঠিকমতো কাজ করতে দেওয়া হয় না। এসব চলবে না। যাঁর যেটা দায়িত্ব, তাঁকে সেটা পালন করতে দিতে হবে।'

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এ ধরনের সংস্কৃতি বন্ধ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব বড় রূঢ়। অভিযোগ, আগে তৃণমূলের শিক্ষক নেতারা ছিলেন, এখন সেই সংগঠন-রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিজেপির কয়েকজন স্থানীয় নেতা।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুলের প্রধান জানান, স্কুলে কোন অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, সেখানে অতিথি হিসেবে কারা উপস্থিত থাকবেন, সেসবও কোনও কোনও শিক্ষক বলে দিচ্ছেন। আবার প্রশাসনিক ব্যাপারেও মাথা ঘামাচ্ছেন কেউ কেউ। এই সমস্ত খবর সরাসরি এসে পৌঁছাচ্ছে জেলা বিদ্যালয় দর্শকের দপ্তরে। আরও পাঁচটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনটি স্কুলের তরফেই অভিযোগ তোলা হয়েছে ছড়ি ঘোরানোর। এমনকি, একটি স্কুলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের জায়গায় সই অন্য একজন করে দিচ্ছেন বলেও নজরে এসেছে শিক্ষা দপ্তরের। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি ডিআই-এর দ্বারস্থ হয়েছে বেশকিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ।



- একটি স্কুলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের জায়গায় সই অন্য একজন করে দিচ্ছেন বলে দাবি শিক্ষা দপ্তরের
- স্বাধীনভাবে স্কুলের দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার অভিযোগ তুলে ডিআই-এর দ্বারস্থ বেশকিছু স্কুল
- অভিযোগ, আগে তৃণমূলের শিক্ষক নেতারা ছিলেন, এখন সেই সংগঠন-রাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিজেপির স্থানীয় নেতারা

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই পর্যবেক্ষণ একবারে সঠিক বলে দাবি এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলার সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর। তিনি বলেছেন, 'তৃণমূল সরকারের সময় যেমন প্রধান শিক্ষকের ওপর রাজনৈতিক চাপ ছিল, এখনও তা রয়েছে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তা বলতে পারি। বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের নাম করে অনেকে স্কুলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা নিজেদের সিদ্ধান্ত মতো কাজ করবেন, এব্যাপারে সম্মতি জানালেও অন্যায় কিছু হলে তার প্রতিবাদ করা হবে বলে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সম্পাদক দীপঙ্কর সাহার বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকারের সময় সুবিধে নিয়ে অনেক স্কুলে এখনও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পদে অনেকে রয়েছেন। কোনও স্কুলে যদি কোনও শিক্ষক অনৈতিক কাজ করেন, সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের ভালোর জন্য সংগঠনগতভাবে প্রতিবাদ জানানো হবে।'

বাগানে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ

নকশালবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : উৎসবের মরশুম ও শীতের আমেজের মাঝেই নকশালবাড়ি চা বাগানে নতুন করে জাঁকিয়ে বসার ইঙ্গিত দিচ্ছে ডেঙ্গি। সম্প্রতি চা বাগানের দুই শ্রমিক ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ে মোট ৯ শ্রমিক ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন, যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মঙ্গলবার নকশালবাড়ি চা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক লাইনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বর ও ডেঙ্গি নিয়ে সমীক্ষা চালান ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল (ভিবিডিসি) কর্মীরা। একইসঙ্গে রক্ত পরীক্ষা করা হয় আশপাশের বাসিন্দাদের। সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গি সম্পর্কে সচেতন করতে প্রচারও চালানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, বাড়ির আশপাশে বা পাত্রে যেন কোনওভাবেই জল জমে না থাকে। কারণ জমানো জলই এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র।

এদিন ডেঙ্গি দমনে নামা ভেক্টর কন্ট্রোল টিমকে কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। অনেক শ্রমিক পরিবারের আশঙ্কা, লার্ভানাশক বা মশার ওষুধ ছেটালে হাঁস, মুরগি, শুয়োর মারা যেতে পারে। এই যুক্তিতে তাঁরা টিমকে ওষুধ ছেটাতে বাধা দেন।

এলাকায় যত্রতত্র শুয়োর পালনও ডেঙ্গি ও অন্য মশাবাহিত রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিসিটি কর্মী শান্তি মণ্ডল বলেছেন, 'আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নর্দমার জলে লার্ভানাশক ওষুধ ছিটিয়ে আসি। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। কিছু বাড়িতে স্প্রে করতে গেলেই হাঁস, মুরগি মারা যাওয়ার ভয়ে বাড়ির মালিক ছেটাতে দেন না। বিষয়টি সুপারভাইজারকে জানিয়েছি।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিবিডিসি সুপারভাইজার সুকুমার রায় বলেছেন, 'যাঁরা ডেঙ্গি

নকশালবাড়ি

আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা বাইরের রাজ্যে থাকতেন। সেখান থেকে জ্বর নিয়ে কিছুদিন আগেই এসেছেন।'

এ নিয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরো বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫ জন ভিসিটি কর্মী এবং ৯ জন ভিএসটি কর্মী রয়েছেন। তাঁরা সারা মাস ধরে ২৬টি সংসদে কাজ করেন। এলাকার প্রতিটি নালা, বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা করেন। এলাকার বড় বড় নর্দমা পরিষ্কার করতে গেলে আলাদা কর্মী নিয়োগ করতে হবে। স্থানীয়দের ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি শুয়োর পালন ও অন্য সমস্যা সমাধানে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'



সেলফি টাইম।। ইসলামপুরের কোর্ট মাঠে ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চোপড়ায় বিডিও অফিসে চুরি

চোপড়া, ১৭ নভেম্বর : চোপড়া বিডিও অফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে অফিস ভবনের দ্বিতল থেকে পিছন দিকের জানলার পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে দুটি কম্পিউটার চুরির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অফিস ভবনের পিছন দিক থেকে চুরি যাওয়া কম্পিউটারের একটি সেট মঙ্গলবার উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিডিও অফিসের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে এক ব্যক্তিকে অফিস চত্বরের পিছনে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অফিসকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও ওই সেকশনে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।



খড়িবাড়ির জায়গিরজোতগামী রাস্তার নির্মাণ শুরু। মঙ্গলবার।

বকেয়া বিল, তাই খুঁড়েই বন্ধ কাজ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের পর মে মাসের শেষ দিকে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক থেকে জায়গিরজোত পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তা পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের নামে খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরই উধাও হয়ে যান ঠিকাদার। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, রাস্তাটি কোন দপ্তরের অধীন এবং কে বা কারা আর্থমুভার দিয়ে রাস্তাটি ভাঙল, তা জানতেন না গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে বিডিও, কেউই! প্রশাসনের এমন উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তবে কি 'ভূতে' ভাঙল এই পাকা রাস্তা?

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ওই রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে বহুবার বিক্ষোভ দেখান। সোমবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ 'খোঁড়া রাস্তা নিয়ে অন্ধকারে প্রশাসন' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এরপর এ সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ।

বিডিও জানান, বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করে রাস্তাটি কে ভেঙেছিল, তা জানা গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারেরও খোঁজ মিলেছে। কাজটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকেই আবার কাজ শুরু হয়েছে বলে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

কিন্তু কেন পাঁচ মাস ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন ঠিকাদার?

কারণ বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার চিত্রক দাস বলেছেন, 'মূলত দুটি কারণে কাজটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রথমত, বিগত সরকারের আমলে দপ্তরের কাজের বিপুল অঙ্কের টাকা বকেয়া থাকায় আর্থিক সমস্যা হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, বর্ষার সময় বালি-পাথর পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন দপ্তরের আশ্বাসে এবং বালি-পাথরের জোগান স্বাভাবিক হওয়ায় কাজ শুরু করা হয়েছে।'

এদিন দুপুরে ওই রাস্তার পানিয়াবস্তি এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ঠিকাদারের লোকজন রাস্তা তৈরির জন্য ডাম্পারে করে পাথর-বালি ফেলা শুরু করেছেন। ঠিকাদারের সুপারভাইজার সম্রাট সরকার বলেছেন,'রাস্তা তৈরির সামগ্রী ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। রাতের মধ্যেই আর্থমুভার, রোলার সহ নির্মাণশ্রমিকরা চলে আসবেন।'

আশ্বাসে ফের সংস্কার শুরু

এদিন বিকেলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকারদের একটি দল বেহাল রাস্তাটি পরিদর্শনে আসে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হবে। দেড় মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করা হবে বলে আশ্বাস ঠিকাদারের।

গৌড়বঙ্গের স্নাতকে গম্ভীরা ও খনপালা

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গৌড়বঙ্গের লোকগান, লোকনাট্য ও লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। যার মধ্যে রয়েছে গম্ভীরা, গমীরা, খন, মুখা, ভাওয়াইয়া এবং ঐতিহ্যবাহী বিয়ের গান।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ নভেম্বর : শিকড়ের টানে এবার উচ্চশিক্ষার আঙিনায় উত্তরবঙ্গের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি। এত দিন গ্রামীণ উৎসব, মেলা কিংবা লোকশিল্পীদের চর্চার মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা। এবার সেই ঐতিহ্যই জায়গা করে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গৌড়বঙ্গের লোকগান, লোকনাট্য ও লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। যার মধ্যে রয়েছে গম্ভীরা, গমীরা, খন, মুখা, ভাওয়াইয়া এবং ঐতিহ্যবাহী বিয়ের গান। বাংলা নিয়ে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রমে 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা' শীর্ষক পত্রের অধীনে এই বিষয়টি পড়ানো হবে। এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে তৃতীয় মডিউলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন শিক্ষামহলের একাংশ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মূল ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে আরও জীবনমুখী ও বাস্তবমুখী করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজজীবন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই নতুন পাঠক্রমে।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অন্যতম পরিচিত মাধ্যম মালদার গম্ভীরা। সমাজের বিভিন্ন অসংগতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ এবং সমকালীন ঘটনাকে ব্যঙ্গাত্মক অথচ গভীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে এই লোকশিল্প। অন্যদিকে গমীরা, খন ও মুখার মতো লোকনাট্য এবং ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস, আনন্দ-বেদনা ও সামাজিক ইতিহাস। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সেই সমস্ত শিল্পরূপ সম্পর্কে পাঠক্রমের মাধ্যমে জানার সুযোগ পাবেন। এই প্রসঙ্গে মালদা জেলার বিশিষ্ট গম্ভীরাশিল্পী বাবলু মণ্ডলের দাবি, 'কয়েক বছর আগে আমরা তৎকালীন উপাচার্যের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গম্ভীরা ও মুখানাচকে অন্তর্ভুক্ত করার লিখিত আবেদন করেছিলাম।



আমাদের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে গম্ভীরা নিয়ে এই প্রজন্মের আগ্রহ আরও বাড়বে বলে আশা করছি।' আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের খাগাইল গ্রামের গমীরাশিল্পী মাধব সরকারের মন্তব্য, 'কলেজ স্তরে পাঠ্যভুক্ত হওয়ার খবর অবশ্যই আনন্দের। এই লোকশিল্প নিয়ে পড়াশোনা করবে আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ আমাদের কথা আরও বেশি সংখ্যক মানুষ জানতে পারবেন। পরিচিতি বাড়বে



খুনের সাক্ষ্য

কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিলেন তাঁর মা মাধবী সরকার। নিম্ন আদালতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল সহ দুই প্রাক্তন কাউন্সিলারকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেন তিনি।



সুজিতকে জেরা

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে জেরা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন তিনি। ইডি গ্রেপ্তার করেছিল তাঁকে।



ঝাঁপ

স্কুলের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ মারল অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের চারতলার বারান্দা থেকে পড়ে যেতে দেখে সহপাঠীরা। কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে কিনা তা তদন্ত করছে পুলিশ। আপাতত চিকিৎসাধীন সে।



খারিজ

নদিয়ার কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত শিশু তমান্না খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই অভিযুক্তের জামিনের আবেদন নাকচ করল কলকাতা হাইকোর্ট।





চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীপুজোর দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার ছবিগুলি তুলেছেন দেবার্চন চট্টোপাধ্যায় ও রাজীব মণ্ডল।

‘ষড়যন্ত্র বরদাস্ত নয়’

হনুমান চালিশা পাঠের মঞ্চে শুভেন্দুর ঘোষণা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : রাজ্যের ক্ষমতায় পালাবদলের সূত্রেই এবার হিন্দুত্বের ষোলোকলা পূর্ণ হতে চলেছে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর ব্রিগেডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর বসতে চলেছে।

মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৫ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের মঞ্চ থেকে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর পাশাপাশি নতুন বছরের ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারি কলকাতায় সপ্তাহব্যাপী রামকথার আসর ও ১০০৮ কুণ্ডলির সনাতনী মহাসভা বসবে বলে জানানো হয়েছে। এমনকি ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে মুখ্যমন্ত্রীর তুলসী পুজো করার কথা রয়েছে। তবে বড়দিনের আবহে এই কর্মসূচি ও ধর্মান্তরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

নেতাজি ইন্ডোরের যুব ও ধর্মীয় সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঞ্চ থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মাচরণে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, ব্রিগেডের গীতাপাঠের আসরে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং যোগগুরু বাবা রামদেবসহ বহু হিন্দুত্ববাদী নেতা উপস্থিত থাকবেন।

অন্যদিকে, সম্প্রতি ধর্মান্তরণ ইস্যুতে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের আক্রমণের মুখে কিছুটা শঙ্কিত রাজ্যের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। মুসলিমদের পর এবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের নিশানা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিবারের রাজ্য সম্পাদক হেরোদ মল্লিক অভিযোগ করেন, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট অভিযোগ তুলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তিনি এই অভিযোগের অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে হেরোদ জানান, বড়দিনের আগে যেভাবে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, তাতে চার্চ ও খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা ও স্বাধিকার রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ জরুরি। যদিও গীতাপাঠ বা রামকথার আসরে বড়দিন উদযাপনে কোনও বাধা সৃষ্টি হবে না বলেই তিনি মনে করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও হেরোদ বলেন, ‘বার্তা তো রাজ্য সভাপতি আগেই দিয়ে দিয়েছেন। আর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষার প্রশ্নটি প্রতিদিনই কমছে। তার পরেও আমরা মনে করি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও ধর্মাচরণের অধিকার রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।’ এদিন হনুমান চালিশা পাঠের অনুষ্ঠান সেরেই মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, গোঘাট ও সিঙ্গুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বেরিয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী বেলডাঙায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘কোনও ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। আমরা রাষ্ট্রবাদীদের কাছে ভারতমাতার সুরক্ষাই অগ্রাধিকার। কেন ধুলিয়ান, শামশেরগঞ্জ হবে? কথায় কথায় জাতীয় সড়ক অবরোধ হবে কেন? রাজ্য সরকার নারী সুরক্ষা ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সুরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর।’ প্রতিবেশী বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত সুরক্ষায় সরকার বিশেষ নজর দিচ্ছে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রণবানন্দ মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ না রেখে গেলে এখানকার অবস্থাও বাংলাদেশের মতো হত।



নেতাজি ইন্ডোর থেকে ব্রিগেডে গীতাপাঠের ঘোষণা। মঙ্গলবার।

মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির এই ধর্মীয় কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, গীতাপাঠ করতে হলে ওদের কুরুক্ষেত্রে যাওয়া উচিত এবং ধর্মের রাজনৈতিক বাণিজ্যিকীকরণ থেকে বিরত থাকা দরকার। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, ‘নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম যখন আগুন। পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলোয় মানুষের পরিষেবা যখন শিকোয় উঠেছে তখন ওঁদের মনে হয়েছে গীতাপাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ করা জরুরি। তা সে ওরা করতেই পারেন, তবে ঘোষণামতো ডিসেম্বরে পুরভোটটাও করুন। মানুষ আপনাদের জবাব দেবে।’

আট ইন্টার্নকে শোকজ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : চোরবাগান কাণ্ডের রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মেডিকেল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। সেই ঘটনার জেরে আট ইন্টার্নকে শো-কজ করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার তাঁদের প্রত্যেকের কাছে শো-কজের চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও ইমেল করেছেন অধ্যক্ষের দপ্তর। তালিকায় রয়েছেন সৌম্যদীপ দে, আয়ুষ ঝা এবং অজিঙ্কা কুমার বর্মা-সহ আট জন।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, শো-কজের চিঠিতে দু’টি অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, ডিউটিতে থাকা সত্ত্বেও ওয়ার্ডে কাজ না করে তাঁরা সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালে রক্তক্ষরণ বন্ধের ওষুধ এবং জরুরি চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল না বলে তাঁরা যে অভিযোগ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, সেদিন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত ছিল।

এদিকে, কর্তৃপক্ষের অভিযোগ মানতে নারাজ অভিযুক্ত ইন্টার্নদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সাংবাদিক বৈঠকের আগে তাঁদের ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক ইন্টার্নের কথায়, ‘ঘটনার দিন ডিউটি শেষ হওয়ার পর পিজিটি-দের জানিয়েই বাইরে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে আবার হাসপাতালে ফিরি।’

আর এক ইন্টার্নের দাবি, তাঁর সে দিন ‘ওটি ডে’ ছিল। রাত ৮টা-সাড়ে ৮টার মধ্যে ডিউটি শেষ করে অনুমতি নিয়েই তিনি সাংবাদিক বৈঠকে গিয়েছিলেন।

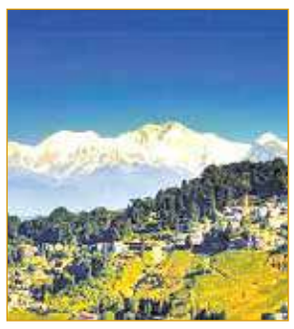
পাহাড় থেকে সমতলে এক ক্লিকে বুকিং

পর্যটকদের সুবিধায় নতুন পোর্টাল

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : দার্জিলিং-কার্সিয়াং-কালিম্পংয়ের কুয়াশা হোক বা সমতলের নীল আকাশ, বাংলার সরকারি ট্যুরিজম লজে ঘর বুকিং করতে গিয়ে ওয়েবসাইট হ্যাং হওয়ার দিন এবার শেষ। ভ্রমণপিপাসুদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি মেটাতে মঙ্গলবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ঝাঁ-চকচকে নতুন বুকিং পোর্টালের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এখন থেকে রাজ্যের ৪০টি সরকারি প্রপার্টির মোট ৮১৪টি ঘরের খুঁটিনাটি জেনে এক ক্লিকেই বেছে নেওয়া যাবে পছন্দের ঠিকানা।

বিগত সময়ে ওয়েবসাইট ঠিকভাবে না খোলা, বুকিংয়ের জটিলতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব নিয়ে পর্যটকদের রীতিমতো নাজেহাল হতে হত। সেই সমস্ত ভোগান্তি দূর করে নতুন এই পোর্টালে নির্দিষ্ট ঘর ফাঁকা আছে কি না, বুকিংয়ের বর্তমান স্ট্যাটাস এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার খুঁটিনাটি ঘরে বসেই জেনে নিতে পারবেন ভ্রমণপিপাসুরা।

নতুন পোর্টালের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, ‘এতদিন পর্যাপ্ত ব্র্যান্ডিং ও ব্যবহারবান্ধব বুকিং ব্যবস্থার অভাবে সরকারি আবাসগুলি আশানুরূপ পর্যটক টানতে পারেনি। এই খামতি মেটাতে আগামী দিনে প্রতিটি ট্যুরিজম প্রপার্টির ৩০ সেকেন্ড



থেকে ১ মিনিটের একটি করে ভিডিও পোর্টালে যুক্ত করা হবে, যাতে পর্যটকরা যাওয়ার আগেই সেখানকার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন। পাশাপাশি প্রপার্টির আশপাশের দর্শনীয় স্থান, কোথায় ঘুরবেন এবং স্থানীয় কী কী বিশেষ খাবার পাওয়া যায়, সেই তথ্যও পোর্টালে তুলে ধরা হবে। পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা মতামত সরাসরি পোর্টালে জানানোর ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে।

পর্যটন পরিষেবাকে আরও ঢেলে সাজাতে ভবিষ্যতে আরও একটি ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ আনার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। এর মাধ্যমে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হোম-স্টে, বেসরকারি হোটেল, ট্যুর ও ট্রাভেল অপারেটর এবং পর্যটক গাইডদের একটি অভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হবে। পর্যটনমন্ত্রীর কথায়, ‘এবার আমরা স্টোরি টেলিং-এর ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। পর্যটকরা যে জায়গায় ঘুরতে যাবেন, সেখানকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানুষের জীবনযাত্রার গল্প জানাও জরুরি। তাই এমএসএমই দপ্তরের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটন গাইড নিয়োগ করা হবে।’ খুব শীঘ্রই ‘কলকাতা কী’ নামে আরও একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করা হবে, যার মাধ্যমে আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা ইকো পার্কের মতো শহরের জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থানগুলিতে আর লম্বা লাইনে না দাঁড়িয়েই অনলাইনে টিকিট কাটা যাবে। তাই, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান এবার হবে সুপার-ফাস্ট এবং একদম ঝক্কিহীন!

‘এনকাউন্টার সাজানো’

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : নানুরে রতন শেখের এনকাউন্টারের ঘটনার দু’দিন পর পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ খুলল তার পরিবার। এই এনকাউন্টার সাজানো বলে দাবি করলেন রতনের দাদা সালাম শেখ ও তাঁর ছেলে বাদশা শেখ। মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর রতনের দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। সেখানেই এই প্রতিক্রিয়া দেন নিহতের দাদা সালাম।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে বদনাম দিচ্ছে। ওর কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না রবিবার। যেখানে এনকাউন্টার করা হয়েছে সেখানে ওর কাছে আর্মস ছিল না, আমি জানি।’ শান্তিনিকেতনের লায়েক বাজারে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর পলাতক ছিলেন রতন। অভিযুক্ত যে বর্ধমানে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই খবর পুলিশ তার কাছ থেকে পেয়েছে বলে দাবি করেন সালাম।

৩৪ বছর পর ফাঁসির সাজা

হুগলির শিশুকন্যা ধর্ষণ ও খুনে রায় হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম।’ হুগলির গুড়াপে ৫ বছর ১০ মাসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। দীর্ঘ ৩৪ বছর অর্থাৎ ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পর আবার রাজ্যে ফাঁসির সাজা শোনাল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ গুড়াপের এই নৃশংস ঘটনায় অভিযুক্ত অশোক সিংয়ের ফাঁসির সাজা বহালই রেখেছে। ২০২৫ সালে ২৪ নভেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই শিশু। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রতিবেশী অশোকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তার রক্তাক্ত দেহ। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, ‘এই ঘটনা অত্যন্ত নির্মম। অভিযুক্তের জন্য মৃত্যুদণ্ড যোগ্য। তার বাকি জীবনও অন্য যে কোনও শাস্তি অপর্যাপ্ত হবে। আদালতের বিবেক শাস্তি কমানো বা পরিবর্তিত করার যৌক্তিকতাতে



সায় দেয় না।’ তবে এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে।

ঘটনার দিন বাড়ির সামনে খেলা করছিল শিশুটি। সেখান থেকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শিশুটির বাবা এসে খোঁজ করে তাকে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে প্রতিবেশী অশোকের বাড়িতে ডাঁই করে রাখা কাঠের নীচ থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। শিশুটির গোপনাঙ্গ ও মলদ্বারে অতিরিক্ত নির্যাতন এবং দেওয়ালে ছুড়ে ছুড়ে মারার ফলে মৃত্যু হয় তার। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এই হাড়হিম ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। ১১ ডিসেম্বর চার্জ গঠন হয়। এই মামলায় এক মাসের মধ্যে ২৭ জনের সাক্ষী নেওয়া হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(২), ৬৪(২)(১), ৬৬, ১০৩ ধারা এবং পকসো আইনের ৬ (১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে। মেয়েটির জন্মদিনেই চুঁচুড়া পকসো আদালতের বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী অভিযুক্তর ফাঁসির নির্দেশ দেন। দীর্ঘ একবছর ধরে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি চলে। এদিন রায় ঘোষণা করেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। একটি অবুঝ শিশু যাকে জ্যেঠু বলে বিশ্বাস করত, তাকে এভাবে অত্যাচার এবং মারাত্মকভাবে জখম করা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ও মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী অভিযুক্তের কোনও মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ফলে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এই অপরাধ ঘটিয়েছে বলে মনে করছে আদালত। বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন অভিযুক্তর উত্তর অত্যন্ত চতুর এবং ঠান্ডা মাথায় ছিল। যা প্রমাণ করে ঘটনায় বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছিল না।’এই ধরনের নৃশংস অপরাধ সমাজের সম্মিলিত বিবেককে গভীরভাবে আহত করে বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতিরা। নির্যাতিতার পরিবার যে অকথ্য যন্ত্রণা ও ট্রমার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তাতে বিচারব্যবস্থাকে তাঁদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।



বিক্ষোভে এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার লালবাজারের সামনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অভিষেককে শোকজ, জবাব তলব

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ফের অস্বস্তিতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শোকজ নোটিশ পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হবে না, তা ১৫ দিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। সমাজমাধ্যমে বিচারপতিদের সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক। গত সপ্তাহে সাংসদের এই ধরনের মন্তব্য নিয়ে আদালতকে অবগত করেছিল রাজ্য। এই প্রেক্ষিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘বিচার প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন অভিষেক। তিনি নিজে হাইকোর্টে একাধিক বিষয়ে বিচারপ্রার্থী। তাই তাঁর উচিত মন্তব্য নিয়ে অনেক দায়িত্বশীল হওয়া। তিনি যা মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ ফৌজদারি অপরাধের সমতুল্য। একজন জনপ্রতিনিধির কাছে এই ধরনের মন্তব্য কাম্য নয়।’

হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই নিজের মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিষেক। কেন তিনি বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন তার সপক্ষেও নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন সাংসদ। গৌতম আদানি, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক ব্যক্তিত্বের উদাহরণ টেনে অভিষেকের অভিযোগ, ‘আদানি কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দেশ চেয়ে মামলা দায়ের করলে তা একদিনে শুনানি হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের ঘুরে বেড়াতে হয়। নিশিকান্ত দুবে গত বছর সুপ্রিম



কোর্টের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবমাননার প্রক্রিয়া চালু হয়নি। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিপ্লব দেবের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর হলে সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়াতে স্থগিতাদেশ হয়ে যেত। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হয় না। আইন সকলের জন্য সমান হওয়া উচিত।’

লিখিত বক্তব্য জানানোর সময় দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সংক্রান্ত মামলায় অধ্যক্ষকে লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০ নভেম্বর বক্তব্য জমা দিতে হবে আদালতে। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সওয়াল, শপথ নেওয়ার সময় ওয়েলকাম স্পিচে শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। তাঁর দাবি, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিকল্পনাবশত অভিযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নেওয়া পর্যন্ত মমতা-তৃণমূলের আবেদনে কোনও সাড়া দেননি তিনি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : সাত বছর পরেও মেলেনি বাবার মৃত্যুর শংসাপত্র। উলটে আইনি লড়াই আর প্রশাসনিক দপ্তরে ঘুরে ঘুরে হয়রান হতে হচ্ছে পরিবারকে। মেদিনীপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে সুবিচারের আশায় মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন মৃত প্রবোধ চন্দ্র দে-র ছেলে সৌমেন্দু দে। তিনি পেশায় শিক্ষক। মন্ত্রী তাঁকে সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

পরিবারের অভিযোগ, ২০১৯ সালে মেদিনীপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রবোধবাবুকে মেয়াদোত্তীর্ণ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক হিসেবে যাঁর নাম নথিতে রয়েছে, সেই সৌভিক মণ্ডলের সই ও চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও জাল। স্বাস্থ্য কমিশনের তদন্তে হাসপাতালের আসল নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। এই ঘটনায় হাসপাতালকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের।

আরও গুরুতর অভিযোগ, নথিতে প্রবোধবাবুর মৃত্যুর সময় লেখা রাত ৯টা ১৫ মিনিট। অথচ তার ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরে, রাত ১০টা ৩০ মিনিটে তাঁকে অন্য হাসপাতালে পাঠানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। এই অসঙ্গতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। সৌমেন্দুবাবুর কথায়, ‘মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ প্রয়োগ হয়েছে, ভুয়ো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে। অথচ সাত বছর পরেও বাবার বৈধ ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম না।’

কোতোয়ালি থানায় হাসপাতালের পাঁচ মালিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মেদিনীপুর আদালতেও চলছে মামলা। কিন্তু মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের রিপোর্ট ও মতামত না মেলায় আটকে রয়েছে মৃত্যুর শংসাপত্র। এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিচারের আশায় পরিবার।

বুকস্টল : উত্তপ্ত কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের বুকস্টল বসানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিনভর টানাপোড়েন ও উত্তেজনার সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশেষ বইয়ের বিপণি বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল এসএফআই। কিন্তু সোমবার রাত থেকেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী স্টল তৈরির কাজে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন ছাত্র নেতারা। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে বইপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কর্মী-সমর্থকরা। এরপর এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে সহ একাধিক নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ, যদিও সন্ধের দিকে লালবাজার থেকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুর্গাপুজো থেকেই যাদবপুর, বিরাটি ও নৈহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামেদের বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে বইকে হাতিয়ার করেই পথে নেমেছেন বাম ছাত্র-যুবরা। পুলিশের দাবি, এদিন অবরোধ ও বিক্ষোভ সরানোর জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও আন্দোলনকারীরা রাজি হননি। পুলিশ ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে বচসা ধস্তাধস্তিতে গড়ায়। এরপরই আটক করে পুলিশ। আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে সন্ধ্যায় হাতে বই নিয়ে লালবাজারের সামনেও অবস্থান বিক্ষোভ দেখান এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা।

এই ঘটনায় পুলিশের সমালোচনা করে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘বিজেপির পুলিশ ছাত্র, বই এবং বুকস্টলের বিরুদ্ধে। এশিয়ার বৃহত্তম বইয়ের বাজার কলেজ স্ট্রিটের ঘটনাই তার প্রমাণ।’ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, ‘বইয়ের বিরুদ্ধে বুলডোজারের পর এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বইয়ের বিরুদ্ধে প্রিজন ভ্যান নামল। বিক্ষোভ আরও বাড়বে।’

তবে প্রশাসনের বাধার মুখেও কর্মসূচি চালিয়ে যেতে অনড় এসএফআই। রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে জানান, গত চার বছর ধরেই তাঁরা ওই জায়গায় স্টল বসাচ্ছেন, তাই এখন অনুমতির অজুহাত মানা হবে না। এই ঘটনায় এসএফআইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠনও। এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ খাটুয়া দোষী পুলিশ আধিকারিকদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৯ সংখ্যা, বুধবার, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

গান্ধিদের কথা

উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল। শুধু বাণিজ্যিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক কারণেও। সেই সুফল ভোটের বাক্সকে ভরিয়ে দিতে পারবে কি না, সেটা ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু এতে কোনও সংশয় নেই যে সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা ভারতীয় ভোট-কারবারে বিরাট চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। তার অভিঘাত এমন যে, বইটি ইংরেজিতে লেখা হলেও আম জনতার চায়ের ঠেকে আলোচনায় বাধা হচ্ছে না।

কেউ কেউ বইটিতে তথ্যগত ভুল আছে বলে সমালোচনা করছেন। কেউ বা ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু তাঁরাও বইটিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। বরং সাধারণ মানুষের আলাপচারিতা থেকে শুরু করে নেট দুনিয়ায় বইটির কথা ঝড় তুলেছে। বিক্রির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। রেকর্ড গড়বে কি না, সেটা পরের কথা। কিন্তু বইটির কাটতি যে নিঃসন্দেহে হুহু করে বাড়ছে, তা বলতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বই কেনার সামর্থ্য না থাকলে বা টাকা খরচ করে কিনব না ভাবলেও অনেকে পিডিএফ জোগার করে পড়ছেন। প্রশ্ন হল- এত আলোচিত একটা বই থেকে পাঠক আসলে পেলেন কী! বইটির নামকরণে গান্ধি পরিবারের গত কয়েক বছরের দর্শন প্রতিফলিত। সোনিয়া-পুত্র রাহুল গান্ধি বেশ কয়েক বছর ধরে ঘৃণার ভাবনার মোকাবিলায় ভালোবাসার দোকান খোলার তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন। সেই তত্ত্ব জোরালো করতে একসময় সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

ঘৃণার তত্ত্ব বলতে তিনি সংঘ পরিবার, বিজেপির কর্মসূচিকে বুঝিয়েছেন। সেই তত্ত্বটাই যেন রাহুলের মা প্রতিষ্ঠিত করলেন বইয়ের নামকরণের শেষাংসে – জার্নি অফ লাভ (ভালোবাসার যাত্রা)। একদা বিদেশিনী সোনিয়া ভারতীয় সমাজের একাত্মতার বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে নিজের ভালোবেসে ভারতীয়করণের আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়েছেন বইটিতে। যা বইটির আকর্ষণের অন্যতম কারণ। যাঁর জন্ম-কর্ম, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি ইতালিতে। কিন্তু এত দীর্ঘ বছর তিনি নিজের সম্পর্কে কার্যত মুখ খোলেননি কখনও।

তাঁকে নিয়ে সমালোচনা অনেক হয়েছে। বিদেশিনী বলে একদা কংগ্রেসের কেউ কেউ তাঁর নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করেছিলেন। 'অন্তরাত্মার ডাক'-এ তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া নিয়েও অনেক চর্চা হয়েছে। কিন্তু সোনিয়া ছিলেন অন্তত প্রকাশ্যে নির্বিকার। এতদিন পর যখন নিজের সেইসব কথা নিজের কলমে লিখে ফেলেছেন, তখন জনপরিসরের আগ্রহ থাকবেই।

তাছাড়া প্রেম, অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে বেশি আগ্রহী হয়। প্রেমের গল্পের প্রতি আকর্ষণের প্রবণতা সকলেরই থাকে। রাজীবের সঙ্গে নিজের প্রেমপর্বের বিবরণ ও পারিবারিক বন্ধনে উত্তরণের কাহিনী তিনি বিবৃত করায় সেই লক্ষ্য পূরণ করেছে। অনবদ্য ঝরঝরে গদ্যে তিনি প্রায় উপন্যাসের ঢংয়ে রাজীব ও দুই পুত্রকন্যা, এমনকি শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধিকে ভালো মানুষের সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন। যেন তাঁরা কখনও কোনও ভুল করেননি।

ইন্দিরার জরুরি অবস্থা জারি ভুল ছিল এবং ওই ঘোষণার পর তিনি কেঁদেছিলেন জানালেও বাস্তবে জরুরি অবস্থা জারির বাধ্যবাধকতার পক্ষেও সওয়াল করেছেন সোনিয়া। তিনি দীর্ঘসময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, এখনও দলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন। সেই দীর্ঘ যাত্রাপথের রাজনৈতিক ইতিহাস তেমনভাবে আসেনি। আসেনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণের কথাও।

শুধু ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা উঠে এসেছে সংক্ষিপ্তভাবে। একজন রাজনীতিবিদ যখন আত্মজীবনী লেখেন, তখন রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত উঠে আসবে, এমন প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু তার বদলে 'বিলংগিং : এ জার্নি অফ লাভ' কার্যত হয়ে উঠেছে গান্ধি পরিবারের ইতিকথা। তাও শুধু পরিবারের ঢাক পেটানোর মতো কথা। পাশাপাশি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে গোটা 'ইন্ডিয়া' জোটকে দাঁড় করিয়ে গান্ধি পরিবারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মরিয়া চেষ্টা হয়েছে।

সেদিক থেকেও উদ্দেশ্য সফল বলা যায়। কিন্তু ভোটযুদ্ধে এতে নয়া অস্ত্র যোগ হল কি না- তা বলবে ভবিষ্যৎ।

অমৃতধারা

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, - তাই প্রায়ই রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখ-দুঃখ ডুবে যায়- কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে 'বেশ', তাও অশান্তি। দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা- বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অভয়া আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যেও নারী নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি জোরালো করা জরুরি।

গোপা মুখোপাধ্যায়



২০২৪-এর ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা এবং ধর্ষণের খবরে স্তম্ভিত হয়েছিল বাংলার নাগরিক সমাজ। 'Reclaim the Night and Reclaim the Rights' – রাত দখল আর অধিকার প্রতিষ্ঠার তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী এই স্লোগান এক অনন্য জনজোয়ারের জন্ম দিয়েছিল। এর পর কয়েক মাস মিছিলকে মানুষ খুঁজতে হয়নি, বরং মানুষই মিছিল খুঁজেছে।

বিগত দু'বছরে নারী আন্দোলন এবং প্রান্তিক লিঙ্গযৌনতার মানুষদের আন্দোলন এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। এই হত্যাকাণ্ড নারী এবং প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের মানুষদের স্বাধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছিল। নারী এবং ট্রান্সক্যুইয়ার গোষ্ঠীর মানুষরা বিচারের দাবিতে দলে দলে পথে নামেন। তাঁদের দাবি ছিল, একজন অভয়ার বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আর কোনও অভয়ার জন্ম না হয়, সেই পরিবেশ তৈরি করা। প্রান্তিক লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের অংশগ্রহণ আন্দোলনের পরিসরকে বিস্তৃত করেছিল। নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত, এই আন্দোলন তা সামনে নিয়ে এসেছিল।

১৫ অক্টোবর অনশনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান মঞ্চের নাকের ডগা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন ও কার্নিভালের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস আহ্বান করেন দ্রোহের কার্নিভাল। রাত দখলের অভূতপূর্ব জনজাগরণের পরবর্তী তিন মাসে কলকাতা ও জেলাগুলিতে বড় বড় মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে চলতে থাকা প্রতিবাদ কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রকাশ হয় দ্রোহের কার্নিভালে। ফালাকাটা, যাত্রাগাছি, কুলতলি, ফরাক্কা, বর্ধমানের মিছিল এসে মেশে ধর্মতলায় দ্রোহের কার্নিভালে।

২৮ অক্টোবর নাগরিক সংগঠনগুলির মতবিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে 'অভয়া মঞ্চ'। জোয়ারের উত্তুঙ্গ সময় আন্দোলনকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল এক রাজনৈতিক কিন্তু অদলীয় সংহতি মঞ্চ। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস ও নাগরিক সমাজের উদ্যোগে এক ছাতার তলায় ৮০টি সংগঠন একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এই মঞ্চ যার শিকড় ছড়াতে শুরু করে শহর, গ্রাম, মফসসলে। অভয়া আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কান্ডারি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এই মঞ্চ। মঞ্চের ১০ দফা দাবির প্রথম দাবি অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের ন্যায়বিচার এবং দ্বিতীয় দাবিটিই হল নারী ও প্রান্তিক যৌনতার মানুষের সুরক্ষা। চিকিৎসা দুর্নীতি এবং থ্রেট কালচারের অবসান, সরকারি স্বাস্থ্যকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি অভয়া মঞ্চের অন্যতম দাবি।

গণ আন্দোলনের জোয়ার কমতে থাকার সুযোগে বিচার প্রক্রিয়া 'শিথিল' হয়। সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিতে না পারায় অভয়া হত্যা মামলায় ১৪ ডিসেম্বর এদের জামিন হয়ে যায়। লাগাতার আন্দোলন, অবস্থানের চাপে বেশ কিছুদিন পর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের বিরুদ্ধে চার্জশিটে অনুমতি দিতে বাধ্য হয় তদানীন্তন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার শুরুর ৬৮ দিন পর ২০ জানুয়ারি শিয়ালদা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে রায় ঘোষিত হয় যে সঞ্জয় রায়ই একমাত্র দোষী। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হয়। কিন্তু এই বিচার জনমানসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দু'বছর জেল খাটার পর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ গত ১৫ অক্টোবর জামিন পেয়েছেন। এই দু'বছরে ১৪৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করে সিবিআই। অভয়া মঞ্চের উদ্যোগে পাঁচ লক্ষ মানুষের সই সংবলিত একটি আবেদন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ে গত ৯ মার্চ। দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দপ্তরেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিবিআই অধিকর্তা ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, দ্রুত অভয়ার ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও আইনি লড়াইয়ে এই মুহূর্তে খুব আলো দেখা যাচ্ছে না। বহু প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে গেছে। এই অন্ধকারকে সরাতে পারে শুধুমাত্র গণ আন্দোলনের জোয়ার।



কলকাতায় 'রাত দখল' আন্দোলনের মিছিল। –ফাইল চিত্র

আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ২০২৪ সালের অগাস্টে যে 'রাত দখল' আন্দোলনের সূচনা, তা দ্রুত বিচার, নারী নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বৃহত্তর দাবিতে ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসক, নাগরিক সমাজ, নারী এবং প্রান্তিক লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠে অভয়া মঞ্চ। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা, নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং পরবর্তী নারী নির্যাতনের ঘটনা আন্দোলনের সামনে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। এখন এই প্রতিবাদকে শহরের রাজপথ পেরিয়ে গ্রাম, মফসসল ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই বড় চ্যালেঞ্জ। এটাই আন্দোলনের সম্মিলিত পরবর্তী দায়িত্ব।

গত দু'বছরে সব ধরনের শাসকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এই লড়াই এখনও বেঁচে রয়েছে। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ, রাজারহাট, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, কোন্নগর, ক্যানিং, রাজারহাটের যাত্রাগাছি, গৌরাঙ্গনগর, জগৎপুরে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে অভয়া মঞ্চ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। রাতদখল ঐক্য মঞ্চ, নারী দিবস উদযাপন মঞ্চ, জনচেতনা মঞ্চ, জনসংস্কৃতি, বিজ্ঞানমনস্ক, অভয়া মঞ্চ বৃহত্তর দক্ষিণ, বেহালা প্রতিবাদী মঞ্চ, বৃহত্তর বারাসত অভয়া মঞ্চ, বৃহত্তর সিঙ্গুর অভয়া মঞ্চ, বৃহত্তর জলপাইগুড়ি অভয়া মঞ্চ; সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন ও মঞ্চগুলির সাহায্যে আন্দোলন জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

নির্যাতিতা নারী শ্রমিকদের জন্য আর্থিক এবং আইনি সহায়তা নিয়ে কেরলে গিয়েছে একটি প্রতিনিধিদল। কর্ণাটকে শ্রীক্ষেত্র ধর্মস্থল মঞ্জুনাথ স্বামী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ঘটে চলা ভয়াবহ নারীঘাতী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবৃতি মারফত সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিবাদী মানুষ এবং গণতান্ত্রিক ও মহিলা সংগঠনগুলির কাছে জনমত ও গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে অভয়া মঞ্চ। এরপরেও এ কথা অনস্বীকার্য যে গ্রামের মানুষের কাছে এই আন্দোলনকে তেমনভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং ন্যায়বিচার না পাওয়াই কি অভয়া আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা হারানোর কারণ?

অভয়া আন্দোলন এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় গত বিধানসভা ভোটে প্রার্থী ঘোষণার পর। পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হন নিহত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ। তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে অভয়া আন্দোলনের পরিসরে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। শাসকের ক্ষমতার চাপে অসহায় বাবা-মা আক্রমণ সাজাতে থাকলেন তাঁদের বিরুদ্ধে, যাঁরা বিচার আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু অভয়া আজ আর কোনও বিশেষ পারিবারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। অভয়া আন্দোলন গড়ে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষে। এই আন্দোলন প্রতিবাদী জনতার।

নতুন সরকারের শপথের পর রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ফের সামনে আসে। নির্বাচনি ফল ঘোষণার ঠিক দু'মাস পর গত ৪ জুলাই বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। পরদিন একটি পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। পরে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে অপরাধ পুনর্নির্মাণের জন্য ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানায়। গ্রেপ্তার করা হয় প্রতিবাদী সিপিএম নেতা, শিক্ষক লাহেক আলিকে যিনি এই নির্মম খুন ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন! নতুন সরকার আসার পর গত পাঁচ মাসে ২৪৫৪টি ধর্ষণের খবর এসেছে সংবাদমাধ্যমে। সরকারি পক্ষের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, এর মধ্যে আগের সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা পরে নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবাদের আশ্চর্য সমাপতন ঘটেছিল অভয়া আন্দোলনে। এই মুহূর্তে বিচারের রুদ্ধ দ্বারে আটকে না থেকে নারী সুরক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে অভয়া আন্দোলনের ছড়িয়ে পড়ার সময়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলন, ২০২৬-এর চরম অগণতান্ত্রিক ট্রান্সজেন্ডার আইনবিরোধী লড়াই, হকার উচ্ছেদবিরোধী জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে গেরুয়া রংয়ের প্রলেপ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসআরএফটিআইয়ে তাণ্ডবের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ককরোচ দলের আন্দোলনের সংহতিতে কলকাতায় ও উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন, বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদ– সব ক্ষেত্রেই অভয়া আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

লিঙ্গসাম্যের আন্দোলন সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যবিরোধী অন্য আন্দোলনগুলির সঙ্গেও যুক্ত। অভয়া আন্দোলন তাৎক্ষণিক আবেগে তৈরি হয়নি। তাই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন অভয়া আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে পারবে না। এই আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে সব স্তরের মানুষকে।

(লেখক অধ্যাপক, সমাজকর্মী ও অভয়া মঞ্চের সংগঠক।)

আজ

১৯১০



বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম আজকের দিনে।



১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক জুবিন গর্গ।

আলোচিত



অনেকে বলছেন পাঁচটা এনকাউন্টার হয়েছে, আমি বলি পাঁচশোটা হলেও কম হবে! কেউ এদিক-ওদিক করলেই পুলিশের গুলি আছে। বাংলার পবিত্র মাটি গোটা দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছে। এখানে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার এবং রাজ্যটাকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছিল। আমরা সেই চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এই মাটিতে আর কোনও দুষ্কৃতী বা মৌলবাদীর জায়গা নেই। একসময় আমাদের ঠিকমতো ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয়নি। মানুষ ভোট দিয়ে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১



উত্তরপ্রদেশের হাপুরে যানজটের মধ্যেই একদল তরুণ গাড়ির ছাদে উঠে বেপরোয়াভাবে নাচানাচি শুরু করে। ওই গাড়ির ঠিক পিছনে আটকে পড়ে দুটি অ্যাম্বুল্যান্স। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে নেটিজেনরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভাইরাল/২



রাজস্থানের পুষ্করে ঘোড়া বিক্রেতারা ঢোলের তালে ঘোড়া নাচাচ্ছিলেন। সেই শব্দে একটি মোষ ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করে। ভয়ে লোকজন দৌড় দেয়। মোষের ধাক্কায় দুটি ঘোড়া ছিটকে পড়ে। একটি জিপকেও দুমড়ে-মুচড়ে দেয় মোষটি।

জনমন জনমত

রেলগেট বাঁচাতে জরুরি প্রস্তাব

রেল ও ডাক বিভাগ সবসময় সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে নিজেদের খরচ চালায়। মুনাফা নয়, জনসেবাই এদের মূল লক্ষ্য। দূরপাল্লার প্রতিটি ট্রেনে অসংরক্ষিত কামরা থাকা এর বড় প্রমাণ। তবে রেল তার নিজস্ব নিয়মে চলবে, এটাই স্বাভাবিক। মহাবীরস্থানের দুটি রেলগেটে গেটম্যানদের আট ঘণ্টার ডিউটির যে হিসাব রেল দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই দুটি গেট বন্ধ করে দিলে শিলিগুড়ি শহর দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও ব্যবসায় বড় প্রভাব পড়বে।

অন্যদিকে, এনজেপি ও শিলিগুড়ি জংশন কোনও লাভজনক রুট নয়। একসময় রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যাতায়াতের জন্য এই রুটে শাটল ট্রেন চলত। মিটারগেজ আমলে আসাম মেল, এটি মেলের মতো ট্রেন গুয়াহাটি থেকে শিলিগুড়ি জংশন ও আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে যেত। তখন শুধু টয়ট্রেন ও শাটল ট্রেনই মহাবীরস্থান রেলগেট দিয়ে চলত। তারও আগে হিলকার্ট রোডের ধারে ন্যারোগেজ লাইন দিয়ে টয়ট্রেন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে ঢুকত।

বর্তমানে রেলকর্মীরা নিজস্ব গাড়িতে যাতায়াত করেন। মিটারগেজ উঠে ব্রডগেজ হওয়ায় কিছু মেল ট্রেন এই পথে চলে। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এখন এনজেপি বাদ দিয়ে আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি জংশন-বাগডোগরা-নকশালবাড়ি ও আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে কলকাতায় যায়। শিয়ালদা ও হাওড়ার চাপ কমাতে যেমন কলকাতা বা শালিমার স্টেশন চালু হয়েছে, তেমনই বাকি মেল ট্রেনগুলি এনজেপি বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে চালালে এনজেপির ওপর চাপ কমবে ও শহরবাসী উপকৃত হবেন।

রেলগেট দুটি স্থায়ীভাবে বন্ধ না করে শুধুমাত্র সকাল-বিকালে টয়ট্রেন চলাচলের জন্য খোলা রাখা হোক। দার্জিলিং থেকে আসার পথে হিলকার্ট রোডে কোনও রেলগেট ছাড়াই টয়ট্রেন যাতায়াত করে। এখানেও গেট পার হওয়ার আগে টয়ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষ সতর্ক হয়ে যাবেন, ফলে দুর্ঘটনার ভয় থাকবে না। আর এই সামান্য সময়ের জন্য স্টেশন থেকে একজন পয়েন্টসম্যান এসে গেট খোলা ও বন্ধের কাজটি করতে পারেন। এতে রেলের হিসাব অনুযায়ী স্থায়ী গেটম্যানেরও প্রয়োজন পড়বে না। পাশাপাশি রেলের অব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করলে রেলের আয়ও বাড়বে। এ বিষয়ে মাননীয় পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, সাংসদ রাজু বিস্ট এবং রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনতোষ দত্ত
অতুল প্রসাদ সরণি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

পরাজয়ের ছায়ায় রেজেংলার অমর বীরত্ব

১৯৬২-র যুদ্ধে চুশুলের দুর্গম প্রান্তরে চার্লি কোম্পানির আত্মত্যাগ আজও ভারতীয় সেনার গৌরবগাথা।

শ্যামল ঘোষ



১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে পরাজয়, কূটনৈতিক ভুল এবং সামরিক প্রস্তুতির ঘাটতির স্মারক। কিন্তু সেই অন্ধকার অধ্যায়ের মধ্যেই লাদাখের রেজেংলা এমন এক আলোকবর্তিকা, যার দীপ্তি আজও ম্লান হয়নি। ১৮ নভেম্বর, ১৯৬২। বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ে চিনা বাহিনীর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৩ কুমায়ুন রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানি। সংখ্যায় অনেক বড় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিরোধ শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৌরব নয়, সমগ্র ভারতবাসীর গর্বের জায়গা। রেজেংলা তাই নিছক একটি যুদ্ধক্ষেত্রের নাম নয়। তা হয়ে উঠেছে সাহস, আত্মমর্যাদা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের এক অনন্য প্রতীক।

স্বাধীনতার পর ভারত ও চিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশা ছিল প্রবল। কিন্তু সীমান্তের অবস্থান, আকসাই চিনের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমশ বিরোধ বাড়তে থাকে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতে বিদ্রোহ এবং দলাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পর পারস্পরিক অবিশ্বাস আরও গভীর হয়। অবশেষে ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চিনা বাহিনী লাদাখ এবং তৎকালীন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি, সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরবরাহের অসুবিধা এবং পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতির অভাব ভারতীয় সেনাবাহিনীর লড়াইকে কঠিন করে তুলেছিল। ২১ নভেম্বর চিন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই পরাজয়ের মধ্যেই রেজেংলা দেখিয়েছিল, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সৈনিকের সাহস ও কর্তব্যবোধ কতটা অসাধারণ হতে পারে।



রেজেংলা যুদ্ধের শহিদদের গণচিতায় আগুন। – ফাইল চিত্র

লাদাখের চুশুল অঞ্চলের কাছে অবস্থিত রেজেংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্য অবস্থান। চুশুল উপত্যকা এবং সেখানকার বিমানঘাঁটির নিরাপত্তার সঙ্গে এই এলাকার গভীর সম্পর্ক ছিল। এই অবস্থান রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন মেজর শয়তান সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ১৩ কুমায়ুন রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানির সৈনিকরা। ১৮ নভেম্বর ভোরে চিনা বাহিনী সেখানে আক্রমণ চালায়। প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী, কোম্পানির প্রায় ১২০ জন সৈনিকের মধ্যে ১১৪ জন শহিদ হন। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় অনুসন্ধানকারী দল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে বরফের মধ্যে বহু সৈনিকের দেহ শেষ যুদ্ধাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। অনেকের হাতেই তখনও অস্ত্র ধরা ছিল বলে বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। কোম্পানির সৈনিকরা প্রধানত আহির বা যাদব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই হরিয়ানার রেওয়ারি ও পার্শ্ববর্তী আহিরওয়াল অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের সবোচ্চ পরিচয় ছিল ভারতীয় সৈনিক।

রেজেংলার ইতিহাসে মেজর শয়তান সিংয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। প্রবল শত্রু আক্রমণের মধ্যেও তিনি এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে গিয়ে সৈনিকদের মনোবল বজায় রাখার চেষ্টা করেন। গুরুতর আহত হয়েও নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধে ভাটা পড়েনি তাঁর। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে মরণোত্তর পরমবীর চক্রে সম্মানিত করা হয়। চার্লি কোম্পানির অন্য সৈনিকরাও আটটি বীর চক্র এবং চারটি সেনা পদক সহ সামরিক সম্মান লাভ করেন। তাঁদের এই সম্মিলিত বীরত্ব ভারতীয় সামরিক ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়। রেজেংলার সৈনিকরা শিখিয়েছেন, প্রতিকূলতার মুখেও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যায় না। নেতৃত্ব, পারস্পরিক আস্থা এবং দলগত ঐক্য একটি বাহিনীকে কঠিন পরিস্থিতিতেও শক্তি জোগায়।

আজ এত বছর পরও রেজেংলার কথা ভাবলে মনে হয়, সেই বরফাবৃত পাহাড়ের নীরবতার মধ্যে মিশে রয়েছে যুদ্ধের গর্জন, সহযোদ্ধাকে হারানোর বেদ



ই-রিকশা চালকের ভূমিকায় প্রিন্স উইলিয়াম। সওয়ারির আসনে প্রিন্সেস কেট। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

উনি অত্যন্ত কড়া ধাতের মানুষ

কোয়াড সম্মেলনে ট্রাম্পের মুখে মোদির ভুয়সী প্রশংসা

ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের কূটনৈতিক অবস্থান আরও মজবুত করার সমান্তরালে 'নরম কূটনীতি'-তেও জোর দিচ্ছে দিল্লি। ২৩তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং ২১তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বর্তমানে ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার একদিকে যেমন তিনি আসিয়ান এবং 'কোয়াড'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট করলেন, তেমনই ম্যানিলার শতাব্দীপ্রাচীন 'গুরদোয়ারা খালসা দিওয়ান'-এর পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ আরও নিবিড় করার বার্তা দিলেন।

দু'বছর পর এদিন ম্যানিলায় ফের বৈঠকে বসেছিলেন কোয়াড গোষ্ঠীর নেতারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজের সঙ্গে এই চতুর্দেশীয় বৈঠকে অংশ নেন মোদি। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের বাড়তে থাকা চাপের আবহে কোয়াড-এর শীর্ষ নেতৃত্বের এদিনের বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

কোয়াড সম্মেলনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মোদির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিজের 'বন্ধু' এবং 'মহান নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'উনি অত্যন্ত কড়া ধাতের মানুষ (ভেরি টাফ ম্যান)।' এরপরই জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচির দিকে ইঙ্গিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যোগ করেন, 'আর উনি হয়তো আরও বেশি কড়া।' সদস্য দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরে ট্রাম্প আরও বলেন, 'প্রথম থেকেই এই দেশগুলি এবং রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আমাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে এঁদের তিনজনের সঙ্গেই আছি, এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ মানুষ এবং সকলেই আমার বন্ধু।' মোদি যে বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত সম্মানিত, সে কথাও মনে করিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর আগে গত জুনে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে মোদির ভূমিকার প্রশংসা করে ট্রাম্প তাঁকে 'ভেরি টাফ কুকি' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

অন্যদিকে, কোয়াডকে ভারতের জন্য একটি 'গঠনমূলক ও বিশ্বস্ত অংশীদারিত্ব' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, 'সামুদ্রিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন, নতুন প্রযুক্তি ও বিপর্যয় মোকাবিলা ও গোটা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য কোয়াড সবসময়ই বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের পথ দেখায়।' ফিলিপিন্সের রাজধানীর সঙ্গে কোয়াডের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, ২০০৭ সালে এই ম্যানিলাতেই প্রথমবার বৈঠকে বসেছিলেন চার দেশের আধিকারিকরা। মোদির চলতি সফর ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির সম্প্রসারণের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত। আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত মেলবন্ধনকে হাতিয়ার করেই এগোতে চাইছে সাউথ ব্লক।

সেই সাংস্কৃতিক কূটনীতিরই একটি উদাহরণ হয়ে রইল মঙ্গলবার ম্যানিলায় ফিলিপিন্সের প্রাচীনতম গুরদোয়ারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত এই গুরদোয়ারাটি সংস্কারের কাজ শুরু হল এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেনেটর ফ্রান্সিস জোসেফ এসকুদেরো এবং ম্যানিলা শহরের মেয়র ফ্রান্সিসকো ইসকো মোরেনো। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে নিজেকে 'ধন্য' বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শিখ সম্প্রদায়ের অবদানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গুরু সাহিবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিখ সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে। পরোপকার ও উন্নততর পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।' ম্যানিলায় শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দের জন্য এই গুরদোয়ারার আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অবদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফেও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'খালসা দিওয়ান গুরদোয়ারা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত-ফিলিপিন্স সাংস্কৃতিক এবং দুই দেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্কের এক জীবন্ত প্রমাণ।'

নজরে ম্যানিলা

- কোয়াড ও আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে ম্যানিলায় প্রধানমন্ত্রী
- চিনের আগ্রাসনের আবহে দু'বছর পর কোয়াড বৈঠক
- কোয়াডকে ভারতের 'বিশ্বস্ত অংশীদার' বলে মন্তব্য মোদির
- ম্যানিলায় শতাব্দীপ্রাচীন গুরদোয়ারা সংস্কারের সূচনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
- চলতি সফরে কূটনৈতিক বার্তার পাশাপাশি 'নরম কূটনীতি'তে জোর ভারতের



কোয়াড বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশে জয়শংকর ও অজিত দোভাল সহ ভারতীয় অফিসাররা।

আবার ভয় করছে, কাতর বার্তা বিলকিসের



নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট গণধর্ষণ মামলায় দুই আসামির যাবজ্জীবন সাজা স্থগিত করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিলকিস বানো। শীর্ষ আদালতের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিলকিস। গোধরা-পরবর্তী হিংসায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিসকে গণধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারের সাত সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল।

আইনজীবী শোভা গুপ্তের মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নিযাতিতা বিলকিস বলেন, 'যে ন্যায়বিচারের জন্য আমি এত বছর ধরে লড়াই করেছি, আজ মনে হচ্ছে সেটাই যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেই পুরোনো আতঙ্ক আবার ফিরে আসছে। আমি নিজের, পরিবারের এবং সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ফের ভয় পাচ্ছি।' আক্ষেপের সুরে তাঁর প্রশ্ন, 'আদালত আমাকে একবারও জানাল না কেন? এজলাসে আমার বক্তব্য শোনার প্রয়োজন কি কেউ অনুভব করল না? দেশের আদালত, বিচারব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের ওপর থেকে আমার বিশ্বাস কি তবে একেবারেই হারিয়ে যাবে?'

> যে ন্যায়বিচারের জন্য আমি এত বছর ধরে লড়াই করেছি, আজ মনে হচ্ছে সেটাই যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেই পুরোনো আতঙ্ক আবার ফিরে আসছে।
>
> -বিলকিস বানো

দীর্ঘ সতেরো বছর কারাবাসের যুক্তিতে এবং এক আসামির শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার দুই দোষী বিপিনচাঁদ যোশি ও প্রদীপ মোধিয়ার সাজা স্থগিত করে জামিনের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বিলকিসের ক্ষোভ, নির্যাতিতা হিসেবে তাঁর কোনও বক্তব্য না শুনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকেই তিনি এই নির্দেশের কথা জানতে পারেন। ইতিমধ্যে সপরিবারে গুজরাট ছেড়েছেন তিনি।

তবে আতঙ্কের মাঝেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার অঙ্গীকার করেছেন বিলকিস। তিনি জানান, নিহত তিন বছরের শিশুকন্যা সালেহার সুবিচার এবং দেশের সমস্ত মহিলার নিরাপত্তার স্বার্থেই তাঁর এই প্রতিবাদ জারি থাকবে। বিলকিসের প্রত্যয়ী বার্তা, 'আমি এই আদেশের বিরুদ্ধে লড়বই। চব্বিশ বছর লড়াইয়ের পর কোনও নিযাতিতাকেই যেন গোটা জীবন সুবিচারের জন্য এমন অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে না হয়।'

যোগীর দাবি খারিজ সিইও'র

লখনউ, ১৭ নভেম্বর : এসআইআরের পর রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ১.২৭ কোটি হিন্দুর নাম বাদ গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ওই দাবি সটান খারিজ করে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) নবদীপ রিনওয়া।

তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'আমাদের ভোটার তালিকা বা তথ্যভান্ডার দেখলে দেখা যাবে, সেখানে প্রতিটি ভোটারের নাম, সম্পর্কের প্রকার, আত্মীয়ের নাম, তাঁদের বয়স কিংবা জন্মতারিখ, গহ নম্বর এবং লিঙ্গ লেখা থাকে। সেখানে কারও ধর্ম, জাতপাত বা ওই সংক্রান্ত কোনও তথ্য লেখা থাকে না। কাজেই আমাদের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এই ধরনের কোনও বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।' ভোটার তালিকায় উত্তরপ্রদেশের ২ কোটি ৫৮ লক্ষ নাগরিকের নাম নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এই ঘটনায় সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবেরর কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই কোনও দৈবিক ক্ষমতা আছে। উনি তো বুলডোজারটা নির্বাচন কমিশনের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।'

কটাক্ষে রাহুলের প্রেম-বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : বাবা রাজীব গান্ধি এবং মা সোনিয়া গান্ধির রোমান্টিক কেমিস্ট্রির গল্প বলতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আর সেই সমালোচনার আগুনে জল ঢালতে এবার একেবারে 'লাভগুরু'র অবতারে ধরা দিলেন তিনি! বিজেপি ও আরএসএস-এর উদ্দেশে প্রেম-বার্তা দিলেন রাহুল। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'ভয় আর হিংসার জালে আটকে পড়ে পদ্মশিবিরের লোকজন নাকি ভালোবাসার সৌন্দর্যই ভুলে গিয়েছেন!'

সোমবার সোনিয়া গান্ধির লেখা 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ' বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে রাহুল স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, খাবার খাওয়ার সময় তাঁর মা বাবা রাজীব গান্ধির কোলে গিয়ে বসতেন, যা তাঁর অন্য কোনও বন্ধুর বাবা-মায়ের মধ্যে দেখা যেত না। ব্যাস! এই মন্তব্য সামনে আসতেই নেটদুনিয়া থেকে রাজনীতির ময়দানে রীতিমতো ছিছি পড়ে যায়। পারিবারিক স্মৃতিচারণের আড়ালে এমন খোলামেলা মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হন নেট নাগরিকদের একাংশও, যদিও রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে।

এই সুযোগে আসরে নেমে কটাক্ষ ছুড়ে দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সহ একাধিক বিজেপি নেতা। সোনিয়া গান্ধিকে 'সরি ম্যাম' বলে সম্বোধন করে হিমন্তর খোঁচা, 'সরি ম্যাম। আপনার জীবনের এমন একটি বিশেষ দিনেও ইনি আপনাকে এই বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিতে পারলেন না। দেশবাসী অনেক আগেই বিষয়টি বুঝে গিয়েছিল। আশা করি, এখন আপনিও তা বুঝতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটি আর লঞ্চ বা রিলঞ্চ করার মতো অবস্থায় নেই।' তবে চুপ করে থাকার পাত্র নন রাহুলও। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বাদশ শতকের একটি প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্যের ছবি পোস্ট করেন তিনি, যেখানে মহাদেবের কোলে বসে রয়েছেন দেবী পার্বতী। সেই ছবি শেয়ার করে রাহুলের জবাব, 'বিজেপি ও আরএসএস সমর্থকদের মনে ভয়, ক্রোধ এবং হিংসার এমনই জাল বুনেছে যে তাঁরা ভালোবাসার সাক্ষী হতে এবং তা প্রকাশ করতেও পারেন না।' নিজেকে প্রকৃত হিন্দু দাবি করে রাহুলের সংযোজন, 'ওঁদের এই জাল থেকে মুক্ত করাটা আমার কর্তব্য, যাতে ওঁরাও জীবনে ভালোবাসার সৌন্দর্য ও আপনত্বের আনন্দ অনুভব করতে পারেন।' শেষে জুড়ে দিয়েছেন— 'সত্যম শিবম সুন্দরম'।



হরপার্বতীর এই ছবিটিই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন রাহুল গান্ধি।

ওয়াশিংটনে হামলার ছক!

তেহরান, ১৭ নভেম্বর : আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে শান্তি দুরস্ত। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ডিসি-তে 'ডার্টি বম্ব' বা রাসায়নিক হামলার ছক কষছে তেহরান, যার নিশানায় রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রাণনাশের এই হুমকির জেরে ইতিমধ্যেই মার্কো রুবিও, পিট হেগসেথ, স্কট বেসেন্ট এবং টড ব্লাঞ্চের মতো ক্যাবিনেট সদস্যরা সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। হোয়াইট হাউস অবশ্য জানিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হলেও এই হুমকির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এর মাঝেই মঙ্গলবার বাহরিনের শেখ ইসা বিমানঘাঁটিতে মার্কিন রাডার সিস্টেমে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড। ইরানের আকাশসীমায় মার্কিন ড্রোনের অনুপ্রবেশের জবাবেই এই আক্রমণ বলে দাবি তেহরানের।

পুতিনের সেতু ধ্বংস

মস্কো, ১৭ নভেম্বর : ইউক্রেনের জোড়া হামলায় রুশ অধিকৃত ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ কের্চ সেতুর একাংশ ভেঙে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। এর ফলে সেতুটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও ক্রেমলিনের তরফে আগের চেয়েও সুন্দর সেতু পুনর্নির্মাণের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সপা-কংগ্রেস রফায় কাঁটা আসনে

লখনউ, ১৭ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা ভোটে সপা এবং কংগ্রেস জোট গড়ে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সেই রফায় বারবার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আসনবণ্টনের বিষয়টি। রাজ্যের ৪০৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ইতিমধ্যে সপার হাতে ১৮১টির মতো আসনের তালিকা তুলে দিয়েছে। কিন্তু যেটা সমস্যার সেটা হল, ওই ১৮১টি আসনের মধ্যে অন্তত ২২টিই বর্তমানে সপার হাতে রয়েছে। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, 'আমরা কতগুলি আসনে লড়াই করব সেব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোট একসঙ্গে বিজেপিকে পরাস্ত করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।'

এদিকে কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তত একটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিতে চায়। এর পাশাপাশি রাজ্যের যেখানে সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে এবং নির্বাচনি সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে সেই আসনগুলিকেও বাছাই করেছে কংগ্রেস। সপার সঙ্গে আসন সমঝোতা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে সোমবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা-সহ উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক শীর্ষ নেতা একটি বৈঠকে বসেছিলেন। একটি সূত্রের খবর, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ৮০ থেকে ১০০টি আসনেই লড়তে রাজি হবে।

ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : আদালত অবমাননা মামলার নোটিশের জবাব দিতে দেরি করায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালসহ আম আদমি পার্টির শীর্ষনেতাদের ভর্ৎসনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। জবাব দাখিলের জন্য তাঁদের শেষবারের মতো তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি নবীন চাওলার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ শুনানিতে ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'আপনারা কি আমাদের বোকা বানাচ্ছেন? আমরা আর আপনাদের সময় দেব না।' বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না দিলে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়া হবে।

দিল্লির আবগারি নীতি মামলার শুনানিপর্বে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কুৎসা ও প্রচার চালানোর অভিযোগ ওঠে আপ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। সে সময় বিচারপতি শর্মা মন্তব্য করেছিলেন, আইনি পথে না হেঁটে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্টের চক্রান্ত করা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতেই কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া ও সঞ্জয় সিংদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জওয়ানদের মোবাইলে রাশ

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : কুলগামে জঙ্গি হামলার জেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি আনল সিআরপিএফ। ডিউটির সময় জওয়ানদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি মোবাইল ফোন ব্যবহারে রাশ টেনে নতুন অ্যাডভাইজরি জারি করা হয়েছে। ডিজি জিপি সিং-এর কাশ্মীর সফরের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জানানো হয়েছে, নাকা পয়েন্ট ও বাংকারগুলি পোর্টেবল বুলেটপ্রুফ ও পর্যাপ্ত আলোকিত হতে হবে। টহলদারির সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা চলবে না এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ।



জলছবি... মঙ্গলবার বার্লিনে।

নাহিদের সভায় তাণ্ডব হাসিনা সমর্থকদের

লন্ডন, ১৭ নভেম্বর : ডিসেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়েছিল আগেই। এবার তাঁর আঁচ গিয়ে পড়ল খাস বিলেতের রাস্তায়। সোমবার রাতে পূর্ব লন্ডনের রোমফোর্ডে এনসিপি-র প্রধান তথা ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলামের একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এনসিপি ও আওয়ামি লিগের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ওই ঘটনায় চার থেকে পাঁচজন আহত হয়েছেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মুখে দ্রুত অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন নাহিদ ইসলাম।

অনুষ্ঠান চলাকালীনই লিগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা হলটির বাইরে জড়ো হন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আয়োজকদের দাবি, অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের লক্ষ্য করে ডিম ও জলের বোতল ছোড়ার পাশাপাশি হলের বাইরে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন হাসিনার সমর্থকরা। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। লিগ এবং এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে হলের পিছনের রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধের রূপ নেয়। শেষমেশ লন্ডন পুলিশকে দফায় দফায় লাঠিচার্জ করতে হয়। জানা গিয়েছে, নাহিদ ইসলাম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরুর তিন ঘণ্টা আগেই মেফেয়ার হলে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাইরে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর খিড়কির দরজা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যান। পরে মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। শুধু ব্রিটেনেই নয়, রবিবার গোপালগঞ্জে শত শত লিগ সমর্থক রাস্তায় নামেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁরা সংঘর্ষে জড়ান এবং ক্ষমতাসীন বিএনপির বেশ কয়েকটি কার্যালয় ও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করেন।

ইরানি কূটনীতিতে ট্রাম্প-বধের বলিউডি মিম

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ বসানো আমির খানের সেই বিখ্যাত 'দঙ্গল' লুক! কিংবা মিডটার্ম ভোটের ফলাফলের পর ট্রাম্পকে সোজা ফেলে দেওয়া হচ্ছে আবর্জনার বিনে। কখনও বা তিনি রণবীর কাপুরের 'আচ্ছা চলতা হুঁ, দুয়া মে ইয়াদ রাখনা' গাইতে গাইতে বিদায় নিচ্ছেন। না, এগুলো কোনও সাধারণ মিম পেজের কাজ নয়। এগুলো তৈরি হচ্ছে খোদ দিল্লির বুকে খাস ইরানি দূতাবাসের ভেতরে বসে। আর এর কারিগর হলেন ওমিদ বাবেলিয়ান নামের এক তরুণ ইরানি কূটনীতিবিদ।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে গোটা বিশ্ব যখন রীতিমতো চিন্তিত, তখন ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিঁধতে এই অভিনব 'বলিউডি মিম' কৌশলটি বেছে নিয়েছে ইরান। ওমিদের তৈরি এই মিমগুলো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষ করে এক্স হ্যান্ডেলে ব্যাপক ভাইরাল। 'শোলে'-র ঠাকুর থেকে শুরু করে হৃতিক রোশনের 'কৃশ'— বাদ যাচ্ছে না কিছুই।

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর পিএইচডি করা ৩৪ বছরের ওমিদ আদতে ছোটবেলা থেকেই বলিউডের অন্ধভক্ত। ছোটবেলায় পিসির সঙ্গে বসে 'শোলে', 'অমর আকবর অ্যান্টনি', 'মুঘল-ই-আজম' থেকে শুরু করে রাজ কাপুরের 'আওয়ারা' গোগ্রাসে গিলেছেন। এমনকি এই সিনেমার নেশাতেই তাঁর পিসি হিন্দি বলাও শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ওমিদ নিজে রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে গীতাও পাঠ করেছেন। আর এখন তিনি কাজ করছেন 'ইনস্টিটিউট ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ'-এর প্রতিনিধি হয়ে।

আমিরের 'দঙ্গল'-এ ট্রাম্প

ওমিদের কথায়, 'ভারতীয়দের বুঝতে গেলে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমেই যোগাযোগ করতে হবে। আর ভারতের সবচেয়ে বড় পপ-কালচার হল বলিউড।' তিনি যখনই কোনও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখেন, তার সঙ্গে মানানসই কোনও বলিউডের দৃশ্য ভেবে ফেলেন। এরপর দূতাবাসের প্রেস কাউন্সেলার মেহদি এসফান্দিয়ারি সেই মিমে সবুজ সংকেত দিলে তা পোস্ট করা হয়। তবে ওমিদ অত্যন্ত সতর্ক, যাতে তাঁর এই মিম বা রসিকতা কোনওভাবেই ভারত বা ইরানের সরকার, কিংবা কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আঘাত না করে। যেমন 'কোই মিল গয়া' সিনেমায় হৃতিকের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন চরিত্রটি তিনি এমন কোনও জায়গায় ব্যবহার করেন না, যাতে সেই মানুষগুলোকে অসম্মান করা হয়।

আপাতত ওমিদ ব্যস্ত 'ধুরন্ধর' সিনেমা নিয়ে নতুন রাজনৈতিক মিমের খোঁজে। আর দিল্লির বুকে বসে ইরানি কূটনীতির এই বলিউডি মশলা চেটেপুটে উপভোগ করছে ভারতীয় নেটপোলিও।

পাক মন্ত্রীকে বিরিয়ানি খাওয়াবে কেন্দ্র!

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : পহলগাম হামলার ক্ষত উসকে আসন্ন এসসিও বৈঠকে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে আক্রমণ করল কংগ্রেস। ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লির পুরানা কিলায় এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন পাক জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মুসাদিক মাসুদ মালিক। এর বিরোধিতায় এক্স মাধ্যমে কংগ্রেসের তোপ, 'যে দেশ ভারতীয়দের হত্যা করতে জঙ্গি পাঠিয়েছিল, সেই দেশকেই এখন সরকার স্বাগত জানাবে এবং বিরিয়ানি খাইয়ে অতিথি সৎকার করবে!'

কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারির প্রশ্ন, 'পহলগাম হামলার পর থেকে কী এমন বদলাল যে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন পড়েছে?'

তবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক মঞ্চের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং পহলগাম হামলার পর ভারতের গৃহীত নীতিতে কোনও বদল ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের আবার বক্তব্য, পাকিস্তানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তন বা মূল শিকড় ভারতের চেয়ে আলাদা নয়। তাই তারা থাকলে আপত্তি কীসের!

তোপ কংগ্রেসের

সময়ের সঙ্গে মেধার বিয়ের গুঞ্জন, সঙ্গী বিতর্ক





ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট-এর বিতর্কিত সময় রায়না। তিনি এখন মন দিয়ে প্রেম করছেন টুয়েলভথ ফেল-এর মেধা শংকরের সঙ্গে। দুজনের বিয়েও খুব তাড়াতাড়ি হবে, সম্ভবত সামনের ডিসেম্বরেই—এমন গুজবও উঠছে। তার উত্তরে রায়না পোস্ট করেছেন, ডিসেম্বরে তো আমার ইন্ডিয়া ট্যুর রয়েছে। সরি মেধা শংকর, বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। মেধাও হাসির ইমোজি দিয়েছেন। পোস্টও করেছেন, ভিত্তিহীন গুজব আমি স্ক্রল করছি।

বিভিন্ন জায়গাতে এমনিতেই তাঁদের দেখা যাচ্ছে নিয়মিত। সম্প্রতি রায়নার মুম্বাইয়ের বাড়ির দিওয়ালির পার্টিতে মেধা ছিলেন। কিছুদিন আগে এক ক্যাফেতেও দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। ক্যাফেতে রায়না তাঁর বন্ধুকে আলিঙ্গন করছেন, পাশে কালো পোশাকে মেধা। এর মধ্যে ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট ২-এর এক পর্বে রায়না এক প্রতিযোগীর তুতো ভাইকে ‘স্বামী’ বলেছেন। এতে মুসলিমরা বিরক্ত। তাদের মতে, এতে তাদের ধর্মীয় আবেগ আঘাত পেয়েছে। এখনও সে বিতর্ক তেমন দানা বাঁধেনি অবশ্য। আপাতত মিডিয়া সময়-মেধার বিয়ের চর্চাতেই মজে আছে।

একনজরে সেরা

অমিতাভর সমস্যা

শিখস ফর জাস্টিস নামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন অমিতাভ বচ্চনের বাংলো জলসার সামনে জমায়েতের ডাক দিয়েছে ১৯-২৮ নভেম্বরের মধ্যে। এর জন্য ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে। ওদের দাবি, ১৯৮৪ সালের শিখ নিধন যজ্ঞে অমিতাভর কিছু উসকানিমূলক মন্তব্যের দায় অভিনেতাকে নিতে হবে। অমিতাভ অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বারবার।

অপর্ণার ছবি

কলকাতায় অ্যামি আর্টস ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ অপর্ণা সেনের ‘মাই গেজ’ শীর্ষক ফোটোগ্রাফের প্রদর্শনী হবে, ২০ নভেম্বর-২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অভিনেত্রী জানিয়েছেন অনেকদিন ধরে ছবি তুলছেন তিনি। ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রথম ক্যামেরা কেনা। তবে অভিনয়, পরিচালনার ব্যস্ততায় ছবি তোলা থেকে সরে গিয়েছেন। পরে আবার শুরু, সেটাই ‘মাই গেজ’।

রজনীর সম্পত্তি

রজনীকান্ত জানিয়েছেন, মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি তামিলনাড়ুর জনগণ পাবে, পরিবার নয়। চেন্নাইয়ে সোয়া একর জমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বাড়ি রাঘবেন্দ্র মণ্ডপম। ২০১৫ সালের বন্যায় দুর্গতদের জন্য বাড়িটি তিনি খুলে দেন। তাঁর কথায়, টিকিটের দাম যাই হোক, মানুষ তা কেটে আমার ছবি দেখেছে। তার প্রতিদান হিসেবেই আমার এই সিদ্ধান্ত।

সেই তনয়

মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে তনয় শাস্ত্রীকে জেলে যেতে হয়েছিল। জামিন পেয়েছিলেন পরে। তাঁর কাছেই দীক্ষা নিলেন অভিনেতা শরদ কাপুর। অভিনেতার সময় ভালো যাচ্ছে না, অসুস্থ, হাতে কাজ নেই। অবস্থা ফেরাতে এই পদক্ষেপ। তনয় এই ঘটনার একটি ভিডিও শেয়ার করে জানিয়েছেন, তাঁর দিন বদলাবে আগামী বছর থেকেই।

পিছোল সূর্য

সানি দেওলের সূর্য, অন্ত সে আরম্ভ তক-এর মুক্তি পিছোল। ছবি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি। টিজার দেখেই একশ্রেণীর মানুষ ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে নেতিবাচক প্রচার করছে। নির্মাতারা ‘ওঁদের’ নিরপেক্ষভাবে ছবি দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর অনুরোধ করেছেন। ছবির কেন্দ্রে আছে বেসরকারি হাসপাতালে মানবঅঙ্গ বিক্রির বিষয়, সমস্যা তাতেই। কয়েকজন চিকিৎসক আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ইতিমধ্যেই

ক্যামেরার সামনে জিতুকে পশু বললেন দুর্নিবার





কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, কূটকচালি চলছেই বাংলা বিগ বস-এ। চলতি সপ্তাহের একটি পর্বে দুর্নিবার সাহা রীতিমতো ‘পশু’ বানিয়ে দিলেন জিতু কমলকে। একটা খেলা চলছিস বস-এর ঘরে। ঢালু একটা জায়গায় তেল বা সাবান জল ঢেলে তাকে আরও ঢালু করে দেওয়া হয়েছিল। এর ওপর প্রতিযোগীরা কে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সেটই ছিল দেখার। এই সময়ে নিরঞ্জন আর জিতু প্রায় পাশাপাশিই ছিলেন। সৃজলা যাতে পড়ে না যান, তাই জিতু নিরঞ্জনের পা চেপে ধরেন। যন্ত্রণায় ককিয়ে নিরঞ্জন পা সরিয়ে নিতে বললেও জিতু সরাননি। খেলার শেষে এভিকশনের জন্য নমিনেটেড হন রণিতা ও তনুশ্রী।

এরপর টাস্ক নিয়ে আলোচনা করেন জিতু, নিরঞ্জনরা। সেখানে ছিলেন দুর্নিবারও। তখনই তিনি জিতুকে ‘পশু’র মতো বলে লেবেল লাগিয়ে দেন। কেউ তাঁকে সমর্থন করছে কেউ সমালোচনা। এর আগেও এমন কুরুচিকর মন্তব্য তিনি করেছেন, সমালোচনাও হয়েছে তাঁর, কিন্তু তিনি ভোলেননি।

চলতি সপ্তাহেই একজন পাবে টিকিট টু ফিনালে।



গুলিকাণ্ডের পর টাইগারের ইন্সটায় প্রত্যাবর্তন

বিষ্ণোই গ্যাং তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল, হইচই পড়ে গিয়েছিল তা নিয়ে। এর সঙ্গে অন্য অনেক তাবড় তারকারাও হত্যার হুমকি মেইল পাচ্ছিলেন। সেই ভয়ের আবহেই অকুতোভয় টাইগার শ্রফ ইন্সটাগ্রামে ফিরলেন। একটি গানের ভিডিও তিনি শেয়ার করেছেন, তেনু লেকে জানা-- সঙ্গে কেথিকা শর্মা। তাঁর সঙ্গে তিনি নাচছেন, সঙ্গে ক্যাপশন করেছেন, ওয়ান মোর চান্স, ওয়ান মোর ডান্স। তিনি তাঁর সিক্স প্যাক বডিও দেখিয়েছেন ভিডিওতে। স্পষ্টতই তাঁর ছবিতে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে। সম্প্রতি চারদিন শুটিংও করেছেন জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে। ছবির নাম ‘লগ যা গলে’। নেটমহল অভিভূত তাঁর এই ভিডিওয়। সকলেরই বক্তব্য, হিরো ইজ ব্যাক। বিষ্ণোইদের গুলি যে তাঁকে ভয় দেখাতে পারেনি, তা জানানোর জন্যই তিনি এই ভিডিও প্রকাশ করেছেন, এমনটাই বলছে সবাই।



রামায়ণ চলাকালীন আমিষ নয়

বাংলার উল্লেখযোগ্য মাল্টিপ্লেক্স চেইন এসভিএফ সিনেমাস-এর তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রামায়ণের শো চলার সময় হলে কোনও আমিষ খাবার পরিবেশন করা হবে না। বাংলায় বিভিন্ন লোকেশনে ৩০টি চেইন আছে এই সংস্থার। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, রামায়ণ নিছক একটা সিনেমা নয়। ছবিতে যখন হনুমান চলিশা বাজছে, তখন প্রেক্ষাগৃহর পুরোটাই যেন মন্দির হয়ে যাচ্ছে। সে আবেগ তাঁরাও অনুভব করছেন। ২০২৪-এ অ্যানিমেটেড ছবি মহাবতার নরসিংহ-এর সময়ে মানুষ হলের বাইরে জুতো খুলে ভিতরে ঢুকেছে। হনুমান অংশ-র সময়েও এরকম অনুরোধ এসেছিল তাঁদের কাছে। তাঁরা বলছেন, ‘আমরা দর্শকদের সেই অনুরোধকে গুরুত্ব দিয়েছি। একটা ক্ষুদ্র ও আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেই রামায়ণের স্ক্রিনিং চলাকালীন আমিষ খাবার পরিবেশন করা হবে না যাতে প্রতিটি দর্শক নির্দ্বিধায় ও ভক্তিভরে ছবি উপভোগ করতে পারেন।’ তাঁরা জানিয়েছেন, অন্য ছবির ক্ষেত্রে আমিষ খাবারই পরিবেশন করা হবে।

টাকা দিয়েও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অভিযোগ শরদের

পোষ্যদের দেখাশোনার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় পাঠানো, কাজের জন্য আবেদন, নিজের অসুস্থতার কথা জানানোর পর থেকে অভিনেতা শরদ কাপুর ‘খারাপ’ সময়ের মধ্যে যাচ্ছেন। অভিনেতা সোনু সুদ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান এবং আরও অনেকে তাঁর খবর নিয়েছেন। এমনকী তিনি কাজেরও প্রস্তাব পেয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু আর একটা সমস্যা হল, কিছু লোক তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার নাম করে তাঁর হাতে টাকা দিচ্ছে। তার ভিডিও বানাচ্ছে, তারপর সে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

এই অবস্থাতেও এমন প্রতারণার মুখে পড়তে হবে, তিনি তা ভাবেননি। এতে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ঠিক করেছেন, অচেনা কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। শরদ তাঁর অনুরাগীদের জানিয়েছেন এ কথা। খারাপ সময়ে পাশে থাকার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বেজুবান সংস্থার হেমা চৌধুরি শরদের অনেকদিনের বন্ধু। তিনিই শরদের পরিস্থিতির কথা বাইরে আনেন। শরদের কাজ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এভাবে শরদকে হেনস্থা করা হবে সাহায্যের নামে, তা তিনি ভাবেননি। তিনি সবার কাছে অনুরোধ করেছেন, শরদের নামে খোলা কোনও ফান্ডিং অ্যাকাউন্টে টাকা দেবার কথা বললে দেবেন না। শরদের বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের তরফে এমন কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি।





সাহেবের জন্মদিনে সুস্মিতার ভালোবাসা

দুজনের প্রেম নিয়ে নতুন করে কথা হয় না। এখন কথা, কবে বিয়েটা হবে। দুজন একসঙ্গে ছুটি কাটাতে যান। ছবি পোস্ট করেন, উৎসব, আনন্দে একসঙ্গে, একরঙের পোশাকে মনের মিলকে বারবার জানিয়ে দেন সকলকে। ভালোবাসার সুগন্ধ তাঁদের চারদিকে। এবার সাহেবের জন্মদিনে তেমন পোস্ট করেছেন সুস্মিতা। তিনি লিখেছেন, ‘তোমার সঙ্গে সাধারণ মুহূর্ত অসাধারণ হয়। জীবন আমার কল্পনার থেকেও সুন্দর করেছ তুমি।’

সেইসঙ্গে তিনি দুজনের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে ওঁরা কখনও কোনও পাহাড়ের কোলে, কোনও নদীর পাশে দাঁড়িয়ে, কখনও লিফটের ভিতর। তাঁর পোস্টের উত্তরে সাহেব পোস্ট করেছেন, ‘আমার শক্তি, আমার সাপোর্ট। জীবন ভীষণ সুন্দর তোমার সঙ্গে।’

তাঁদের এই পোস্টে রোহন ভট্টাচার্য সহ অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রোহন তো পার্টিরও দাবি জানিয়েছেন।



ছোট্ট তারা



বারোঘরিয়া প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র মণীশ অধিকারী ফুটবল খেলাতে আগ্রহী। চতুর্থ শ্রেণির এই পড়ুয়া বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলে পুরস্কার জিতেছে।

জমিজট কাটিয়ে গতি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজে

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : নিকাশিনালার নোংরা জল সরাসরি মহানন্দায় মেশার ফলে নদী ক্রমেই দূষিত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে মহানন্দা নদীকে দূষণমুক্ত করতে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল বহু আগে। তবে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের জন্য শুরুতেই এসটিপি-২ প্রকল্প থমকে গিয়েছিল। যদিও সব বাধা কাটিয়ে চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। তবে সম্প্রতি নতুন করে সমস্যা দেখা দেয় প্রকল্প এলাকায় ব্যক্তিগত জমি নিয়ে। ব্যক্তিগত জমি থাকায় পাইপলাইন পাতার কাজ থমকে গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর ফলে চলতি সপ্তাহ থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হতে চলেছে বলে পুরকর্তাদের দাবি। এবিষয়ে এক পুর আধিকারিক বলেছেন, '২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এসটিপি-১'এর টেন্ডারও শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।'

নিকাশিনালার জল পরিশোধন করে যাতে মহানন্দা নদীতে মিশিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য শালুগাড়া থেকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করা হয়। ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালে। তবে সেচ দপ্তরের তরফে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না মেলায় কাজ থমকে গিয়েছিল। অবশেষে ২০২৬ সালের শুরুর দিকে ছাড়পত্র মেলে। সেসময় কাজ শুরু হয়। বর্তমানে শালুগাড়া থেকে প্রকাশনগর পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে প্রকাশনগরে প্রকল্প এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি থাকায় কালীপুজোর আগে সেই কাজ থমকে যায়। এরপরই পুর কর্তৃপক্ষ জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনায় বসে। আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, শীঘ্রই ফের পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পাইপলাইন পাতা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের জন্য মোট ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০২৭ সালের মে মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতি পাঠ

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : বেঙ্গল সাফারির উদ্যোগে প্রকৃতি পাঠের সুযোগ পেল বিবেকানন্দ হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার পড়ুয়াদের সাফারির তরফে প্রাকৃতি পাঠ শিবিরে নিয়ে গিয়ে পশু, পাখি ঘুরে দেখানো হয়। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, অক্টোবরে বেঙ্গল সাফারির উদ্যোগে স্কুলে কুইজের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে যে সকল পড়ুয়ারা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে তাদের এদিন এই শিক্ষামূলক পাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মোট ১৮জন পড়ুয়া এদিন এই প্রকৃতি পাঠে যায়।

পথসভা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এসইউসিআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে একটি পথসভা হয় মঙ্গলবার। কোর্ট মোড়ে আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন গৌতম ভট্টাচার্য। এছাড়াও এসইউসিআই সদস্য তন্ময় দত্ত, জয় লোধ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।





ফের উৎসবমুখর শহর। বাঘা যতীন রোডে জগদ্ধাত্রীপুজো ও কলেজপাড়ায় কার্তিকের আরাধনা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

রাতের শহরে কথায় কথায় অস্বাভাবিক ভাড়া দাবি



অমিল গণপরিবহণ

রাত বাড়তেই গণপরিবহণ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ছে শহর শিলিগুড়ির বুকে

অফিস, রেস্তোরাঁ রাত ১০টা-১১টা পর্যন্ত খোলা থাকলেও ৯টার পর থেকেই রাস্তায় কমতে থাকে গাড়ির সংখ্যা

যাঁদের নিজস্ব বাইক বা স্কুটার নেই, প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে কালঘাম ছুটছে তাঁদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা তুলছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র মেট্রোপলিটান শহর শিলিগুড়ি। অথচ রাত বাড়তেই গণপরিবহণ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে এ শহরে। অফিস, শোরুম বা রেস্তোরাঁ রাত ১০টা-১১টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে রাত ৯টার পর থেকেই রাস্তায় কমতে থাকে গাড়ির সংখ্যা। যাঁদের নিজস্ব বাইক বা স্কুটার নেই, প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে কালঘাম ছুটছে তাঁদের। সুযোগ বুঝে কয়েকগুণ ভাড়া হাঁকছেন অটো এবং টোটোচালকরা। নিরুপায় যাত্রীদের সেই জুলুমই মেনে নিতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।'

রাত সওয়া ১০টায় হিলকার্ট রোডের একটি মোবাইলের শোরুম থেকে বেরিয়েছিলেন অদিতি ঘোষ। গন্তব্য রবীন্দ্রনগর। সকালে যে রাস্তায় ভাড়া মাত্র ২০ টাকা, রাতে সেখানে টোটোচালকরা দাবি করেন ৮০ টাকা! বাধ্য হয়ে বাইক-ট্যাক্সি বুক করতে গিয়ে অদিতি দেখেন রাইডার নেই। অতিরিক্ত ১০-২০ টাকা দিলে তবেই রাইডার মিলবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবেই কেটে যায় অনেকটা সময়। শেষে অনেক দরাদরি করে কোর্ট মোড় পৌঁছান তিনি। অদিতির আক্ষেপ, 'এটাই এখন শহরের রোজকার ছবি। শহর এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার কোনও উন্নতি নেই।'

হাকিমপাড়ার একটি নার্সিংহোমে কাজ করেন দীপা হালদার। কাজ সেরে বেরোতে রোজই রাত ১০টা বেজে যায়। পাতিকলোনির বাড়িতে পৌঁছাতে



তাঁকে টোটো বদল করতে হয়। কিন্তু ওই সময়ে রাস্তায় অটো মেলে না। ফাঁকা রাস্তায় ই-অটো বা টোটোচালকরা 'রিজার্ভ' ছাড়া যেতে চান না। দীপা বলেন, 'নিজের গাড়ি না থাকাটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুনির পর বেতনের একটা বড় অংশ শুধু যাতায়াতের পিছনেই খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

শুধু মহিলারাই নন। গভীর রাতে বাড়ি ফেরা নিয়ে চরম নাকাল হচ্ছেন পুরুষরাও। মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে কাজ করেন সুরজ ছেত্রী। সম্প্রতি নিজের স্কুটার বিক্রি করে দিয়েছেন। সুরজ বলেন, 'দু'দিন আগে বাড়ি যাওয়ার জন্য এক ই-অটো আমার কাছে ৩০০ টাকা ভাড়া চেয়ে বসে! এখন বাধ্য হয়ে বাইক-ট্যাক্সি ভাড়া করতে হচ্ছে।' সুরজের কথায়, 'রাতে আমাদের এলাকায় অটো-বাস যায় না। হেঁটে যাওয়াও মুশকিল। গত আট-দশদিনে শুধু রাতেই বাড়ি ফিরতে আমার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। দূরত্ব বেশি বলে প্রথমে রাইডাররা বুকিং বাতিল করে দেয়। পরে অতিরিক্ত টাকার টোপ দিলে তবেই তারা আসতে রাজি হয়।'

রাতের এই ভোগান্তি নিয়ে চালকদেরও নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। কোর্ট মোড়ের অটোচালকদের বক্তব্য, রাত আটটা-নয়টার পর থেকেই রাস্তায় অটো কমতে থাকে। চালক দীপক অধিকারী অবশ্য দাবি করেন, 'আমরা যাত্রীদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়াই নিই।' অন্যদিকে হাসমি চকের টোটোচালক রাকেশ সাহানির সাফাই, 'রাতে তো সেভাবে যাত্রী পাওয়া যায় না। তাই এক-দুজনকে নিয়ে যেতে হলে একটু বেশি ভাড়া চাইতে হয়।' সব মিলিয়ে রাতের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার কাঠামো এবং সরকারি গণপরিবহণ চালুর দাবি তুলছে শিলিগুড়ি।

জমি পুনরুদ্ধার নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজে গতি আনতে রেল কর্তৃপক্ষ জমি পুনরুদ্ধারে জোর দিতে শুরু করেছে। রেলকর্তারা আগেই স্পষ্ট করেছিলেন, পুজো মিটতেই জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করা হবে। এনিয়ে ২২ নভেম্বর বৈঠকে বসতে চলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এই বৈঠকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিআরএম সহ অন্য আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে একদিনের শিলিগুড়ি সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেল সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির তদারকিতে সাংসদকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

ফিল্ম ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : মাটিগাড়ায় উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে পালিত হল সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভাল। মঙ্গলবার পড়ুয়াদের বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা দেখানোর পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর ওপর বিশেষ ওয়ার্কশপও হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার হেড ডঃ রাকেশ মজুমদার, বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

উৎসব

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে চলছে শিলিগুড়ি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভাল। ১৩তম এই ফেস্টিভাল ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বর দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলার পাশাপাশি মণিপুরি, হিন্দি, অসমিয়া, ইংরেজি সহ আরও কয়েকটি ভাষার সিনেমা এখানে সিনেমাপ্রেমীরা দেখতে পারবেন।

বাড়তি আয়, ইচ্ছেপূরণে বিকল্প পেশা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম! এই বাজারে একার আয়ে সংসার চালানো রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি মানুষের শখের পরিধিও দিন-দিন বাড়ছে। তাই বাধ্য হয়েই হোক বা শখের বশে, একাধিক রোজগারের পথ বেছে নিচ্ছেন এশহরের অনেকে। ঘুমের সময় কাটছাঁট করে, হাড়ভাঙা পরিশ্রমে দুটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তবে এই লড়াই একার নয়। কারও পাশে দাঁড়িয়েছেন মা-বাবা, আবার কারও জীবনসঙ্গী। বাড়তি আয়ের লড়াই আর শখপূরণের অদম্য জেদ এখন শহরের চেনা ছবি।

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রাজা দাস হিলকার্ট রোডের একটি সোনার দোকানে কর্মরত। কিন্তু এই আয়ে তাঁর সংসারের সুরাহা হচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি অ্যাপ-নির্ভর বাইক চালানো শুরু করেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাইক চালিয়ে কর্মস্থলে পৌঁছান রাজা। রাত ৮টায় দোকানের কাজ শেষ হলে ফের বাইক নিয়ে নামেন রাস্তায়। বাড়ি ফিরতে রাত ১২টা বেজে যায়। রাজা বলেন, 'দোকানের বেতনে সংসারে খুব একটা সাহায্য করতে পারি না। তাই বাইক চালিয়ে বাড়তি উপার্জনের চেষ্টা করি।' জোড়া শ্রমে মাসে তাঁর চার-পাঁচ হাজার টাকা বাড়তি আয় হয়।

অভাব নয়, নিছক শখের বশেই কাজ শুরু করেছেন দুধ মোড়ের বাসিন্দা তুহেলি কর। বিয়ের পর বেসরকারি সংস্থার চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। মেয়ের ৩ বছর বয়স হতেই থমকে থাকা শখগুলোকে ফের প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছেন। এখন পড়ানোর পাশাপাশি নেল এক্সটেনশন এবং ক্রুশের নানা জিনিস তৈরির কাজ করছেন তুহেলি। হাসিমুখে সব দিক সামলানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'রাতে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ক্রুশের কাজ করি। বিয়ের মরশুমে নখসজ্জার কাজে চাপ বাড়লে স্বামী এবং মা-বাবা আমার মেয়ের পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।' তিন পেশা সামলে মাসে তাঁর আয় প্রায় ২০ হাজার টাকা।

সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর বন দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী রাম দাস। তাই ডিউটি শেষে এখন কুকুরের প্রশিক্ষকের কাজ করছেন তিনি। রাম বলেন, 'অস্থায়ী কর্মীদের বেতন সামান্য। বাড়তি আয়ের জন্য এই কাজ শুরু করেছি।' দুটি বাড়িতে সারমেয়-প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেন। তবে কাজের চাপে রাতের ঘুম আর খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও সময় থাকে না।

স্বামীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে প্রধাননগরের বাসিন্দা রিঙ্কি সরকার রূপচর্চা কেন্দ্র খুলেছেন। পাশাপাশি বাড়িতে কেক তৈরির কাজও করেন তিনি। রিঙ্কির বয়ানে, 'বিউটি পার্লারের টাকা জমানোর পাশাপাশি কেক বিক্রির টাকা দিয়ে শখ পূরণ করি। আর স্বামীর আয়ে সংসারের বাকি খরচ চলে। এখন একজনের আয়ে সংসার চালানো, সঞ্চয় আর শখপূরণ সম্ভব নয়।' জোড়া কাজের লড়াইয়ে রিঙ্কির স্বামীও তাঁকে সমানভাবে সাহায্য করেন। দুই কাজ মিলিয়ে মাসে তাঁর প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয়।



সংসার সামলানো আর শখ পূরণ, 'এক ঢিলে দুই পাখি মারতে' শহরের বহু মানুষের কাছে বিকল্প পেশাই এখন অন্যতম ভরসা। হাড়ভাঙা খাটুনি আর পরিবারের নিঃশর্ত সমর্থনে মাস শেষের আর্থিক দুশ্চিন্তাকে এভাবেই হেলায় হারাচ্ছেন তাঁরা।

জবরদখলে কোর্ট মোড়, চরম দুর্ভোগে পথচারী

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : বেসরকারি বাস ও সিটি অটোর লাগাতার দৌরাত্ম্য এবং দীর্ঘদিনের ফুটপাথ দখলের জেরে শিলিগুড়ির ব্যস্ততম কোর্ট মোড় এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। যাত্রী তোলার অছিলায় মাঝরাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় হাসমি চকের দিকে যাওয়ার লেনটি দিনভর আটকে থাকছে। এর ফলে পথচারী ও যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। মন্ত্রী শংকর ঘোষের দখলদারির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারির পরও ছবিটা বদলায়নি।

কোর্ট মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় আদালত, ট্রেজারি, অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের অফিস, পোস্ট অফিস, জেলা হাসপাতাল এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাজার রয়েছে। এই কারণে প্রতিদিন এই পথে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। কিন্তু মাঝরাস্তায় ৪-৫টি বাস এবং ৮-১০টি সিটি অটো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় এবং ব্যবসায়ীদের দখলে ফুটপাথ চলে যাওয়ায় পথচারীদের চলাচলের কোনও উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে তাঁদের মূল রাস্তার ওপর দিয়েই চলাচল করতে হয়। মঙ্গলবার দুপুরেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। বিশেষ কাজে এদিন দুপুরে কোর্ট মোড় এলাকায় এসেছিলেন ফুলবাড়ির বাসিন্দা সুনীতা হক। তিনি বলেন, 'ফুটপাথ দখল হয়ে রয়েছে। রাস্তাতেও বাস ও সিটি অটো দাঁড়িয়ে থাকছে। হেঁটে চলাচলের পথই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

অভিযোগ উঠেছে, ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা ডিউটিতে থাকলেও এ বিষয়ে জোরালো কোনও পদক্ষেপ করেন না। যদিও কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের দাবি, উপরমহল থেকে কড়া নির্দেশ না পেলে বড় কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব হয় না। তবে যানজট তৈরি হলে পুলিশ মাঝেমধ্যে জরিমানা আদায় করে। তবে তাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

কোর্ট মোড় এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের চালক মেঘনাদ সিং বলেন, 'এখান থেকেই যাত্রী তোলা হয়। তাই দাঁড়াতেই হয়।' সিটি অটোচালক সোনু সিং বলেন, 'রাস্তার ওপর গাড়ি নিয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। কিন্তু যাত্রী তোলার জন্য দাঁড়াতে হয়।' অপর এক সিটি অটোচালক বাপ্পা দাস বলেন, 'দাঁড়ালে



পুলিশ কোনও কোনও সময় জরিমানা করে। কিন্তু উপায় নেই। রুজিরুটির জন্য এখানে দাঁড়াতেই হয়।'

কোর্ট মোড় সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাথের ওপর ফলের দোকান রয়েছে অঙ্গদ সাহানির। তিনি বলেন, 'কোথায় দোকান বসাব? জায়গা কোথায়? এখানকার টাকায় সংসার চলে। মাঝেমধ্যে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে বাধ্য হয়ে আমাদের ফের ফুটপাথে দোকান সাজাতে হয়।' অপর এক ব্যবসায়ী রতন ঘোষ নিত্যদিনই নিজের দোকানের সামনের ফুটপাথ দখল করে কাউন্টার সাজিয়ে বসেন। তিনি বলেন, 'আমি একা নই। অনেকেই এভাবে দোকান সাজান। কেউ কেউ পুরোপুরি ফুটপাথ দখল করে রয়েছেন। তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হলে কাউন্টার সরিয়ে দেব।'

কোথায় দোকান বসাব? জায়গা কোথায়? এখানকার টাকায় সংসার চলে। মাঝেমধ্যে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে বাধ্য হয়ে আমাদের ফের ফুটপাথে দোকান সাজাতে হয়।

অঙ্গদ সাহানি দোকানি

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বাস ও সিটি অটোচালকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং আগামীতেও আরেকটি বৈঠক ডাকা হবে। তারপরেও পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি, ফুটপাথ উদ্ধারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত করা হবে।'



পৃথিবীর পাঠশালা

ব্লেড গলাতে পারে পাকস্থলী



আমাদের খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলীতে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়, তা অত্যন্ত ক্ষয়কারী এবং শক্তিশালী। এটি এতটাই মারাত্মক যে লোহাকেও অনায়াসে গলিয়ে ফেলতে পারে। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পাকস্থলীর এই অ্যাসিডের ভেতর একটি লোহার রেজার ব্লেড ফেলে রাখলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটি পুরোপুরি গলে জলের মতো মিশে যায়। আমাদের শরীরের ভেতরেই এমন এক শক্তিশালী রাসায়নিক কারখানা সারাক্ষণ কাজ করে চলেছে।

বৃষ্টির নিজস্ব গন্ধের নাম



প্রচণ্ড গরমের পর শুকনো মাটিতে যখন প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, তখন মাটি থেকে দারুণ এক সতেজ গন্ধ ভেসে আসে। বিজ্ঞানীরা এই গন্ধের নাম দিয়েছেন পেট্রিকোর। মাটির নীচে থাকা অ্যাক্টিনোব্যাকটিরিয়া নামের এক বিশেষ জীবাণু গরমের সময় এক রাসায়নিক তৈরি করে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই রাসায়নিক মিশে বাতাসে ছড়ালেই আমরা এই মাটির সোঁদা গন্ধ পাই, যা আমাদের মনকে নিমেষে শান্ত করে দেয়।

অ্যান্টার্কটিকা বড় মরুভূমি



মরুভূমি বললেই আমাদের মাথায় বালিতে ভরা সাহারার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে, যেখানে বছরে খুব সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, সেটিই হল মরুভূমি। সেই হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি বালি দিয়ে নয়, বরং সম্পূর্ণ বরফ দিয়ে ঢাকা। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় সারাবছর এতই কম তুষারপাত হয় যে, একে অনায়াসে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং শুষ্ক মরুভূমি হিসেবে ধরা হয়।

কুমিরের আটকে থাকা জিভ

কুমিরের হাঁ করা বিশাল মুখের ভেতর ধারালো দাঁত দেখা গেলেও এদের জিভ কখনও নড়তে দেখা যায় না। এর কারণ হল, কুমিরের জিভ এদের মুখের নীচের মাড়ির সঙ্গে এক বিশেষ পর্দার সাহায্যে পুরোপুরি আটকে থাকে। এরা চাইলেও কুকুর বা সাপের মতো নিজেদের জিভ মুখের বাইরে বের করতে পারে না। তবে এদের জিভের নীচের বিশেষ গ্রন্থি জলের ভেতরের অতিরিক্ত লবণ বের করে দিতে দারুণ সাহায্য করে।



বাগডোগরা-কাঠমান্ডু উড়ানের সম্ভাবনা

আকাশপথে নয়া রুট

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পাকদণ্ডির পথে ১৭ ঘণ্টার ঝক্কির দিন শেষ হতে চলেছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারিত হওয়ার আগেই এখান থেকে উড়তে পারে আন্তর্জাতিক উড়ান। ভারত এবং নেপাল সরকারের মধ্যে আলোচনা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে নতুন করে বাগডোগরা-কাঠমান্ডু বিমান চলাচল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আন্তর্জাতিক স্তরে কয়েকটি কাজ এবং সমঝোতা হলেই ভারত-নেপালের মধ্যে আকাশপথে আরও একটি রুট তৈরি হবে বলে দুই দেশের অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রক সূত্রে খবর। আগামী সপ্তাহে ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। সেই সময়ে দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলেই বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু হবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল। তবে ভারত-নেপালের আলোচনা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে ওই কাজ শেষ হওয়ার আগেই দুই দেশের মধ্যে নতুন রুটে শুরু হয়ে যাবে বিমান চলাচল। জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে নেপালের অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল মুকেশ দাংগলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লিতে বৈঠক করে ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রকের সঙ্গে। ওই বৈঠকেই বাগডোগরা থেকে নেপালের আকাশপথ জুড়তে চেয়ে ভারতের তরফে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। ওই প্রস্তাব নিয়ে সোমবার কাঠমান্ডুতে বৈঠকে বসে নেপালের অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওই দেশের পর্যটন, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের আধিকারিকরা। বৈঠক সূত্রে খবর, কাঠমান্ডু-বাগডোগরা বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে ভৈরভা রুটটি চালু করা হবে। নেপাল বা ভারত সরকারের তরফে এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ্যে কিছু ঘোষণা না করা হলেও, আগামী সপ্তাহে দুই দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী সপ্তাহেই ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর বালেন্দ্রর এটাই প্রথম ভারত সফর।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১৩ অগাস্ট স্পাইসজেট এয়ারলাইন্স কলকাতা-বাগডোগরা-কাঠমান্ডু বিমান পরিষেবা চালু করেছিল। সপ্তাহে তিনদিন (সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার) বিমান চলাচল করত। কিন্তু পরিষেবাটি খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্পাইসজেট তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ায় আরও কয়েকটি পরিষেবার সঙ্গে বাগডোগরা-কাঠমান্ডু বিমান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন করে বাগডোগরা-কাঠমান্ডু বিমান চলাচল শুরু হলে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসার ঘটবে বলে মনে করছে পর্যটন মহল। পাশাপাশি গড়ে উঠতে পারে বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিট। সিআইআই-এর ট্যুরিজম চেয়ার সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'বাগডোগরা থেকে কাঠমান্ডু এবং ঢাকা বিমান চলাচলের দাবি দীর্ঘদিনের। এই রুটগুলি চালু হলে সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যাতায়াত বৃদ্ধি পাবে। সীমান্তপারের পর্যটনের নতুন দরজা খুলবে।'



■ বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের আগেই চালু হতে পারে নতুন বাগডোগরা-কাঠমান্ডু বিমান পরিষেবা

■ নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন বালেন্দ্র শাহ

■ বিমান পরিষেবাটি চালু হলে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসার ও বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা

প্রয়াত ফোসিনের সাধারণ সম্পাদক

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থবেঙ্গলের (ফোসিন) সাধারণ সম্পাদক, সিপিএমের সদস্য বিশ্বজিৎ দাস প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মঙ্গলবার রাত ৮.০৮ মিনিট নাগাদ বাড়িতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। দ্রুত তাঁকে কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বণিক মহলে অতিপরিচিত বিশ্বজিৎ দাসের মৃত্যুর খবরে সর্বত্র শোক নেমে এসেছে।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তারা নার্সিংহোমে যান। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, এক পুত্রবধূ এবং নাতিকে রেখে গেলেন তিনি। তিনি শিলিগুড়ির উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি একসূত্রে বাঁধার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। এর পাশাপাশি তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'স্টেডিয়াম তৈরির সময় সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলে বিশ্বজিৎ ৪০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিল। সেই জন্য স্টেডিয়ামের একপ্রান্তের নামকরণ ফোসিন গেট করা হয়েছে।' শুধু স্টেডিয়ামই নয়, শিলিগুড়ির সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন অশোক।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে মরদেহ নার্সিংহোমেই রাখা হবে। বুধবার সকাল ১০টায় মরদেহ প্রথমে তাঁর হাকিমপাড়ার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে রেডক্রস হয়ে বিধান রোডে ফোসিন অফিসের সামনে যাবে। সেখানেই বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের তরফে তাঁর মরদেহে শেষশ্রদ্ধা জানানো হবে। এরপর সিপিএমের জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন হয়ে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। বিশ্বজিৎ দাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি। সংগঠনের সভাপতি সনৎ ভৌমিক বলেছেন, উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বজিৎ নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

প্রেমের টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি, ফিরলেন বধূ

বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : এক বছর ধরে ফেসবুক মেসেঞ্জারে আলাপ, পরে প্রেম। সেই টানে স্বামী, ৬ এবং ১৪ বছরের দুই ছেলে, শ্বশুর-শাশুড়িকে ছেড়ে বাগডোগরা থানা এলাকার ৩৩ বছরের এক গৃহবধূ গত ৪ নভেম্বর অবিবাহিত এক তরুণের সঙ্গে এনজেপি থেকে তামিলনাড়ু পাড়ি দেন। সেখানে নতুন সংসারও পাতেন তাঁরা। তবে তা বেশিদিন টেকেনি। সোমবার বাগডোগরা থানার পুলিশ দুজনকে বিমানে বাগডোগরায় ফিরিয়ে আনে। ওই তরুণীকে বুঝিয়ে স্বামীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় অপহরণের মামলা রুজু হয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠান।

পুলিশ ও তরুণীর পরিবার সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা ওই অভিযুক্ত তরুণ তামিলনাড়ুর ইরোড জেলার লক্ষ্মীনগরে একটি কারখানায় কাজ করতেন। মাসখানেক আগে ফালাকাটায় দুজনের একবার দেখা হয়। ৪ নভেম্বর সকাল ৬টায় প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এনজেপি পৌঁছান তরুণী। ওই তরুণ তামিলনাড়ু থেকে সকাল ৮টায় সেখানে আসেন।

স্বামী বাগডোগরা থানায় অভিযোগ জানান। তরুণীর ফোন বন্ধ ছিল। অভিযুক্ত তরুণের নম্বরও জানা ছিল না। তাই তদন্তে প্রথমে হদিস পাচ্ছিল না পুলিশ। ওই তরুণ একবারই ফোন করেছিলেন। সেই ফোন স্বামীর সন্দেহের বাইরে ছিল। সূত্রে টাওয়ার লোকেশন পরীক্ষা করে তামিলনাড়ুর হদিস পায় পুলিশ। তিন পুলিশকর্মী, তরুণীর স্বামী, ছ'বছরের ছেলে, মা ও ভাইকে নিয়ে এএসআই বিশাল রায় বিমানে তামিলনাড়ু যান। ট্রানজিট রিমান্ডে সোমবার ওই তরুণী ও অভিযুক্ত তরুণকে বিমানে বাগডোগরায় ফিরিয়ে আনা হয়।

নতুন পদাধিকারী

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : বিধানসভাভিত্তিক ইনচার্জ এবং আহ্বায়ক ঘোষণা করতে চলেছে বিজেপি। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফে বিধানসভার এই পদগুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। দলীয় সূত্রের খবর, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার আহ্বায়ক করা হতে পারে জেলার সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মাকে। ওই বিধানসভার ইনচার্জ থাকবেন নান্টু পালই। তিনি আগে থেকেই এই দায়িত্বে ছিলেন।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার আহ্বায়ক পদে দলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক কাঞ্চন দেবনাথকে নিয়ে চর্চা চলছে। সেখানকার ইনচার্জ করা হতে পারে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মাধবী মুখোপাধ্যায়কে। শিলিগুড়ি বিধানসভার ইনচার্জের দায়িত্বে চর্চা চলছে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত গৌতমের নাম নিয়ে। আবার পরক্ষণেই বলা হচ্ছে, সেখানকার ইনচার্জের দায়িত্ব কোনও এক মহিলা নেত্রীকে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বুধবার দলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামগুলি ঘোষণা হতে পারে বলে এক জেলা নেতা জানিয়েছেন।

উদ্ধার নাবালিকা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ট্রেনে করে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার আগেই শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ৯ নভেম্বর মুনি চা বাগানের বড়া লাইন এলাকা থেকে ১৭ বছরের ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৬ নভেম্বর তাকে উদ্ধার করা হয়। নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিই তাকে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

বৃদ্ধাকে দিয়ে গাঁজা পাচার

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর : পুলিশের সন্দেহ এড়াতে মাদক পাচারে এবার নতুন ফন্দি আঁটছে কারবারিরা। শিলিগুড়ির এক ৬৯ বছর বয়সি বৃদ্ধাকে গাঁজা পাচারে 'ক্যারিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করার চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬৯ বছর বয়সি শিলিগুড়ির বাসিন্দা আরতি চৌধুরী। মঙ্গলবার ধৃতকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'গাঁজা সহ মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের নিয়মিত অভিযান চলছে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ওয়ার্কশপের সামনে থেকে ওই বৃদ্ধাকে আটক করে পুলিশ। তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করে দুই কেজিরও বেশি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। এই গাঁজা শিলিগুড়িতে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কোচবিহারকে করিডর বানিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গাঁজা সহ অন্যান্য মাদক কারবারের একাধিক চক্র সক্রিয় রয়েছে।

বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর : টোটোয় করে চোলাই পাচারের আগে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। প্রায় ২০ লিটার চোলাই সহ দুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে ধরে মেডিকেল কলেজ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ ফিরোজ। তাঁর বাড়ি ঠিকনিকাটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচারের উদ্দেশ্যে মাটিগাড়া থেকে কাওয়াখালি এলাকায় ওই চোলাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

অন্যদিকে, কালিয়াচকের সাহবাজপুরে মঙ্গলবার ২৬৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ মিসবাউল হোসেনকে (২৮) গ্রেপ্তার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ধৃত মিসবাউলের কালিয়াচক থেকে মাদক সংগ্রহ করে শিলিগুড়িতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান শিলিগুড়ির এসিপি অনির্বাণ মজুমদার।

দায়িত্বে দীপা

রায়গঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : উত্তরাখণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারপার্সন মনোনীত হলেন দীপা দাশমুন্সি। সোমবার এআইসিসির তরফে পাঁচটি রাজ্যের কংগ্রেসের স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকায় উত্তরাখণ্ডের স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে দীপা দাশমুন্সির নাম রয়েছে।

শুটিংয়ে গিয়ে গ্যাংটকে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : গ্যাংটকে সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল টলিউডের এক টেকনিসিয়ানের। মৃতের নাম পিন্টু মণ্ডল (৪৬)। কলকাতার কুঁদঘাটের আনন্দপল্লির বাসিন্দা পিন্টু ওই ছবির লাইট বয় হিসেবে কাজ করছিলেন। শুটিংয়ের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খাদে পড়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় পিন্টু এবং তাঁর সহকর্মী বাবর আলি মোল্লাকে গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় ২৪ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পরে মঙ্গলবার সকালে পিন্টুর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় বাবরের হাত ভেঙেছে। ছবির নির্মাতা সংস্থা মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। মুম্বইয়ের ম্যাডক ফিল্মসের 'মিশন মির্চি' ছবির শুটিং চলছে গ্যাংটক ও সংলগ্ন এলাকায়। কুণাল দেশমুখ পরিচালিত ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন বিজয় বর্মা ও জয়দীপ আহলাওয়াত। ১৫ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সিকিমের গ্যাংটক এবং আশপাশের এলাকায় শুটিংয়ের কথা রয়েছে। এই শুটিং ইউনিটে আলোর কাজের দায়িত্বে ছিলেন পিন্টু। জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল থেকেই গ্যাংটকে শুটিং শুরু হয়। এক শুটিংস্থল থেকে অন্য শুটিংস্থলে যাওয়ার জন্য পিন্টু ও তাঁর এক সহকর্মী একটি ছোট গাড়িতে ওঠেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়। গুরুতর জখম দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার পরেও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত শুটিং চলেছে বলে খবর। এমনকি পিন্টুর মৃত্যুর পরেও শুটিং চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় টলিপাড়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজক সংস্থার কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

দখল করে বিক্রি

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, জমি বিক্রি নিয়ে এর আগে একদিন ঝামেলা হয়েছিল। পুলিশ, বন দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সব দেখে তাঁরা ফিরে আসার পর ফের জমি দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির বড় মাপের নেতাদের একাংশ এই চক্রে যুক্ত থাকায় প্রশাসনও পিছিয়ে যাচ্ছে বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, 'সরকারি জমি কোনওভাবে বেহাত হতে দেওয়া হবে না। কে বা কারা এসব করছে জানি না। আমরা দ্রুত এলাকায় গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

ব্রাত্যর উড়ান

প্রথম পাতার পর

এই অভিযোগের ভিত্তিতেই ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁর আয়ের উৎস এবং দপ্তরের বিভিন্ন ফাইল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনায় রাজ্যের দুই প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রীর জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ এখন রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয়। মনে করা হচ্ছে, প্রশাসনের কোনও স্তর থেকে হয়তো ব্রাত্য আগাম সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন।

ফলে ইন্দ্রনীল পুলিশি হেপাজতে বসে যখন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অন্ধকার দিকটি দেখছেন, তখন ব্রাত্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধুরন্ধর বুদ্ধির জোরে আপাতত পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। বিদেশে বসে তিনি নিজেকে কতটা সুরক্ষিত মনে করছেন, তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এত বড় অভিযোগ নিয়ে ব্রাত্য বা ইন্দ্রনীল- কেউই এখনও পর্যন্ত নিজেদের স্বপক্ষে কোনও সাফাই দেননি।

রাজ্য পুলিশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, বিদেশে পাড়ি দেওয়া এই প্রভাবশালী নেতাকে আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা। তদন্তকারীরা কি ব্রাত্যর নিজের ইচ্ছায় দেশে ফেরার অপেক্ষায় থাকবেন, নাকি প্রশাসন তাঁকে ফেরাতে আইনি পথে হাঁটবে- সেটাই এখন দেখার।

চ্যালেঞ্জের মুখে ঋতব্রত

প্রথম পাতার পর

যেভাবে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে হয়তো রাজনীতিটাই আমি করতে পারব না, আমার জীবনের আশঙ্কা বোধ করছি।' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে কার্যত সাবিনার আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবিতে সিলমোহর পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মঙ্গলবার বলেন, 'সাবিনা ইয়াসমিন প্রমাণ করলেন, আমাদের দেশে এখনও গণতন্ত্র আছে, বাকস্বাধীনতা রয়েছে। যে কারণে এসব কথা উনি বলতে পারছেন। ওঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ওঁর জন্য লাল গোলাপ।' অন্যদিকে মমতা শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষের ভাষায়, 'সাবিনাদি বর্ষীয়ান নেত্রী। উনি মনের কথা বলেছেন। আমরা তো বরাবরই বলে আসছি ওঁরা (ঋতব্রতরা) বিজেপির বি-টিম হিসেবে কাজ করছেন, ওঁরা গদ্দার। ওঁদের গ্রহণযোগ্যতা নেই।'

সাবিনার কথাতেও কুণালের সুর। সুজাপুরের বিধায়কের কথায়, 'আমি কাঠের পুতুল হয়ে বাঁচতে চাই না। আমরা বিজেপি বিরোধী হিসেবে মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলাম। এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কি সেই অবস্থানে আছেন? সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমরা বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওঁরা নিজেদের ঋতব্রত-তৃণমূল বানিয়ে ফেলেছেন।'

এর আগেও সাবিনাকে মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনআইএ ডেকেছিল। তিনি তখন তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে হাজিরও হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। তৃণমূল জমানার মন্ত্রীর কথায়, 'এর আগে এনআইএ দপ্তরে যা প্রশ্ন করেছে, সমস্ত কিছু বলে দিয়েছি। তারপরেও কেন ডাকা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না।'

সাবিনার স্বামী মেহেবুব আলম বলেন, 'ঘটনার দিন আমি কোথায় ছিলাম, মোবাইল লোকেশনে তা দেখার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। কারণ, ওইদিন আমি কালিয়াচকেই ছিলাম না। প্রশাসনিক কাজে মালদা শহরে ছিলাম। অথচ আমাকেও আবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'



কার্তিক সংক্রান্তিতে ভূত তাড়ানোর উৎসবে মেতেছে খুদেরা। কোচবিহারের ফুলবাড়িতে। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

বাতাসা তত্ত্বে নিহতরা কেন শুধু গরিব

প্রথম পাতার পর

আজকের চিত্রনাট্যে নিহত সবাই কিন্তু গরিব। হতভম্ব পরিবারকে দিয়ে যা খুশি বলানো, করানো অনেক সোজা।

বিজেপি এখন রাজ্যে বিনোদনের পর্যায়ে চলে গিয়েছে মন্ত্রীদের নানা হাস্যকর কথাবার্তার ফলে। নেতাদের বিরোধও স্পষ্ট দিনের আলোর মতো। বিজেপি সমর্থকরা স্যালুট করতে পারেন এই এনকাউন্টারকে। শুধু এই ইস্যুতে অন্তত শুভেন্দু-দিলীপ-সুকান্ত এক কথা বলছেন। শমীক কী বলছেন, এটা যদিও বোঝা যায়নি। তবে এটুকু জানি, ভোটের আগে নির্বাচনি সভায় এঁরা কখনও বলেননি, আমরা এলে এমন গণ এনকাউন্টার হবে।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'বুড়ঢা মিল গয়া' ছবিতে এক বৃদ্ধ সব অপরাধীকে খুন করত। অথচ তাঁকে যারা সন্দেহ করত, সবাই মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এসে দেখত বৃদ্ধ তাঁর ঘরে দিব্যি খাম্বাজ রাগে আরডি বর্মনের সুরে ভজন গাইছে— আয়ো কঁহা সে ঘনশ্যাম। আমাদের বাঙালিদের হয়েছে সেই দশা। এনকাউন্টার হঠাৎ হল কেন, প্রশ্ন যখন তোলপাড়, তখন সেখানে কোথাও দিব্যি সংকীর্তন হচ্ছে— লুট পড়েছে লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা, চিনির সন্দেশ গোলবাতাসা মন্ডা জোড়া জোড়া।

এবার সংকীর্তন থামিয়ে আদালতের কথা বলা যাক। অভিযুক্ত যত ঘৃণ্যই হোক, তার বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকারও আছে। কিন্তু আত্মরক্ষা আর শাস্তিদান এক নয়। বাংলার সাম্প্রতিক পাঁচটি ঘটনায় পুলিশের আহত হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, পুলিশকর্মীর মৃত্যুর খবর নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর বার্তার পাশাপাশি তাই স্বাধীন তদন্তের দাবিও জরুরি। নইলে তদন্তকারী, সাক্ষী ও বিচারক, তিনটি পদই এক দপ্তরে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা।

পুলিশের বড়কর্তারা বলে থাকেন, এক অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখলে আরও অনেক অপরাধীকে ধরার সম্ভাবনা থাকে। এক অপরাধীকে মেরে ফেললে আরও প্রচুর অপরাধী তথ্যের অভাবে বেঁচে যেতে পারে। কে শোনে কার কথা! সবাই তো যোগী হতে চায়, কেউ যোগী হয়, কেউ হয় না।

প্রশ্ন হল, যোগী আদিত্যনাথ এনকাউন্টার গণহারে চালু করার পরে কি উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে? যোগীর আমলে ৩১৬ নিহত হয়েছে এনকাউন্টারে। তার মধ্যে ১১০ জন মুসলিম, অর্থাৎ প্রায় ৩৫ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় ২০ শতাংশ। এই অসামঞ্জস্য নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অবশ্য দাবি করেছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই গুলি চালানো হয়েছে। আর একটা তথ্য। ২০২৪ সালেও উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে ৬৬,৩৯৬টি অপরাধের মামলা এবং তপশিলি জাতির মানুষের বিরুদ্ধে ১৪,৬৪২টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই সংখ্যার বিচারে উত্তরপ্রদেশ দেশের শীর্ষে ছিল।

এই অভিনব 'প্রশাসনিক দর্শনের' ইতিহাস কিন্তু বাংলায় শুরু হয়নি। আধুনিক ফেক এনকাউন্টারের ঐতিহাসিক পূর্বসূরি খুঁজতে গে

মাহি যুগের অবসান, এবার মেন্টরের ভূমিকায়

চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর : কয়েক বছর ধরে প্রশ্নটা ধাওয়া করছিল।

অবশেষে মঙ্গলবার যার উত্তর মিলল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অনেক আগেই বিদায় জানিয়েছিলেন। এবার আইপিএলকেও 'আলবিদা'। ৭ নম্বর হলুদ জার্সিতে মেগা লিগের বাইশ গজে আর দেখা যাবে না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। স্মৃতির পাতায় জায়গা নিচ্ছে হেলিকপ্টার শট, উইকেটের পিছন থেকে ঠান্ডা মাথায় দলকে জয়ের রসদ জোগানোর বহু চেনা দৃশ্য।

২০২৬ সালের মেগা লিগে একটা ম্যাচেও মাঠে নামেননি। বয়সের চাপ, ফিটনেসে টান। বিদায়ের ইঙ্গিত থাকলেও অবসর নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করে রেখেছিলেন। প্রশ্নটাকে বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অবশেষে আজ সেই পর্দাটা সরে গেল। চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষকে ভিডিও কলেই জানিয়ে দেন, ক্রিকেটারদের ছেড়ে দেওয়ার তালিকায় যেন তাঁর নাম রাখা হয়। মাহির যে সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে সিএসকের বিবৃতি-ক্রিকেটার হিসেবে নয়, আগামী আইপিএলে মেন্টরের ভূমিকা সামলাবেন ধোনি।

যে ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে ইতি ক্রিকেটার ধোনি-সিএসকে-র রঙিন গাঁটছড়ায়। ১৯ মরশুমের বর্ণময় আইপিএল সফর (২০১৬, ২০১৭ রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলেন) শেষে হলুদ জার্সি তুলে রাখলেন বছর পঁয়তাল্লিশের মাহি। থেমে গেল প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে খেলোয়াড় ধোনির উজ্জ্বল সফরও। যার শুরুটা হয় ঝাড়খণ্ডের হয়ে ১৯৯৯-'০০ মরশুমে। ২০২০ সালের ১৫ অগাস্ট ছোট্ট ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়েছিলেন। আজ আইপিএলের বিদায়পর্বের আবেগ উসকে দিয়ে ফের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট। ভিডিওয় ক্রিকেট কেরিয়ারের একঝাঁক ছবির কোলাজ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শচীন তেন্ডুলকার, যুবরাজ সিং, রবীন্দ্র জাদেজা থেকে আইপিএল সতীর্থ স্টিফেন ফ্লেমিং, ডোয়েন ব্রাভো, সুরেশ রায়না-কাউকেই রাখতে ভোলেননি। পোস্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে মুকেশের বিখ্যাত গান-'ম্যায় পল দো পল কা শায়র হুঁ...'। সঙ্গে সমর্থকদের প্রতি মাহির বক্তব্য, 'ভক্তরা আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে। আর তা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো গান আর হতে পারে না। হয়তো দুইটি সংস্করণ তৈরিই করা হয়েছে, যাতে আমি ভুল করতে পারি এবং তারপর তা স্বীকারও করে নিতে পারি।'

মঙ্গলবার ছিল আইপিএল রিটেনশন তালিকা প্রকাশের শেষ দিন। চূড়ান্ত সময়সীমা পেরোনোর আগেই 'মাহি বিদায়'। বিবৃতিতে সিএসকে জানায়, 'চেন্নাই সুপার কিংসের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। অসংখ্য জয়, সাফল্য, চ্যালেঞ্জ এবং অজস্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবে। সিএসকে-কে গর্বিত করা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি-চেন্নাই চিরকাল ওর ঘর হয়েই থাকবে।' ২০২১ টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলেরও মেন্টর ছিলেন। এবার ২০২৭ আইপিএলে হেড কোচ জাহির খানের নেতৃত্বাধীন সাপোর্ট স্টাফ টিমের সঙ্গে কাজ করবেন প্রিয় সিএসকে-কে যষ্ট খেতাব এনে দেওয়ার লক্ষ্যে।

২০০৮ সালে আইপিএলের শুরুর লগ্ন থেকে সিএসকের মুখ মাহি। দলকে এনে দিয়েছেন পাঁচ-পাঁচটি আইপিএল খেতাব (২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩)। দুইবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাবও (২০১০ ও ২০১৪) জিতেছেন। দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৭২টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ৫,৪৩৯ রান। মেগা আসরে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক জয়ের নজিরও তাঁর দখলে।

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে মাহি-মগজাস্ত্র, সিএসকে এবং ধোনির সমার্থক হয়ে ওঠা। সিএসকে-র কর্ণধার নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন বলেছেন, 'এমএস ধোনি ছাড়া সিএসকে হয় না। জয়, পরাজয়, সাফল্য, ব্যর্থতা-সবকিছুর মাঝে প্রায় দুই দশক ধরে পরস্পরের হাত ধরে হেঁটেছি আমরা। কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলিনি। আস্থার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল এই বর্ণময় সফর।'

২০০৭ সালে ধোনির নেতৃত্বে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়। তরুণ অধিনায়কের ওপর বাজি ধরেন শ্রীনি। পুরোনো স্মৃতি উসকে নিয়ে এদিন আরও বলেছেন, 'এটাই আমার নেওয়া সেরা সিদ্ধান্ত। সিএসকে-র হয়ে ও যেসব সাফল্য পেয়েছে, শুধু তার জন্যই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হিসেবে ওকে পাওয়া। সিএসকের পরিচয়ে চিরকাল থাকবে ধোনি। এটাই ওর ঘর, পরিবার।'

ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম মালিক রুপা গুরুনাথ বলেছেন, 'ওর মতো খেলোয়াড় জীবনে একবারই আসে। আমরা ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ, শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ধোনি। এবার মেন্টর হিসেবে সিএসকে পরিবারের সঙ্গে থাকবেন। ওর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আমাদের কাছে অমূল্য। দলে একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার। পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুলতে মাহির দিকনির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ। মেন্টর হিসেবে সিএসকে স্বাগত।'

মাহির অবসরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রুপা আরও বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে দেখা হয়। তখনই বলে খেলবে কিনা নিশ্চিত নয় ও। শনিবার প্লেয়ার রিলিজ নিয়ে আলোচনায় বসেছিলাম। ক্রিকেট সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয়ে কথাও হয়। সবশেষে কাশী বিশ্বনাথন (সিইও) কাদের ছাড়া হচ্ছে, সেই নামগুলি পড়তে থাকে। তার মাঝেই এমএস বলে ওঠেন 'সম্ভবত ওই তালিকায় আমার নামটাও জুড়ে দিতে পার।' ওর এই কথা বলার পরপরই আশ্চর্যজনকভাবে ভিডিও কল কেটে যায়। ফের ওকে ফোন করি। বলি, তোমার না খেলার সিদ্ধান্ত ইন্টারনেটও মানতে পারছে না।'



> এটাই আমার নেওয়া সেরা সিদ্ধান্ত। সিএসকে-র হয়ে ও যেসব সাফল্য পেয়েছে, শুধু তার জন্যই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হিসেবে ওকে পাওয়া। সিএসকের পরিচয়ে চিরকাল থাকবে ধোনি। এটাই ওর ঘর, পরিবার।
>
> **-নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন**
> ২০০৮ সালে ধোনিকে চেন্নাই সুপার কিংসে নেওয়া প্রসঙ্গে

'ভক্তরা আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে...'

> ভক্তরা আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে। আর তা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো গান আর হতে পারে না। হয়তো দুটো সংস্করণ তৈরিই করা হয়েছে, যাতে আমি ভুল করতে পারি এবং তারপর তা স্বীকারও করে নিতে পারি। **-মহেন্দ্র সিং ধোনি**

সংখ্যায় মাহি

৫ অধিনায়ক হিসেবে পাঁচটি আইপিএল জিতেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রোহিত শর্মার সঙ্গে যা যুগ্ম সর্বাধিক।

১০ চেন্নাই সুপার কিংসকে সর্বাধিক ১০ বার আইপিএল ফাইনালে তোলার কৃতিত্ব রয়েছে ধোনির।

১২ ধোনির নেতৃত্বে সিএসকে সর্বাধিক ১২ বার আইপিএলে প্লে-অফে উঠেছে।

১ ধোনি প্রথম অধিনায়ক যিনি পরপর দুইবার আইপিএল জিতেছেন।

২০৫ আইপিএলে ধোনির শিকারের সংখ্যা। যা উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক।

২৭২ আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের প্লেয়ার হিসেবে সর্বাধিক ২৭২টি ম্যাচ খেলেছেন।

২ সিএসকে-র অধিনায়ক হিসেবে দুইবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন ধোনি। যা অধিনায়কদের মধ্যে সর্বাধিক।

১৩৬ আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ১৩৬টি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড রয়েছে মাহির।

৫৩১৪ সিএসকে-র জার্সিতে ধোনির রানসংখ্যা। যা এই ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৬ কোটি ২০০৮ সালের নিলামে ধোনিকে প্রায় ৬ কোটি টাকায় কিনেছিল সিএসকে। যা ছিল সেই সময়ে কোনও ক্রিকেটারের সর্বাধিক দাম।

'ধোনিহীন আইপিএল আগের মতো থাকবে না'

আবেগে ভাসছে ক্রিকেট মহল

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : প্রচার ছাড়াই কীভাবে সরে যেতে হয়, আরও একবার দেখিয়ে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৬ বছর আগে স্বাধীনতার দিবসের দিনে ছোট্ট ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ইতি টেনেছিলেন আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে। আইপিএল-কে গুডবাই জাননোর সিদ্ধান্ত সিএসকে-কে জানান ভিডিও কলে! আর মঙ্গলবার সমর্থকদের জন্য ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ছোট্ট ভিডিও।

ব্যাস ওইটুকুই। বাড়তি কোনও আবেগ নয়। বরাবরের মতো ঠান্ডা মাথায় নিজেকে সংযত রেখে কেরিয়ারের অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত। যদিও চেন্নাই সুপার কিংসের ঘোষণার পরপর মাহি আবেগে ভাসছে ক্রিকেট মহল। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। বোঝার উপায় নেই এই মানুষটি ৬ বছর আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। গতবার আইপিএলে একটা ম্যাচেও মাঠে নামেননি!

ইরফান পাঠান
একজন লিডার, ফিনিশার এবং এমন একজন মানুষ, যিনি প্রবল চাপের মুখেও অসম্ভব শান্ত থাকতে পারেন! ভারতীয় ক্রিকেটকে প্রভাবিত করা অন্যতম চরিত্র। তোমার অভিজ্ঞতা, ক্রিকেট জ্ঞান আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শিখর ধাওয়ান
অবিশ্বাস্য ক্রিকেট জার্নি। তোমার ঠান্ডা মাথায় নেতৃত্ব বরাবর প্রভাব ফেলেছে। অনুপ্রাণিত করেছে নতুন প্রজন্মকে। সুপার কিংসে নতুন ভূমিকার জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।

রুতুরাজ গায়কোয়াড়
২০১৯ সালে সিএসকে-তে যোগ দেওয়ার পর তোমাকে দেখে শিখেছি 'সিম্পলিসিটি' কথার যথার্থ অর্থ কী। আমার জন্য যা বিরাট শিক্ষা। তোমার সঙ্গে সাজঘরে থাকা, বাইশ গজে কাটানো মুহূর্তগুলি স্বপ্নের মতো। চিরকাল আমাদের থালা, অধিনায়ক, লিডার হয়ে থাকবে। সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞ থাকব মাহিভাই।

যুযবেন্দ্র চাহাল
অভিষেক ম্যাচে ভারতীয় দলের ক্যাপ মাহিভাই আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। ওর পরামর্শ, অভিজ্ঞতা অমূল্য।

আকাশ চোপড়া
যুগের সমাপ্তি। ধোনিকে ছাড়া আইপিএল আর আগের মতো থাকবে না।

রবীন্দ্র জাদেজা
৮-এর পক্ষ থেকে ৭-এর প্রতি চিরকালীন শ্রদ্ধা (নিজেদের জার্সি নম্বর উল্লেখ করে)।

ডোয়েন ব্রাভো
খুব শীঘ্রই দেখা হবে। আমার ভাই।

মহেন্দ্রবাবুর সাম্রাজ্য

অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল জয় **৫**

আইপিএল ফাইনাল **১০**

প্লে-অফে **১২**

সিএসকে অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল ম্যাচ **২২১**

সিএসকে অধিনায়ক হিসেবে ম্যাচ
(সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে)
২৪৪

জয় **১৪৫**। হার **৯৬**
টাই **১**। নো রেজাল্ট **২**

জয়ের শতাংশ : **৫৯.৪২**

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০ ট্রফি **২**

আইপিএল খেতাব
২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০
২০১০, ২০১৪



অনুশীলনের মাঝে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে আলোচনায় জসপ্রীত বুমরাহ। ওয়েলিংটনে মঙ্গলবার।

চোট, টেস্টে নেই স্যান্টনার

ওয়েলিংটন, ১৭ নভেম্বর : ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামার আগে জোরদার ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। হাতে চোটের কারণে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন সাদা বলে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের তরফে আজ এই খবর জানানো হয়েছে। স্যান্টনারের পরিবর্ত হিসেবে নিউজিল্যান্ড টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন ডিন ফক্সক্রফট। দিন কয়েক আগে বে ওভালের মাঠে একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিংয়ের বাউন্সারে হাতে চোট পেয়েছিলেন সাদা বলের কিউয়ি অধিনায়ক। পরে সেই চোট নিয়েই বাকি ম্যাচ খেলেন তিনি। পরে স্ক্যানের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, হাতের কবজিতে চিড় ধরেছে স্যান্টনারের।

টেস্ট সিরিজ শুরুর মাত্র দুই দিন আগে অভিজ্ঞ স্যান্টনারের ছিটকে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই নিউজিল্যান্ড দলের জন্য ধাক্কা, স্বীকার করে নিয়েছেন রাচিন রবীন্দ্র। চোটের কারণে রাচিন একদিনের সিরিজে খেলতে পারেননি। সম্প্রতি ফিট হয়ে টেস্টের স্কোয়াডে ফিরেছেন কিউয়ি ব্যাটার রাচিন। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাচিন বলেছেন, 'মিচেলকে আমরা মিস করব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা টেস্ট সিরিজে কাজে লাগতে পারত। এখন সেটা আর হবে না।' স্যান্টনারের বদলি হিসেবে নিউজিল্যান্ড টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়া ফক্সক্রফট রাচিনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। এমন বন্ধুকে টেস্ট স্কোয়াডে পেয়ে আপ্লুত কিউয়ি ব্যাটার।

চার পেসারে খেলার ইঙ্গিত শুভমানের

ওয়েলিংটন, ১৭ নভেম্বর : মেঘে ঢাকা আকাশ। দোসর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে রয়েছে হাওয়ার দাপটও।

সবুজ মাঠ। ঘাসে মোড়া আউটফিল্ড। আর মাঠের আউটফিল্ডের চেয়েও বেশি ঘাস বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে। পিচ ও আউটফিল্ড আলাদা করাই যাচ্ছে না।

ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের মাঠের এমন বাইশ গজ দেখে অনেকেই অবাক। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে এমন গ্রিন টপ পিচ। আর এখানেই বৃহস্পতিবার থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। টি২০ ও একদিনের সিরিজ জেতার পর শুভমান গিলের ভারত এখন লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই বেসিন রিজার্ভের মাঠে শেষ পর্বের মহড়া চলছে টিম ইন্ডিয়ার। দিন কয়েক আগে টেস্টের অনুশীলন শুরুর সময় ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিরা ভেবেছিলেন, পিচে সবুজের সমাহার কিছুটা কমবে। বাস্তবে এখনও তেমন কিছু ঘটেনি। মঙ্গলবার ওয়েলিংটনে বেসিন রিজার্ভের মাঠে দুপুরের দিকে অনুশীলন ছিল টিম ইন্ডিয়ার। মূল পিচের পাশে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরা দীর্ঘসময় বোলিং অনুশীলন করেছেন। লোকেশ রাহুল, অধিনায়ক শুভমান, যশস্বী জয়সওয়ালরাও ব্যাটিং চর্চা সেরেছেন। অনুশীলনের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার প্রায় সব সদস্যের নজর ছিল ঘাসে মোড়া বাইশ গজের দিকে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
প্রথম টেস্ট শুরু কাল
সময় : রাত ৩.৩০ মিনিট
স্থান : ওয়েলিংটন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

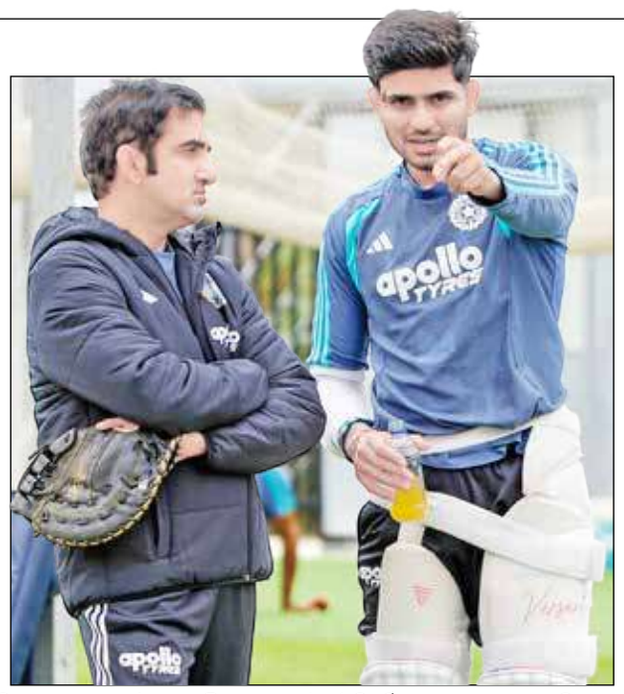
> **আমাদের সাতজন ব্যাটার থাকবে। আট ও নয় নম্বরে অংশুল কম্বোজ ও আকাশ দীপ রয়েছে। ওরা কিছুটা ব্যাটিং করতে পারে। নীতীশও ব্যাটিং করতে পারে। আমাদের দেখতে হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে নিজেদের মেলে ধরা যায়।**
>
> **-শুভমান গিল**

ওয়েলিংটন টেস্টের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। সাধারণত এমন পিচে একটা দলের কম্বিনেশন যেমন হতে পারে, শুভমানরা তেমনই ভাবছেন। আজ অনুশীলন শেষে নিউজিল্যান্ডের সময় বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, চার পেসার নিয়ে খেলার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে ভারত। সরাসরি চার জোরে বোলার নাকি তিন পেসারের সঙ্গে অলরাউন্ডার হিসেবে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে, ভারত অধিনায়ক শুভমান সেটা খোলসা করে বলেননি। শুভমানের কথায়, 'প্রথম একাদশ নিয়ে ভালোরকম চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে আমাদের। একদিনের সিরিজে পেসাররা ভালো পারফর্ম করেছে। তবে চূড়ান্ত দল কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি আমরা। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই চার পেসার নিয়ে খেলব।'

লাল বলের টেস্টে প্রস্তুতির শেষ পর্বে এখন টিম ইন্ডিয়া। আর কয়েক ঘণ্টা পরই শুরু হয়ে যাবে টেস্টের যুদ্ধ। আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়েও চলছে চর্চা। অধিনায়ক শুভমান বলছেন, 'আমাদের সাতজন ব্যাটার থাকবে। আট ও নয় নম্বরে অংশুল কম্বোজ ও আকাশ দীপ রয়েছে। ওরা কিছুটা ব্যাটিং করতে পারে। নীতীশও ব্যাটিং করতে পারে। আমাদের দেখতে হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে নিজেদের মেলে ধরা যায়।' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্টে ভারতীয় বোলিংয়ের নেতা নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ। তাঁর সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, অংশুল, গুরনুর ব্রার, প্রসিধ কৃষ্ণারাও রয়েছেন। কেমন হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার পেস আক্রমণ? দলের অন্দরের খবর, বুমরাহর সঙ্গে আকাশ-প্রসিধের থাকা প্রায় নিশ্চিত। নীতীশকে খেলানো নিয়ে আলোচনা চলছে। জানা গিয়েছে, আগামীকাল সকালে বেসিন রিজার্ভের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের পরই হয়তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

বেসিন রিজার্ভে গ্রিন টপ

একমাত্র স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজার প্রথম একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত। ধ্রুব জুরেল ও ঋষভ পন্থ-শেষ পর্যন্ত কাকে খেলানো হবে, তা নিয়েও দলের অন্দরে প্রবল চর্চা চলছে। অধিনায়ক শুভমান আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পুরো দল খোলসা না করলেও বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে আমরা। বল হাতে বুমরাহর পাশে হিট দ্য ডেক ধরনের বোলার চাইছি আমরা। সঙ্গে দলের বাকি বিভাগগুলোয় যেন আদর্শ কম্বিনেশন তৈরি করা যায়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।'



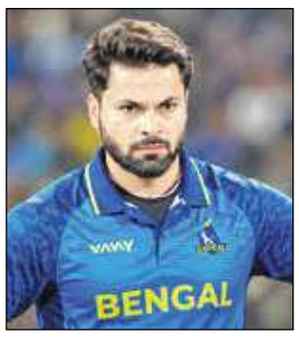
প্রস্তুতির মাঝে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছেন শুভমান গিল।

সকালের শিশির নিয়ে চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম বাংলা। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে লজ্জার হার দিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ অভিযান শুরুর পর গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় পেয়েছেন অভিষেক পোড়েলরা। বুধবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচ অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। তার আগে মঙ্গলবার পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। আর সেই বিশ্রামের মাঝে আগামীকাল অনুকূল রায়ের ঝাড়খণ্ড ম্যাচের পরিকল্পনা হল। সেই পরিকল্পনার নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে সকালের শিশির। আগামীকাল বাংলা বনাম ঝাড়খণ্ড ম্যাচ শুরু সকাল ৯টায়। ফলে সেই সময় উইকেটে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকবে, মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। যদি টসে হেরে ব্যাটিং করতে হয়, তাহলে কী ব্যাটাররা সফল হবেন? এমন প্রশ্ন ঘুরছে বাংলা দলের অন্দরে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অবশ্য পজিটিভ ভাবনায় বিশ্বাসী। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ বলছিলেন, 'সকাল নয়টায় খেলা শুরু। ফলে পিচে বোলারদের জন্য বাড়তি কিছু থাকবেই। তাই আমাদেরও একটু বেশিই সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে।'

গতকালের চণ্ডীগড় ম্যাচে ব্যাট হাতে রান পেয়েছিলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক। আজ সন্ধ্যার দিকে আইপিএল রিটেনশন তালিকা সামনে আসার পর দেখা গিয়েছে, অভিষেককে ছেড়ে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ফলে বাংলার ওপেনার স্বাভাবিকভাবেই হতাশ। বল হাতে গতকালের ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে বাংলার জয় নিশ্চিত করেছিলেন মুকেশ কুমার। অভিষেক-মুকেশদের আগামীকালও দুর্দান্ত কিছু করতে হবে। পাশাপাশি বাংলা দলের অন্দরের খবর, আগামীকাল ঝাড়খণ্ড ম্যাচে বাড়তি একজন স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়াস রায় বর্মন অথবা অখিলেশের মধ্যে কোনও একজন খেলতে পারেন বলে খবর। বাংলার কোচের কথায়, 'আমরা প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করিনি এখনও। যেহেতু সকালে খেলা, তাই কাল পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব।' এদিকে, আগামীকাল সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে মুম্বই। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের স্বপ্নের ফর্মের সুবাদে জোড়া ম্যাচ জয়ের পর আগামীকাল মুম্বইয়ের প্রতিপক্ষ গোয়া। মুম্বই দলের অন্দরের খবর, কালকের ম্যাচে ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে মুম্বইয়ের জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যেতে পারে। যদিও রাত পর্যন্ত এই ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি মুম্বই দলের তরফে।

আজ প্রতিপক্ষ ঝাড়খণ্ড



আজও চোখ থাকবে মুকেশ কুমারের দিকে।

ক্রিকেটার রিলিজের তালিকা

INDIAN PREMIER LEAGUE

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহার, আল্লাহ মহম্মদ গজনফার, অথর্ব আঙ্কোলেকার, কেশব মহারাজ, মহম্মদ ইজহার, দানিশ মালেওয়ার, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে, মায়াঙ্ক রাওয়াত, রবিন মিঞ্জ
স্কোয়াডে : ১৬
বিদেশি : ৬
বাজেট বাড়ল : ২৮.৮ কোটি
হাতে থাকল : ৩২.৬ কোটি

কলকাতা নাইট রাইডার্স
আজিঙ্কা রাহানে, আকাশ দীপ, ব্লেসিং মুজারাবানি, দক্ষ কামরা, লুভনিত সিসোদিয়া, মাথিশা পাথিরানা, মুস্তাফিজুর রহমান, নভদীপ সাইনি, রাচিন রবীন্দ্র, রাহুল ত্রিপাঠী, তেজস্বী সিং, উমরান মালিক
স্কোয়াডে : ১৭
বিদেশি : ৫
বাজেট বাড়ল : ৪১.৬৪ কোটি
হাতে থাকল : ৪১.৬৫ কোটি

রাজস্থান রয়্যালস
শিমরন হেটমেয়ার, অ্যাডাম মিলনে, কোয়েনা মাফাকা, তুষার দেশপান্ডে, কুলদীপ সেন, যুধবীর সিং, ভিগনেশ পুথুর, রবি সিং, ইমানজ্যোৎ চাহাল
স্কোয়াডে : ১৯
বিদেশি : ৫
বাজেট বাড়ল : ২৩.৭৫ কোটি
হাতে থাকল : ২৭.০৫ কোটি

পাঞ্জাব কিংস
লকি ফার্গুসন, মিচেল ওয়েন, নেহাল ওয়াধেরা, পায়লা অবিনাশ, প্রবীন দুবে, বিশাল নিশাদ
স্কোয়াডে : ১৯
বিদেশি : ৬
বাজেট বাড়ল : ১০.১ কোটি
হাতে থাকল : ১৮.৬ কোটি

চেন্নাই সুপার কিংস
মহেন্দ্র সিং ধোনি, ম্যাথু শর্ট, ম্যাট হেনরি, জ্যাক ফোকস, প্রশান্ত বীর, আমন খান, কুলদীপ যাদব, আকাশ মাধওয়াল, ডিয়ান ফোরেস্টার, ম্যাকনিল নোরোনহা, স্পেনসার জনসন
স্কোয়াডে : ১৯
বিদেশি : ৬
বাজেট বাড়ল : ২৪.৫ কোটি
হাতে থাকল : ২৮.০৫ কোটি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
জ্যাকব বেথেল, বিহান মালহোত্রা, রিচার্ড গ্লিসন, মঙ্গেশ যাদব, সাত্ত্বিক দেশওয়াল, স্বপ্নিল সিং
স্কোয়াডে : ২০
বিদেশি : ৭
বাজেট বাড়ল : ১৪.১৫ কোটি
হাতে থাকল : ১৪.১৫ কোটি

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
ট্রাভিস হেড, কামিন্দু মেন্ডিস, জয়দেব উনাদকাত, দিলশান মদুশঙ্কা, ওঙ্কার তারমালে, অমিত কুমার, শিবম মাভি, জেরাল্ড কোয়েৎজে, ডেভিড পেইন, আরএস অম্বরীশ
স্কোয়াডে : ১৮
বিদেশি : ৫
বাজেট বাড়ল : ২১.৩৫ কোটি
হাতে থাকল : ৪০.১৫ কোটি

লখনউ সুপার জায়েন্টস
ম্যাথু ব্রিৎজকে, আবেশ খান, আনরিচ নর্তজে, জর্জ লিন্ডে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, নমন তিওয়ারি, হিম্মত সিং
স্কোয়াডে : ১৮
বিদেশি : ৫
বাজেট বাড়ল : ১৬.৮০ কোটি
হাতে থাকল : ৪৭.৪৫ কোটি

দিল্লি ক্যাপিটালস
নীতীশ রানা, অভিষেক পোড়েল, পাথুম নিশাঙ্কা, বেন ডাকেট, করুণ নায়ার, সাহিল পারাখ, দুষ্মন্ত চামিরা, রেহান আহমেদ, মিচেল স্টার্ক, অজয় মণ্ডল
স্কোয়াডে : ১৬
বিদেশি : ৪
বাজেট বাড়ল : ২৭ কোটি
হাতে থাকল : ৩৯.৫ কোটি

গুজরাট টাইটান্স
ইশান্ত শর্মা, লিউক উড, কুলবন্ত খেজরোলিয়া, শাহরুখ খান, কোনর এস্টারহুইজসেন, পৃথ্বীরাজ ইয়ারা
স্কোয়াডে : ২২
বিদেশি : ৬
বাজেট বাড়ল : ৬.৫৫ কোটি
হাতে থাকল : ৮.৭৫ কোটি

পাক বধে সাফ জয়ের হ্যাটট্রিক

মোহন-ইস্টের সুহেল-সন্দীপ ট্রফি দিলেন ভারতকে

ভারত-২ (সুহেল ও সন্দীপ)
পাকিস্তান-১ (আলমগির)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ভারতীয় ফুটবলে গত একটা বছরে শুধুই হারের গল্পের মাঝে এক সোনালি রেখা। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের হ্যাটট্রিক ভারতের।

ঢাকায় এদিন টানটান এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২-১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন চিঙ্গলেসানা সিং-পিভি বিষ্ণুরা। এদিনের ম্যাচে ভারতের দুই গোলস্কোরার সুহেল আহমেদ বাট ও সন্দীপ মান্ডি। টুর্নামেন্টের সবাধিক গোলস্কোরার হলেন সুহেল। তবে ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে কিন্তু বোঝা যায়নি ম্যাচটা জিতে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ভারত। এদিন একটা লাল কার্ডই বদলে দিল ম্যাচের ভাগ্য। সুহেল বাট ভারতকে ম্যাচে ফেরালেন ৬০ মিনিটে। তার এক মিনিট আগে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে জুনেইদ শা-কে লাল কার্ড দেখান রেফারি। ব্রাইসন ফার্নান্ডেজকে বল ছাড়া হাঁটুতে পা চালান জুনেইদ। আর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত সামান্য অমনোযোগী হয়ে পড়ে খাইমিনথাং লুংদিমের ফ্রি কিক থেকে নেওয়া ম্যাকার্টন লুইস নিকসনের শট ফিরে এলে সামনে থাকা সুহেলের শট জাল কাঁপিয়ে দেয়। যা বাঁচানোর ক্ষমতা ছিল না পাকিস্তানের। ফুটবলে একটা প্রচলিত কথা হল, দুই অর্ধেরই শুরু ও শেষের মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও অঘটন এই সময়েই ঘটে। আর এদিন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ঠিক এই অঘটনটাই ঘটল বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে। যদিও এটাকে ঠিক অঘটন বলা যাবে কিনা, প্রশ্ন সেটাও। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোল করে পাকিস্তানকে এগিয়ে দিলেন আলমগির গাজি। তবে শুধু গোলটাই নয়, এদিন অবশ্য প্রথমার্ধের পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করেন পাকিস্তানিরা। বল পজেশন থেকে গোলে শট, সবেতেই সেই সময় পিছিয়ে ছিল নৌশাদ মুসার ভারত। কিন্তু বিরতির পর কিছু পরিবর্তনে চাপ বাড়ে ভারতের। ম্যাকার্টন লুইস আসায় মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অনেকবেশি বল সুহেলদের কাছে যেতে থাকে। ভারতের এই চাপের মুখে পড়েই পা চালাতে শুরু করেন পাক ফুটবলাররা। তবু দশজনের পাকিস্তানকে পেয়েও দ্বিতীয় গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৮৮ মিনিট পর্যন্ত। শেষপর্যন্ত আব্দুল রাবিহর কর্নারে যে হেডটা করেন সন্দীপ তা চেষ্টা করেও আটকাতে ব্যর্থ হন ইউসুফ বাট। কলকাতার দুই প্রধানের দুই গোলস্কোরের সৌজন্যে অবশেষে ট্রফি ভারতের। পরে সন্দীপ বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি এই ট্রফি জয়ের। আরও ভালো লাগছে জয়ের গোল করতে পেরে।' ৯৫ মিনিটে ৩-১ হতে পারত। পাক গোলকিপার উঠে যাওয়ার পর ফাঁকা গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন লুংদিম। কিন্তু তাঁর শট গোললাইন থেকে হেডে সেভ করেন ডিফেন্ডার আব্দুলর শেহজাদ।

এই দুই দেশ মুখোমুখি হলে ম্যাচের বাইরেও কিছু কথা থাকে। ক্রিকেটে যাই হোক না কেন এদিন টসের সময়ে দিব্যি হাত মেলালেন চিঙ্গলেসানা সিং ও আবদুল্লা ইকবাল। এমনকি সুহেলকে কড়া চ্যালেঞ্জের পর তাঁকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতেও দেখা গেল পাক ফুটবলারদের। ম্যাচের পরও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানান পাক অধিনায়ক। তবে গ্যালারি থেকে খুব অল্পই সমর্থন পেয়েছে ভারত। বরং ম্যাচটা ঢাকা নাকি ইসলামাবাদে, বোঝা দুষ্কর ছিল।

ভারত : আর্শ, লুংদিম, সানা, জয়ন্ত, সন্দীপ, ব্রাইসন (রাবিহ), অভিষেক, রিকি, বিষ্ণু (ইরফান), কিপজেন (ম্যাকার্টন) ও সুহেল।



পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তেরঙা নিয়ে ভারতীয় ফুটবল দল। ঢাকায়।

'বাতিল' পাথিরানা, গ্রিনে আস্থা নাইটদের

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে জল্পনা ছিল। যশস্বী জয়সওয়ালকে পেতে 'ট্রেডে' অজি অলরাউন্ডারকে ছাড়তে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। ভাসছিল মিনি নিলামের জন্য গ্রিনকে রিলিজ করার সম্ভাবনাও। যদিও দুইটির কোনওটাই ঘটেনি। শেষপর্যন্ত দলের সবচেয়ে দামি (২৫.২ কোটি) ক্রিকেটার গ্রিনকে ধরে রেখেই ২০২৭ আইপিএলের ঘুঁটি সাজানোর সিদ্ধান্ত কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

গ্রিনের পাশাপাশি সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা, রিঙ্কু সিংদেরও প্রত্যাশামাফিক ধরে রাখা হয়েছে। রিটেন তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ফিন অ্যালেন, রোভমান পাওয়েল, টিম সেইফার্ট, বৈভব অরোরা, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরাও। তবে সেই সৌভাগ্য হয়নি মাথিশা পাথিরানা (১৮ কোটি টাকায় গতবার নেয়), আকাশ দীপ, ব্লেসিং মুজারাবানি, মুস্তাফিজুর রহমানদের। বাদের তালিকায় নভদীপ সাইনি, রাচীন রবীন্দ্র, উমরানও মালিক।

বড়সড়ো পরিবর্তন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালসেও। মিচেল স্টার্ক, বেন ডাকেট, নীতীশ রানাদের সঙ্গে রিলিজ তালিকায় বাংলার অভিষেক পোড়েলও। গতবার উইকেটকিপার-ব্যাটারদের রিটেইন করেছিল দিল্লি। তবে জায়গা ধরে রেখেছেন বাংলা রনজি ট্রফি দলে আরেক সদস্য মুকেশ কুমার। টানাপোড়েন থাকলেও অক্ষর প্যাটেল, লোকেশ রাহুল, কাইল জেমিসন, আকিব নবি দারের পাশপাশি পৃথ্বী শ, আশুতোষ শর্মাকে ধরে রাখল দিল্লি। ট্রেডে আগেই সৌরভরা তুলে নেয় ঋষভ পন্থকে।

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তালিকায় খুব বেশি চমক নেই। মূল টিমটাকেই ধরে রেখেছে। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, তিলক ভার্মা, নমন ধীরের সঙ্গে বিদেশি রায়ান রিকেলটন, শেরফানে রাদারফোর্ড, কুইন্টন ডি কক, মিচেল স্যান্টনার। গত মরশুমে ব্যর্থতার জের ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহারকে অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে তারা। ট্রেডে আগেই হার্দিক পান্ডিয়াকে ছাঁটাই করে অর্শদীপ সিংকে দলে নেয় নীতা আম্বানির দল।

চেন্নাই সুপার কিংসে মূল চমক মহেন্দ্র সিং ধোনির বিদায়! প্রায় দুই দশকের গাঁটছড়ায় ইতি টেনে মেগা লিগে আর না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাহি। প্রিয় থালার সঙ্গে ম্যাথু শর্ট, ম্যাট হেনরিকে রিলিজ করেছে হলুদ ব্রিগেড। তবে রুতুরাজ গায়কোয়াড় থেকে সঞ্জু স্যামসন, আয়ুষ মাত্রে, শিবম দুবে সহ তরুণ ব্রিগেডকে অগ্রাধিকার দিয়েছে নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসনের দল।

নতুন করে দল সাজানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়েন্টস। আবেশ খান, আনরিচ নর্তজে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভাদের ছাড়ার সিদ্ধান্ত। ট্রেডে

রাজস্থানে সামি, রিটেইন শাহবাজ-মুকেশও

আগেই 'বাতিল' ঋষভ, মহম্মদ সামি। কিছুটা অবাক করেই মিচেল মার্শ, আইডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান, শাহবাজ আহমেদ, জোশ ইনগ্লিসদের সঙ্গে অর্জুন তেন্ডুলকারকে ধরে রাখল টিম লখনউ। আগেই ট্রেডে নেওয়া হয়েছে কুলদীপ যাদবকে। সামির বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে পেয়েছে ইংল্যান্ডের পেস অলরাউন্ডার স্যাম কুরানকে।

অর্শদীপকে (ট্রেডে) ছাড়ার মধ্যেই বোলিং বিভাগে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। রিলিজ তালিকায় নিউজিল্যান্ডের পেস বোলার লকি ফার্গুসনও। তবে বাকি দলকে ধরে রেখেছে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন টিম পাঞ্জাব। অপরদিকে, রাজস্থান রয়্যালসের রিটেন তালিকায় নেই শিমরন হেটমেয়ার। একই হাল পেস ব্রিগেডের নান্দ্রে বার্জার, অ্যাডাম মিলনে, তুষার দেশপান্ডে, কুলদীপ সেনদেরও। যশস্বীকে নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠলেও বাঁহাতি ওপেনারকে ধরে রেখেছে গোলাপি ব্রিগেড।

আগামী আইপিএলে দেখা যাবে না 'ট্রাভিষেক' জুটিকে। অভিষেক শর্মাকে ধরে রাখলেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছেড়ে দিল ট্রাভিস হেডকে। রিলিজ তালিকায় আছেন কামিন্দু মেন্ডিস, জয়দেব উনাদকাতরাও। ট্রেডে হর্ষল প্যাটেল, জিশান আনসারি, লিয়াম লিভিংস্টোন, জ্যাক এডওয়ার্ডসের বদলে সানরাইজার্স নিয়েছিল থঙ্গরাসু নটরাজন, খলিল আহমেদ, নাথান এলিসকে।

গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কিছুটা অবাক করেই ছেড়েছে ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার তারকা জ্যাকব বেথেলকে। তবে মূল টিমের বেশিরভাগ প্লেয়ারকেই ধরে রেখেছে তাঁরা। অপরদিকে, শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাট টাইটান্সের রিটেন তালিকায় জায়গা হয়নি ইশান্ত শর্মা, শাহরুখ খানের।

রিটেইন এবং রিলিজ প্রক্রিয়া শেষ। এবার অপেক্ষা মিনি নিলামের। যেখানে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সামনেই থাকছে রিলিজ করা প্লেয়ারদের পুনরায় দলে নেওয়ার সুযোগ। আপাতত সেদিকেই চোখ। ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় হতে চলা নিলামের পরই পরিষ্কার হবে দশ দলের চেহারা শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াতে চলেছে।

পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, কখনও আইপিএল ট্রফি জেতেনি দিল্লি। ২০২৭ সালের আইপিএলের আসরে ছবিটা কি বদলাবে? কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আজ বলেছেন, 'আগামী দুই বছরের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে দল গঠন করতে চাই আমরা। সেই লক্ষ্যেই কিছু ক্রিকেটারে রিটেইন করেছি আমরা। পরে নিলামের আসর থেকেও কয়েকজনকে দলে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।'

ট্রেডিংয়ে কে কোথায়

প্লেয়ার	কোন দলে ছিলেন	কোন দলে গেলেন	আগের দাম	বর্তমান দাম
হার্দিক পান্ডিয়া	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	পাঞ্জাব কিংস	১৬.৩৫ কোটি	১৮ কোটি
অর্শদীপ সিং	পাঞ্জাব কিংস	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১৮ কোটি	১৮ কোটি
ঋষভ পন্থ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	দিল্লি ক্যাপিটালস	২৭ কোটি	১৫ কোটি
কুলদীপ যাদব	দিল্লি ক্যাপিটালস	লখনউ সুপার জায়েন্টস	১৩.৫০ কোটি	১৩.৫০ কোটি
মহম্মদ সামি	লখনউ সুপার জায়েন্টস	রাজস্থান রয়্যালস	১০ কোটি	৮ কোটি
মুরুগান সিদ্ধার্থ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	রাজস্থান রয়্যালস	৭৫ লক্ষ	৭৫ লক্ষ
স্যাম কুরান	রাজস্থান রয়্যালস	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২.৪ কোটি	২.৪ কোটি
থঙ্গরাসু নটরাজন	দিল্লি ক্যাপিটালস	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১০.৭৫ কোটি	৫ কোটি
জিশান আনসারি	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	দিল্লি ক্যাপিটালস	৪০ লক্ষ	৪০ লক্ষ
লিয়াম লিভিংস্টোন	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	চেন্নাই সুপার কিংস	১৩ কোটি	৬ কোটি
জ্যাক এডওয়ার্ডস	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	চেন্নাই সুপার কিংস	৩ কোটি	৩ কোটি
খলিল আহমেদ	চেন্নাই সুপার কিংস	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৪.৮ কোটি	৪.৮ কোটি
নাথান এলিস	চেন্নাই সুপার কিংস	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	২ কোটি	২ কোটি
হর্ষল প্যাটেল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	গুজরাট টাইটান্স	৮ কোটি	৪ কোটি

রোনাল্ডোর মায়ের মন্তব্যে জবাব জেসুসের

কার্ডিফ, ১৭ নভেম্বর : গত শনিবার ডেনমার্কের কাছে পর্তুগালের লজ্জাজনক হারের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মা। পর্তুগালের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'রোনাল্ডোকে যেভাবে প্রতারিত করা হয়েছে তাতে ও খুব দুঃখ পেয়েছে। আমিও কষ্ট পেয়েছি। এই হার ওদের প্রাপ্য ছিল! আমি খুশি। ক্রিশ্চিয়ানোকে বিদায়ি সংবর্ধনা দেওয়া উচিত ছিল ওর সামনে, ওর অনুপস্থিতিতে নয়।'

রোনাল্ডোর মায়ের এমন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পর্তুগাল কোচ জর্জে জেসুস বলেছেন, 'একজন মা হিসেবে ছেলের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। ওনার মন্তব্য দলের ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'রোনাল্ডোর মা এমন একজন যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি আর কী-ই বা বলতে পারেন? মা তো মা-ই হন। আমি তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে পারছি।'

নেশনসে কোয়ার্টারে জার্মানি

বার্লিন, ১৭ নভেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৫-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার্স ফাইনালে উঠল জার্মানি। ১৯৫৯ সালের (৭-০) পর ডাচদের বিরুদ্ধে যা জার্মানির দ্বিতীয় বড় জয়। ৪১ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন ডেরি শেরহান্ট। ৬০ মিনিটে ২-০ করেন

৭ গোল ব্রাজিলের

ফ্লোরিয়ান রিৎজ। ৫ মিনিট পর হেডারে লক্ষ্যভেদ নিকো শ্লটারবেকের। ৭১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন রিৎজ। ৭৭ মিনিটে শেষ গোল ব্রায়ান গ্রুডার। 'বি' গ্রুপে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও গ্রিস তিন দলই ১১ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। তবে গোল পার্থক্য ও মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে থাকায় গ্রুপ সেরা হয়েছে জার্মানি। দ্বিতীয় দল হয়ে শেষ আটে গেল নেদারল্যান্ডস।

এদিকে, আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল। দেশের জার্সিতে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন তারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ২১ মিনিটের মধ্যে তিনি স্কোরশিটে তিনবার নাম তুলে ফেলেন। ব্রাজিলের বাকি গোলগুলি এনড্রিক, এস্তেভাও উইলিয়ান ও রায়ানের। অন্যটি আত্মঘাতী।

যোগ্যতা অর্জনের পথে মেহরাজের ভারত

কুয়ালা লামপুর, ১৭ নভেম্বর : প্যালেস্তাইনকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ভারত। যোগ্যতা অর্জন পর্বে টানা তৃতীয় জয়ের সুবাদে 'গ্রুপ ই'-র পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করল অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফুটবল দল।

মঙ্গলবার ৭ মিনিটের মাথায় গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন কামগুহাও ডঙ্গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফেরায় প্যালেস্তাইন। এরই মাঝে ভারতের এক ফুটবলারকে লাথি মারায় লাল কার্ড দেখেন প্যালেস্তাইনের মহাম্মেদ জামহৌর। বাকি সময়টা ১০ জনে খেলতে হয় প্যালেস্তাইনকে। এদিকে, প্রথমার্ধের শেষে ম্যাচের ফল যখন ১-১, সেই সময় প্রবল বৃষ্টির জন্য প্রায় এক ঘণ্টা ম্যাচ স্থগিত রাখতে হয়। দ্বিতীয়ার্ধে মেহরাজের দলের আক্রমণের সামনে কার্যত ভেঙে পড়ে প্যালেস্তাইনের রক্ষণ। একে একে তিন গোল করে ভারত। এই জয়ের পর অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলা থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে রইল ভারত।

ইনফ্যান্তিনোকে সরানোর ডাক জার্মানির কোচের

বার্লিন, ১৭ নভেম্বর : ফিফার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন জার্মানির কোচ জুরগেন ক্লপ। তিনি বলেছেন, 'শেপ ব্লাটার যেসব কাজ করেছেন, তার চেয়েও খারাপ কাজ করা যায় বলে আমি ভাবিনি। তবে সেটাই একজন করে দেখিয়েছেন।'

আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে ২০১৫ সালে ইস্তফা দেন ব্লাটার। পরের বছর নতুন প্রেসিডেন্ট হন

'ব্লাটারের চেয়েও খারাপ'

ইনফ্যান্তিনো। ২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের অস্বাভাবিক দাম, ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাশিয়া এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দুমুখো নীতি ইত্যাদি নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে ইনফ্যান্তিনোর ফিফা। তাঁর নেওয়া বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সাম্প্রতিকতম ছিল ফিফা 'ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ প্রোপোজাল'। যেখানে প্রস্তাব ছিল বিশ্বকাপ সহ ফিফার অন্যান্য প্রতিযোগিতার কিছুটা শেয়ার বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার। উয়েফা সহ বিভিন্ন দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়েছে ইনফ্যান্তিনোকে। তবে মার্চে আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে হটানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। উয়েফা ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপে দিয়ালোকে দাঁড় করিয়েছে ইনফ্যান্তিনোর বিরুদ্ধে। জাপানের সাম্মানিক প্রেসিডেন্ট কোজো তাশিমা এবং সুইৎজারল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার র‍্যামোন ভেগাও নির্বাচনে লড়বেন। বুধবার নাম জমা দেওয়ার শেষ দিন।

পরিবর্তনের পক্ষ্যে সওয়াল করেছেন ক্লপও। তিনি বলেছেন, 'বহু বছর ধরে ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে। নিশ্চয় এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানেন এমন মানুষ রয়েছেন। তবে আমার মতে বেশিরভাগজনই এই বিষয়ে সহমত হবেন যে পরিবর্তন হলে ভালোই হয়।' নিজের মতামতের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে ক্লপ তুলে ধরেছেন ফিফার অতিরিক্ত আর্থিক লাভের ঝোঁককে। তাঁর কথায়, 'ইনফ্যান্তিনোর পরে যিনি আসবেন তাঁর অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা সত্যিই ফুটবল নিয়ে ভাবেন, সবসময় আর্থিক লাভের পেছনে ছোটেন না।'



জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোতে বিরক্ত জার্মানির কোচ জুরগেন ক্লপ।

বড় জয় সূর্যনগর ফ্রেন্ডসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। জোড়া গোল করেন অভিজিৎ রায়। বাকি গোলগুলি সিলাশ লেপচা, জয়হরি বর্মন ও রূপম রায়ের। অভিজিৎ ম্যাচের সেরা হয়ে নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছেন। বুধবার খেলবে ওয়াইএমএ এবং নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অভিজিৎ রায়।

চ্যাম্পিয়ন ক্র্যাফট

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট সিরিজে ২-১ ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির ক্রিকেট ক্র্যাফট অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার তারা ১৪ রানে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ক্র্যাফট টসে জিতে ২৫ ওভারে ১২২ রানে অল আউট হয়। নয়ন রায় ৩৬ রান করে। রাজদীপ সাহা ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ২২. ৪ ওভারে ১০৮ রানে সব উইকেট হারায়। সায়ন সাহা ৩৪ রান করে। ফাইনালের সেরা নয়ন ১২ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট। সেরা ব্যাটার তুহিন সাহা। সেরা বোলার সুদীপ বর্মন।

ব্রিজের ফাইনালে বিরাজ-অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠলেন অভিজিৎ দত্ত-মৃগাঙ্ক রায় এবং বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদার। সেমিফাইনালে অভিজিৎ-মৃগাঙ্ক ৪২৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস করকে। অন্য সেমিফাইনালে বিরাজ-অভিজিৎ ৩১৫ পয়েন্টে জিতেছেন শ্যামল বাগচী-সঞ্জয় দে-র বিরুদ্ধে। বুধবার হবে ফাইনাল।

আইএসএলে ফিরতি ডার্বি ২৮ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দ্বিতীয় পর্বের সূচি প্রকাশিত হল মঙ্গলবার। ফিরতি লেগের কলকাতা ডার্বি ২৮ ফেব্রুয়ারি। ২২ জানুয়ারি আইএসএলের দ্বিতীয় লেগ শুরু হচ্ছে পাঞ্জাব এফসি-নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচ দিয়ে। ফিরতি লেগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রথম ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি। অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। পরের দিনই ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলবে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে। লিগের শেষ ম্যাচে কোন দল কোথায় খেলবে তা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। শেষ ম্যাচ মোহনবাগান খেলবে ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে। ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলবে মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন জয়গাঁও-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, জয়গাঁও - এর একজন বাসিন্দা কুমার রাই - কে

18.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90D 65828 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত ছিল, কারণ ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতা আমাদের জীবনে একটি আনন্দের প্রভাব ফেলেছে। আমরা ডিয়ার লটারির সত্যিই প্